ঝাড়গ্রামরাজ-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

60993

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য পাঁচ টাকা

ভাদ্র, ১৩৫০

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫.১—১৭।৮।৪৩

ভূমিকা

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পূর্ণ প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'রসমঞ্জরী' ও "বিবিধ" অধ্যায় ব্যতীত বাকী অংশ এক 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই 'অন্নদামঙ্গল'ই ভারতচন্দ্রের কবি-কীর্ত্তির একমাত্র নিদর্শন, ইহা বলিলেও ভুল হইবে না। বাংলা দেশে প্রচলিত অসংখ্য মঙ্গল-কাব্যের ইহা যে একটি, তাহা নামেই প্রকাশ। বাংলা ভাষার প্রায় জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত নানা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে লইয়া এই মঙ্গল-কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। ইহাদের গঠন ও প্রকৃতি বিচিত্র হইলেও বিষয় এক—কোনও দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তন। "এই সব মঙ্গল-কাব্য প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে লিখিত। সংস্কৃত পুরাণগুলি লিখিত হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজনীয় দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে—সেই দেবতার ভক্ত বিশেষ কোনো রাজা বা দেবাংশ মহাপুরুষের কীর্ত্তি ও বংশ-বিবরণ অবলম্বন করিয়া।...মঙ্গল-কাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত, এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত।...যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত, এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গল-গান বলে।" *

---

* 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী', ২য় ভাগ, পৃ. ৮৯৭-৯৮

মঙ্গল-কাব্যগুলির বিষয়বস্তু, গঠন ও প্রকৃতি লইয়া অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বহুবিধ মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে চণ্ডী, কালিকা, অভয়া বা অন্নদা সম্পর্কিত মঙ্গল-কাব্যগুলির মূল কথা রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

> …এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েরই জয় হোলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর তুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ৎ দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।
>
> সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এই রকম :—বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি ক'রেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্ব্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।—'কালান্তর', পৃ. ১৩৫-৩৬।

> যে সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হোত। তখন চারিদিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্ দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমতো স্তব করতে জানে, যে ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন ক'রে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্ম্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ ক'রে আঘাত করত।—'কালান্তর', পৃ. ১৪৯।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই অত্যুগ্র বিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের কালে ইহার জন্ম হয় নাই। "তখনকার নানা বিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্ত্তন-ব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে-ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে, সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি-বা প্রাধান্য দেয়, শেষ কালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল-সুন্দররূপে দরিদ্র বাঙালীর ঘরে যে রসসঞ্চার করিয়াছেন, চণ্ডীপূজার সেই পরিণাম-রমণীয়তার"* নিদর্শন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'।

---

* রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য'।

মঙ্গল-কাব্যগুলির সূচনাকাল হইতে দীর্ঘ দিন ধর্ম্মঠাকুর, শিব, মনসা, বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতারাই (বহু ক্ষেত্রেই অনার্য্য) প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই কাব্যগুলির রচনাপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি কবিদের হাতে পড়িয়া পুরাণানুগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের দেবতারাই লৌকিক দেবতাদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কালিকা-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, দুর্গা-মঙ্গল, ভবানী-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল প্রভৃতি এই পরবর্ত্তী কালের রচনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' যদিও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আজ্ঞায় রচিত হয়, তথাপি কবি মঙ্গল-কাব্যের প্রথা-অনুযায়ী স্বপ্নাদেশের অবতারণা করিতে ভুলেন নাই। এই কাব্যের প্রথম অংশে অর্থাৎ আরম্ভ হইতে "অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা" পর্য্যন্ত এই স্বপ্নে-দেখা-দেওয়া দেবী অন্নদারই মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করা হইয়াছে; এই অংশে ভারতচন্দ্র পূর্ব্বাচার্য্যগণের, বিশেষ করিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর, আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ অর্থাৎ "রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন" হইতে আরম্ভ করিয়া (গ্রন্থাবলীর বর্ত্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) "বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা" 'অন্নদামঙ্গলে'র পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ অবান্তর কাহিনী, নিতান্ত গায়ের জোরে সন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তৎপরবর্ত্তী অংশ অর্থাৎ 'অন্নদামঙ্গলে'র তৃতীয় খণ্ড ("বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান" হইতে "মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা" পর্য্যন্ত) প্রথম খণ্ডেরই মঙ্গল-কাব্যসম্মত পরিশিষ্ট। মধ্যের অংশ অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়াই ভারতচন্দ্রের সমধিক খ্যাতি বা অখ্যাতি। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরে বাংলা দেশের একাধিক কবি এই কাহিনী অথবা অনুরূপ কাহিনীকে স্বতন্ত্র

মঙ্গল-কাব্যের বিষয় করিয়াছেন; এগুলিকে কালিকা-মঙ্গল আখ্যায় আখ্যাত করা যায়। এগুলিতে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন নিতান্ত গৌণ, আসলে বিদ্যা ও সুন্দরের সুড়ঙ্গভেদী প্রণয়-কাহিনীই কবির মুখ্য অবলম্বন। এই কাহিনীর মূল যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে বর্জ্জিত 'চৌরপঞ্চাশিকা'র প্রাচীন শ্লোকগুলি হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব কি না, তাহাও বিচার্য্য।

কালিকামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর প্রাচীনতা ও প্রসার সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ষষ্ঠ সংস্করণে (পৃ. ৫০০-৫০৮) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃততর গবেষণা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী তৎসম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বলরাম কবিশেখর-বিরচিত 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহাতে অনেক তথ্য পাইবেন। শেষোক্ত পুস্তকের "মুখবন্ধে" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ভাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

> লোকে বলে বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা। কোন্ বররুচি তার ঠিকানা নাই। কাত্যায়ন বররুচির লেখা?—না, 'বাররুচং কাব্যং' যাঁর, সেই বররুচির লেখা?—না, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের বররুচির লেখা?—কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। অনেকে অনেক রকম পুঁথি পাইতেছেন, এবং অনেক রকম মত প্রকাশ করিতেছেন।
>
> বিদ্যাসুন্দরের গোড়া কিন্তু গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে—ইংরেজী ১১ শতকে। সেখানে বিল্‌হণ নামে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেন; ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়।

> সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক আমরা পাইয়াছি—এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন পর্ব্বতে অবস্থিত রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তিপ্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনে সমাগমবিহার ও রাজসমীপে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরের প্রতি দণ্ডদানোদ্যম পর্য্যন্ত ৫৬টী শ্লোকে বর্ণিত আছে।...এ পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই।
>
> কিন্তু ইহা বররুচিপ্রণীত সেই পুস্তক কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। যাহা হউক, রচনাদৃষ্টে এখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাষাপুস্তকেই [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র-প্রণীত বিদ্যাসুন্দর কাব্য] যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আছে—সুতরাং ঐ শ্লোকগুলি ভাষাপুস্তক রচয়িতার যে কাহারও নিজের রচিত নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলকথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে। অবশ্যই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূলখানি কোন গ্রন্থ তাহা স্থির বলা যায় না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই শেষোক্ত হস্তলিখিত পুথিখানিই যে মুদ্রিত বররুচি-বিরচিত সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরম্', পরে তাহা প্রমাণিত হইলে তিনি গ্রন্থমধ্যে পাদটীকায় তাহা স্বীকার করেন। মুদ্রিত পুস্তকে অধিকন্তু "চোরপঞ্চাশতে"র শ্লোকগুলি ছিল।

১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খ্রীঃ) বটতলার "বিদ্যারত্ন যন্ত্র" হইতে মুদ্রিত নন্দলাল দত্ত-সম্পাদিত 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় একটি সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরে'র উল্লেখ আছে, যাহার সহিত রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দরে'র "অনেক স্থানে" এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের "অল্প স্থানে" মিল আছে। সম্পাদক মূল সংস্কৃত

গ্রন্থটি চাক্ষুষ করেন নাই; 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'র পণ্ডিতবর নন্দকুমার কবিরত্নের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন। কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের (১৯২২) বিবরণী বহিতে (পৃ. ২১৫-২২০) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের "The Long-lost Sanskrit Vidyasundara" প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' ৫৪৬ শ্লোক-সমন্বিত একটি পুথি। বিষয়বস্তু-নন্দলাল দত্ত-উল্লিখিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত ১৭২৮ শকে (১৮০৬ খ্রীঃ) শ্রীরাম তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বিরচিত 'চৌর-পঞ্চাশতে'র "কাব্যসন্দীপনী" টীকায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র উপাখ্যান কয়েকটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনও ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানের কথা লিখিয়াছেন।* দীনেশবাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র (ষষ্ঠ সং, পৃ. ৪৯১) ফার্সীতে বিরচিত বহু প্রাচীন একখানি বিদ্যাসুন্দরেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

৫৪টি শ্লোকের সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' এবং ৫৪৬টি শ্লোকের 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' আলোচনার ফলে আমরা দেখিতেছি যে, (১) কৃষ্ণরাম, বলরাম কবিশেখর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্র প্রত্যেকেরই ভাষাকাব্যে বিদ্যাসুন্দরের বিচারে ময়ূরনাদের যে শ্লোক দুইটি (পৃ. ৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য) আছে, সংস্কৃত মূলেও সেগুলি আছে। সুতরাং মানিতে হইবে, ভাষাকাব্যগুলির আদর্শ সংস্কৃতে ছিল। (২) মূল সংস্কৃতে ঘটনাস্থল উজ্জয়িনী, সুতরাং পর্ব্বতে ময়ূরডাক অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু বর্দ্ধমানে ইহা অস্বাভাবিক। সংস্কৃত আদর্শের অনুবাদের চিহ্ন এখানেও প্রকট।

---

* *History of Bengali Language and Literature*, পৃ. ৬৫৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটকে'র প্রথম নাটক কাশীনাথকৃত "বিদ্যাবিলাপ"—অনুমান ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত। ইহাতে বিদ্যা নিজেকে উজ্জয়িনী-নরপতির কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দরে'র সহিত ইহার যোগ না মানিয়া উপায় নাই। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালি সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করা না গেলেও গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর, বলরাম কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যে পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত এবং মূল সংস্কৃত আদর্শের অনুসারী, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

এইবার বর্দ্ধমান প্রসঙ্গ। কাশীনাথ ('নেপালে বাঙ্গালা নাটক') বররুচিকে অনুসরণ করিয়া বিদ্যার জন্মভূমি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন ; কিন্তু বলরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র তিন জনেই তাহাকে বর্দ্ধমানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের রচনাকাল আমরা জানি, অপর দুইটি কাব্য-রচনার তারিখ আমরা সঠিক অবগত নহি। কিন্তু সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতচন্দ্রই বলরাম ও রামপ্রসাদের আদর্শ হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের রাজপরিবারের সহিত তাঁহার বিরোধের কথা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আছে, ভারতচন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উক্ত রাজপরিবারকে লোক-চক্ষে হেয় করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়, বরঞ্চ ইহার সপক্ষে এই ধরণের একটা জনশ্রুতিও আছে।

সুতরাং সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বাংলা দেশে প্রচারিত 'বিদ্যাসুন্দর'গুলি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে,

সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর কৃষ্ণরাম-রচিত বাংলা 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্যকে আদর্শ করিয়া ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও বলরাম তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার অব্যবহিত পরেই রামপ্রসাদ তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। বর্দ্ধমান, হীরা ও শুকপক্ষী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব, তিনি এগুলি কাহারও নিকট ধার করেন নাই। কবিশেখর বলরামের কাব্য অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন রচনা।

কঙ্ক-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' ছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সকল 'বিদ্যাসুন্দর'ই 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত কাব্য এবং কালীমাহাত্ম্য প্রচারকল্পে রচিত। 'বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানম্' পুথিতে সূত্রপাতেই "ওঁ নমঃ কালিকায়ৈ" লিখিত আছে এবং তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার কালীকে তাঁহার কুলদেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কালিকা-মাহাত্ম্য এক বঙ্গদেশেই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের অন্যত্র অবাঙালীদের মধ্যে কালীসাধনা বিরল। বাংলার বাহিরে কালীমাহাত্ম্যপ্রচারক কোনও কাব্যই দৃষ্ট হয় না। 'বিদ্যাসুন্দরে'র কাহিনীও অন্যত্র প্রসার লাভ করে নাই। বররুচির 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যও বাংলা দেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, পুথিও বাংলা অক্ষরে লিখিত। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি যে, সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য কোনও প্রাচীন বাঙালী কবিরই রচনা। গ্রন্থকারের নাম হয়ত বর-রুচি ছিল, না থাকিলেও তিনি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পাদন করিবার জন্য উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত, কি বাংলা 'বিদ্যাসুন্দরে'র সঙ্গে 'চৌরপঞ্চাশতে'র একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই। তথাকথিত বররুচি তাঁহার কাব্যের নায়ক সুন্দরের মুখ দিয়া পঞ্চাশটি শ্লোকে বিদ্যার সহিত অতিবাহিত সুখমুহূর্ত্তগুলির বর্ণনা করাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অধ্যাপক

মিত্র মহাশয়ের পুথিতে কবি বিদ্যার মুখ দিয়াও ঐ প্রকার পঞ্চাশাধিক শ্লোক বলাইয়াছেন। পণ্ডিত রাম তর্কবাগীশ তাঁহার চৌরপঞ্চাশতের টীকায় যে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী দিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইরূপ—রাঢ়ার অন্তর্গত চৌরপল্লীর নৃপতি গুণসাগরের পুত্র সুন্দর বিদ্যার রূপ-লাবণ্য ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া গোপনে বিদ্যার গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। ফলে বিদ্যা গর্ভবতী হইলে সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হয়। সুন্দর ধৃত হন এবং রাজা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেন। শ্লোকগুলির এক অর্থে বিদ্যার সহিত রতিসম্ভোগ এবং অন্য অর্থে কালিকার স্তুতি হয়। সুন্দরের স্তবে তুষ্ট হইয়া কালিকা রাজার জিহ্বাগ্রে ভর করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলান যে, ইনিই বিদ্যার পতি। বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানের সহিতই চৌরপঞ্চাশিকাকে সংযুক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু এই চৌরপঞ্চাশিকা বা চৌরপঞ্চাশৎ একটি স্বতন্ত্র কাব্য। চৌর নামক কোন কবি অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন; ইঁহার নাম আমরা বহু সুভাষিতের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই। জয়দেব তাঁহার প্রসন্নরাঘব নাটকের প্রারম্ভে চৌরকবি সম্বন্ধে প্রশস্তি করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন, কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিহ্লন ও চৌরকবি একই ব্যক্তি। শাস্ত্রী মহাশয়ও 'কালিকামঙ্গলে'র মুখবন্ধে বিহ্লনের কাহিনীটিকে "বিদ্যাসুন্দরের গোড়া" বলিয়াছেন এবং গল্পাংশ বিবৃত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যেও এই বিহ্লন-কাহিনী একটু স্বতন্ত্রভাবে প্রচারিত আছে। 'বিদ্যাসুন্দর'-কাব্য-প্রসঙ্গে এই বিহ্লন-রাজকন্যা-ঘটিত প্রেমের মূলে কতখানি সত্য আছে, তাহাও বিচার্য্য। কবি বিহ্লন-কৃত 'বিক্রমাঙ্ক দেবচরিত'

কাব্যের শেষ সর্গে কবির জীবনীর অনেক উপকরণ আছে। কাশ্মীরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিহ্লন দেশভ্রমণে বাহির হন। 'রাজতরঙ্গিণী' (৭-৯৩৬) হইতেও জানা যায়, বিহ্লন নৃপতি কলশের সময়ে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ ও বারাণসী দর্শন করেন। কিছু কাল তিনি চেদীরাজ কর্ণের রাজসভায় থাকিয়া পশ্চিম-ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। বিহ্লন সম্ভবতঃ অনহিলবাড়ে যথোপযুক্ত সম্মান পান নাই; কারণ, দেখা যায় তিনি তাঁহার কাব্যে গুর্জ্জরদিগের বেশভূষা, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। সেখান হইতে বিহ্লন সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। চালুক্য নৃপতি বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল বিহ্লনকে "বিদ্যাপতি" উপাধি দিয়া তাঁহার সভাকবি করিয়াছিলেন। বিহ্লন-কাব্যের মহিলপত্তন যদি অনহিলপত্তন বা অনহিলবাড় হয়, তাহা হইলে সেখানে রাজা বীরসিংহেরও অস্তিত্ব প্রয়োজন। কিন্তু 'রাসমালা' হইতে প্রমাণ করা যায় যে, বিক্রমাঙ্কদেব বা বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের সমসাময়িক বীরসিংহ নামীয় কোনও নরপতিই সেখানে রাজত্ব করেন নাই। বিহ্লন-কাব্য বিহ্লনের রচিত, এরূপ ধারণাও ভ্রান্ত; কারণ, কবি নিজের এবং নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে স্বয়ং এরূপ কাহিনী লিখিতে পারেন না। বিহ্লন ও চৌরকবিকে অনেকে অভিন্ন মনে করেন; আমাদের বিশ্বাস, এ ধারণাও ভ্রান্ত। চৌরকবির উল্লেখ চৌর এই নামেই পাওয়া যায়। বিহ্লন ও চৌরকবি এক ব্যক্তি হইলে প্রায় সমসাময়িক কবি জয়দেব চৌরকবির প্রশস্তিকালে তাহার উল্লেখ করিতেন। চৌরকবিকে আরও প্রাচীনতর কবি বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীর-সংস্করণ 'চৌরপঞ্চাশিকা'র প্রারম্ভে "অথ চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা পণ্ডিত বিহ্লনকৃতা" এইরূপ লিখিত আছে। এই 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা'

বিহ্লন-কাব্য হইতে স্বতন্ত্র হওয়াই সম্ভব। চৌরকবি-রচিত 'সুরতপঞ্চাশিকা'র পূর্ব্বভাগে বিহ্লনের কাল্পনিক প্রেমকাহিনী জুড়িয়া দিয়া এই বিহ্লন-কাব্য সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে যে চৌরপঞ্চাশিকা সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহারও ঐ একই কারণ। চৌরপঞ্চাশৎ কাব্যের পরিপূরক-হিসাবে বিহ্লন-কাব্যের ন্যায় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যও রচিত হইয়াছিল। "বিদ্যাপতি"-উপাধিধারী বিহ্লনকে বিদ্যার পতি বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। চৌরপঞ্চাশতের মূল যাহাই হউক, ইহার শেষ শ্লোক হইতে নায়িকার পিতার কোন প্রতিজ্ঞার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—

> অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
> শেষো [কূর্ম্মো] বিভর্ত্তি ধরণীং খলু মস্তকেন [পৃষ্ঠকেন]।
> অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুঃসহ[দুর্ব্বহ]বাড়বাগ্নিং
> অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥ পৃ. ১৩৯

বিহ্লন-কাব্যে এই অঙ্গীকারের কথা নাই, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে আছে। আরও একটি শব্দ আমরা চৌরপঞ্চাশিকায় পাই। বররুচি, ভারতচন্দ্র, বলরাম, রামপ্রসাদ এবং কাব্যমালার বিহ্লন-কাব্যের চৌরপঞ্চাশিকার প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তিতে এবং কাশ্মীর-সংস্করণের দ্বিতীয় শ্লোকে "বিদ্যাং" শব্দটি আছে। সম্ভবতঃ এই শেষ শ্লোক এবং "বিদ্যা" শব্দটি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনার কারণ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে চৌরপঞ্চাশৎ-বর্জ্জন সম্পর্কেও জবাবদিহি প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেকগুলি সংস্করণে চৌরপঞ্চাশতের ৫০টি শ্লোক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অনুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে এবং কয়েকটি গ্রন্থাবলীতে উক্ত অনুবাদগুলি ভারতচন্দ্রের কৃত—ইহা মানিয়া লইয়া স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ

সন্দিগ্ধ হইয়া গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্টে ইহাকে স্থান দিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় চৌরপঞ্চাশতের অনুবাদ ভারতচন্দ্রকৃত নয়, সুতরাং এই সংস্করণে উহা বর্জ্জিত হইয়াছে। এরূপ করিবার পক্ষে দুই একটি যুক্তি দিতেছি।

ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন,—

চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥ পৃ. ১৩৭

অর্থাৎ ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশতের "গোটাকত" [তিনটি মাত্র] শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ পঞ্চাশটি শ্লোক উদ্ধৃত থাকিলে তাহার উল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন। ইহার পরেই ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর কয়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥ পৃ. ১৩৯

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভারতচন্দ্রের সময়ে চৌরপঞ্চাশতের দ্ব্যর্থবোধক টীকা প্রচারিত ছিল; ভারতচন্দ্র ঠিক কোন্ টীকার উল্লেখ করিয়াছেন জানা নাই। বঙ্গদেশে চৌর-পঞ্চাশিকার দুইটি বিখ্যাত টীকা প্রচলিত ছিল—(১) কাব্য-সন্দীপনী : রচয়িতা রাম তর্কবাগীশ, এবং (২) কাশীনাথ সার্ব্বভৌম-রচিত টীকা। এতদ্ব্যতীত আরও ছিল। উপরে উদ্ধৃত অংশের শেষ পংক্তিতে "পণ্ডিত" শব্দেই প্রমাণ যে, ভারতচন্দ্র প্রচলিত টীকার কথা বলিয়াছেন, নিজের অনুবাদের কথা নয়। দ্বিতীয় প্রমাণ, ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যে অনুবাদ দিয়াছেন, চৌরপঞ্চাশিকায় সে তিনটি শ্লোকের অনুবাদ সম্পূর্ণ পৃথক্। ভারতচন্দ্র একই শ্লোকের অনুবাদ দুই স্থলে

দুই প্রকার করিবেন ইহা সম্ভব নয়, তাহা ছাড়া তুলনায় চৌর-পঞ্চাশিকার অনুবাদ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

আসলে চৌরপঞ্চাশতের অনুবাদ আদৌ ভারতচন্দ্রের নয়। ইহা নন্দকুমার নামক এক অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কবির রচনা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে নন্দকুমারের 'চৌরপঞ্চাশৎ'খানি আছে। তাহার সহিত তথাকথিত ভারতচন্দ্রের রচিত চৌর-পঞ্চাশিকার অনুবাদের অক্ষরে অক্ষরে মিল। কেবল যে সকল ভণিতায় নন্দকুমারের নামোল্লেখ আছে, সেই পংক্তিগুলি সুকৌশলে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিংশ শ্লোকের পর লিখিত আছে,—

> ইতি শ্রীঅভয়ামঙ্গলে বীরসিংহরাজ সন্নিধৌ গুণসিন্ধুসুত নৃপসুন্দরকৃত পঞ্চাশত শ্লোক ভারতচন্দ্র ব্যাখ্যার শেষ পূর্ব্বাচার্য্য টীকামতে শ্রীকাশীনাথ সর্ব্বভৌম বিস্তারিত তদর্থ প্রতিপন্ন ভাষা প্রকাশিত শ্রীনন্দকুমার চোরপঞ্চাশিকনামা গ্রন্থে প্রথমোল্লাস।

চল্লিশ শ্লোকের পরও ঐরূপ লিখিয়া "দ্বিতীয় উল্লাস" শেষ হইয়াছে এবং গ্রন্থশেষে আছে—

সুন্দর কাতর অতি, জানি মনে ভগবতী,
উপনীত হৈলা মশানেতে।
ভারত ব্যাখ্যানে তার, আছে অতি সুবিস্তার,
দেখ যথা বিদ্যাসুন্দরেতে॥
চোরপঞ্চাশিকনামা, গ্রন্থ অতি নিরুপমা,
টীকা মতে অর্থ করি সার।
রচিয়া বিবিধ ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ,
বিরচিল শ্রীনন্দকুমার॥

এই পুস্তকের কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এইরূপ আছে,—

> ইংরাজী ১৮২৫ সালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে যে২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহার জায়।...

মোং আড়পুলি। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে।

বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্ম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন।

—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং)—পৃ. ৮২

ইহার পর আর 'চৌরপঞ্চাশিকা'কে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়।

১৬৭৪ শকে (বঙ্গাব্দ ১১৫৯ এবং খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫২) ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তখন অতিশয় দুর্দ্দিন চলিতেছে। মহাজন-পদাবলী ও নানাবিধ মঙ্গল-কাব্যের অতিশয় ব্যর্থ অনুকৃতিতে এবং অন্য নানাবিধ বিকৃতিতে বঙ্গভারতীর পদ্মাসনের তলাকার পাঁক ঘুলাইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র সরস বুলি এবং নিখুঁত ছন্দের সাহায্যে এই বিকারের প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট সাহিত্যের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলাইয়াছিলেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন, এ কথা আমাদের মানিতেই হইবে যে, সে-যুগে ভারতচন্দ্র অসাধারণ ছিলেন; তাঁহার শিল্পজ্ঞান, ছন্দ ও শব্দের উপর দখলও অসাধারণ ছিল। নানা নূতনত্ব সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সাময়িকভাবে এমন প্রভাব বা মোহ বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বগামী প্রসিদ্ধ কবিদের দীপ্তিও কিছু দিনের জন্য ম্লান হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল বাঙালীর চিত্তে ভারতচন্দ্র যে অনেকখানি ঠাঁই জুড়িয়া ছিলেন, তাহা সে-যুগের পুথিপত্র হইতে প্রমাণিত

হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর ইংরেজী ভাষাতেও যে-সকল বাংলাভাষা-সম্পর্কিত গ্রন্থ বাহির হয়, সেগুলির ভূমিকায় অথবা দৃষ্টান্তবাক্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', বিশেষ করিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অংশ ভূরি ভূরি উদ্ধৃত হইয়াছে। হাল্‌হেডের ব্যাকরণ (১৭৭৮), ফর্‌স্টারের অভিধান (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডেফের ব্যাকরণ (১৮০১) প্রভৃতি পুস্তকে ইহার প্রমাণ মিলিবে। ভারতচন্দ্রের কাব্য, উর্দ্দু ভাষাতেও অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।* ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তারিখে রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডেফের উদ্যোগে কলিকাতায় ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্ত্তমান এজরা স্ট্রীটে) সর্ব্বপ্রথম যে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রথম দিনের অভিনয়ের পরে ভারতচন্দ্রের কয়েকটি গান যন্ত্রসহযোগে গীত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাধামোহন সেন 'অন্নপূর্ণা-মঙ্গল' প্রকাশিত করিয়া ভারতচন্দ্রের রচনার যে যে স্থল ভ্রমাত্মক বা ত্রুটিপূর্ণ মনে হইয়াছে, সেই সেই স্থলে টীকাকারে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বটতলার কয়েকটি সংস্করণে রাধামোহন সেনের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙালীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বাংলা নাটকের যে অভিনয় সর্ব্বপ্রথম হয় (অক্টোবর, ১৮৩৫), তাহাও এই 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ী এই নাটকের অভিনয়ের দ্বারাই প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। কবি গোপাল উড়ে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'কে যাত্রা-গানে রূপান্তরিত ও প্রচারিত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে

---

* 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৬ষ্ঠ সং, পৃ. ৪৯১।

'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকটি রাজা যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং প্রস্তুত করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বসুর ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাস বৈরাগী 'বিদ্যাসুন্দরে'র ইংরেজী গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। মোটের উপর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' প্রায় শতাব্দী কাল ধরিয়া বাংলা দেশের রসিক-সমাজে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জীবনী-পুস্তক প্রকাশ করেন; বাঙালী কবির ইহাই সর্ব্বপ্রথম জীবনী। মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র (১৮৬৬) দুইটি কবিতায় ("অন্নপূর্ণার ঝাঁপি" ও "ঈশ্বরী পাটনী") ভারতচন্দ্রকে অমর করিয়াছেন; কবি রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার 'বঙ্গভূষণ' কাব্যে (১৮৭৩) সর্ব্বাগ্রে ভারতচন্দ্রের নিম্নলিখিত প্রশস্তি করিয়াছেন,—

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

সুনীল গগনে যথা পূর্ণ শশধর
সুধামাখা কর দানে ধরারে হাসায়;
তেমতি, ভারতচন্দ্র! ভারতভিতর,
বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গালায়
পূর্ণিমার চন্দ্র-সম কাব্য-কর সনে
সুধা বরষিলে যত বঙ্গজনগণে।
বঙ্গ-কবি-চূড়া তুমি বঙ্গের হৃদয়ে;
সর-নীর-সুশোভিত পদ্মিনী মতন,
কিম্বা দীপ-শিখা-সম আঁধার আলয়ে
রাখি গেলে, কবি, কাব্য-কীর্ত্তি সুরতন!
শুভক্ষণে লেখনীরে ধরেছিলে করে,
যে লেখনী সুধা-ধারে মানব সকলে
ভিজাইল চিরতরে, যথা হিম-জলে
প্রকৃতি ভিজায় সদা তরু পরিকরে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য মুদ্রণ করিয়াই বাংলা দেশে বাঙালীর পুস্তক-প্রকাশ ব্যবসায় আরম্ভ হয়; ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ইহার একটি চমৎকার সচিত্র সংস্করণ বাহির করিয়া 'পাবলিশিং বিজ্‌নেস' আরম্ভ করেন; বাংলা দেশে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম সচিত্র পুস্তকও এইটি। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গলে'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাংলা দেশে অন্য কোনও বাংলা পুস্তক এত অধিক প্রচারিত এবং পঠিত হয় নাই। ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা ইহা হইতেই অনুমেয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তকে (১৮৭৩) ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' পুস্তকে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত-কবির আলোচনারই সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—

> ...ফলতঃ রায় গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনীশক্তি যে, উহার কোন অংশের কোন দোষ নেত্রগোচর হয় না।...ইহার রচনার আদ্যোপান্তই যেন মাজাঘষা ও পরিষ্কার করা। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই যেন মধু বৃষ্টি হইবে। পঙ্‌ক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তমালা। পৃ. ১৭৮, ১৮৫।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভা"য় রাজনারায়ণ বসু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া কবিকঙ্কণকেই প্রাধান্য দেন। ঐ বক্তৃতা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। অনেক স্থানে

ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র। উদ্ভাবনী শক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু রায় গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহার সন্দেহ নাই। মানবস্বভাব-পরিজ্ঞানে যে তিনি কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন, ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচাছোলা মাজাঘষা যে, বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে, অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন না :—

"পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি"
"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট"

তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ-মধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে :—

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"
"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"
"বড়র পিরিতি বালির বাঁদ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"

কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনীশক্তি থাকিত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ বিদ্যা ও কুলশীল উভয়গুণসম্পন্ন জামাতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই হইতেন। "গজদন্ত কনকে জড়িত।"—'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' পৃ. ১৯-২০।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *The Literature of Bengal* পুস্তকে (পৃ. ১৫২-১৬৮) রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতচন্দ্র সম্পর্কে, মূলতঃ অশ্লীলতার জন্য অতি কঠিন বিচার করিয়া কবিকঙ্কণকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও ভারতচন্দ্রের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও অশ্লীলতা-অপরাধের জন্য ভারতচন্দ্রের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

কিন্তু আধুনিক মন লইয়া রুচির দিক্ দিয়া বিচার করিলে সে-যুগের কোনও কবির কবিত্বপ্রতিভার যথার্থ বিচার হয় না।

নিখুঁত ছন্দ এবং বিপুল শব্দজ্ঞানের সাহায্যে ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যকে অপূর্ব্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিলেন; রূপহীন কাদার তাল লইয়া তিনি মনোহর মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন। চরিত্রসৃষ্টিতেও তিনি বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। "অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা" (১ম ভাগ, পৃ. ২১৪-১৮) অধ্যায়ে ঈশ্বরী পাটনীর কাহিনী ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির নিদর্শন। একান্ত লিরিক বা গীতিকবিতা রচনাতেও যে ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, অধ্যায়ারম্ভে ধুয়া-গান-গুলিতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি—

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমলপরিমল লয়ে শীতলজল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্তরাজা আনি ছয় রাগিণীরাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধুমুদিত মন ভারত ভুলে॥—১ম ভাগ, পৃ. ১২১-২২

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে॥—২য় ভাগ, পৃ. ১২

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥—২য় ভাগ, পৃ. ৪০

আসলে ভারতচন্দ্র শুধু "ভাষার তাজমহল"ই গড়েন নাই, যুগের উপযোগী কাব্যসৃষ্টিও করিয়াছিলেন। রচনার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য যে বাঙালীর মনোহরণ করিয়া আসিতেছে, ছন্দ এবং "শব্দমন্ত্র"ই

তাহার কারণ নয়। ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভাই তাহার কারণ।

'অন্নদামঙ্গলে'র বর্ত্তমান সংস্করণে পাঠ নিরূপণের জন্য নিম্ননির্দ্দিষ্ট হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত সংস্করণগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। গৃহীত পাঠ ব্যতীত অন্যান্য পাঠ পাদটীকায় নিরূপিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথি ও সংস্করণের ভণিতার পাঠ প্রায়শঃই ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আমাদের অনুসৃত "বি" অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্করণের পাঠই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

পু ১—প্যারিসে ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারের (বিব্লিওতেক নাসিওনাল) ভারতীয় পুথি-সংগ্রহের মধ্যে রক্ষিত ১১৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত 'বিদ্যাসুন্দরে'র পুথি।

পু ২—বর্দ্ধমান জেলায় প্রাপ্ত এবং সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৮৮৮ সংখ্যক বিদ্যাসুন্দরের পুথি। ১২০৪ বঙ্গাব্দে লিখিত।

পু ৩—বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত ও সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ১৪০১ সংখ্যক 'বিদ্যাসুন্দরে'র পুথি। ১২০৯ বঙ্গাব্দে লিখিত।

গ— ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র 'অন্নদামঙ্গল'। "অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিত হইয়া শ্রীযুত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা বর্ণ শুদ্ধ করিয়া" প্রকাশিত।

রসমঞ্জরী—১৮১৬ সালে প্রকাশিত সংস্করণ।

পু ৪—১২২৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮২১) লিখিত ও বর্দ্ধমানে প্রাপ্ত 'অন্নদামঙ্গলে'র পুথি। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৯৫৪ নং পুথি। এই পুথিই গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে পু২ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পী— ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শেয়ালদহ পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত 'অন্নদামঙ্গল'।

বি— ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল'। "কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত।"

মু— ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল' (২য় সং)। "অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য এবং সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত।"

এই পুস্তক সম্পাদনায় যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী গ্রন্থ-শেষে সন্নিবিষ্ট "টিপ্পনী" অংশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং দুরূহ শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। সন্দেহস্থলে আরবী ও ফারসী শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে আমরা সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের সাহায্য লইয়াছি। ইঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। উপরে উল্লিখিত প্যারিসের পুথির প্রতিলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এ দেশে আনীত হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে তাহা ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কোনও চিত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটি পত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সেটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই পত্র বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" অংশে (পৃ. ৩২১-২২) মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিত। প্রথম ভাগের "ভূমিকা"য় এই পত্রের উল্লেখ দ্রষ্টব্য। এই ঐতিহাসিক পত্রটির প্রতিলিপি এই ভাগে সংযোজিত হইল।

সূচী

অন্নদামঙ্গল—২য় খণ্ড

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন ... ১
বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ ... ৩
সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ... ৪
সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ ... ৭
গড়বর্ণন ... ৯
পুরবর্ণন ... ১২
সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ ১৫
সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ ... ১৭
সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ ২০
মালিনীর বেসাতির হিসাব ২৩
মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন ... ২৫
বিদ্যার রূপবর্ণন ... ২৭
মাল্যরচনা ... ৩১
পুষ্পময় কাম ও শ্লোক-রচনা ৩২
মালিনীকে তিরস্কার ... ৩৫
মালিনীকে বিনয় ... ৩৭
বিদ্যাসুন্দরের দর্শন ... ৪০
সুন্দরসমাগমের পরামর্শ ... ৪৪
সন্ধি খনন ... ৪৮
বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি ৫০
সুন্দরের পরিচয় ... ৫৩
বিদ্যাসুন্দরের বিচার ... ৫৬
বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ ৬০
বিহারারম্ভ ... ৬৩
বিহার ... ৬৫
সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা ... ৬৭
বিপরীত বিহারারম্ভ ... ৭২
বিপরীত বিহার ... ৭৫
সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন ... ৭৬
বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য ... ৮১
দিবাবিহার ও মানভঙ্গ ... ৮৫
সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ ৮৮
বিদ্যার গর্ভ ... ৯২
গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার ... ৯৫
বিদ্যার অনুনয় ... ৯৮
রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ ... ১০০
কোটালে শাসন ... ১০২
কোটালের চোর অনুসন্ধান ১০৪
কোটালগণের স্ত্রীবেশ ... ১০৭
চোর ধরা ... ১০৯
কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ ... ১১২

সুড়ঙ্গ দর্শন	···	১১৪	মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি		১৪৩
মালিনী-নিগ্রহ	···	১১৫	দেবীর সুন্দরে অভয়দান	···	১৪৮
বিদ্যার আক্ষেপ	···	১১৮	ভাটের প্রতি রাজার উক্তি		১৫০
নারীগণের পতিনিন্দা	···	১২১	ভাটের উত্তর	···	১৫০
রাজসভায় চোর আনয়ন	···	১২৯	সুন্দর প্রসাদন	···	১৫২
চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা	···	১৩৩	সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা		১৫৪
রাজার নিকট চোরের পরিচয়		১৩৫	বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ	···	১৫৬
রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ	···	১৩৭	বার মাস বর্ণন	···	১৫৯
শুক মুখে চোরের পরিচয়	···	১৪১	বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্র		১৬২

অন্নদামঙ্গল—৩য় খণ্ড

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান	···	১৬৫	পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর	···	১৮৯
মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি		১৬৭	দাসু বাসুর খেদ	···	১৯২
মানসিংহের যশোর যাত্রা	···	১৭০	মজুন্দারের অন্নদাস্তব	···	১৯৫
মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ	···	১৭২	অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান		১৯৫
মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন	···	১৭৫	অন্নপূর্ণা সৈন্যবর্ণন	···	১৯৬
ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা	···	১৭৬	দিল্লীতে উৎপাত	···	১৯৮
দেশ বিদেশ বর্ণন	···	১৭৯	পাতশার নিকট উজিরের নিবেদন	···	২০২
জগন্নাথপুরীর বিবরণ	···	১৮১	অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ	···	২০৫
মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি		১৮৩	ভবানন্দে পাতশার বিনয়	···	২০৮
পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন	···	১৮৪	গঙ্গাবর্ণন	···	২১২
পাতশাহের দেবতানিন্দা	···	১৮৬	অযোধ্যা বর্ণন	···	২১৩
			রামায়ণ কথন	···	২১৫
			ভবানন্দের কাশী গমন	···	২১৮

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি ২২০
ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি ২২২
বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য ... ২২৪
ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য ... ২২৫
ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ ২২৭
মাধীকৃত সাধীর নিন্দা ... ২২৯
পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি ... ২৩০
ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ ... ২৩৩
মজুন্দারের রাজ্য ... ২৩৫
অন্নদার এয়োজাত ... ২৩৬
রন্ধন ... ২৪০
অন্নদাপূজা ... ২৪৪
অষ্টমঙ্গলা ... ২৪৫
রাজার অন্নদার সহিত কথা ২৪৯
মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা ... ২৫৩

রসমঞ্জরী **২৫৫**
বিবিধ **৩০৫**

অন্নদামঙ্গল

দ্বিতীয় খণ্ড

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

যশোর নগর[১] ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥

---

১ পু৪, গ—নগরে।

ক্রোধ হৈল পাতসায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥
কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হইল বর্দ্ধমান॥
দেবীদয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালি লয়ে
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥
মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥[১]
গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

---

১ পু৪, গ—প্রসঙ্গ শুনিলা সেইখানে।

বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ

শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ॥
বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার ॥
সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহে কহিতে নিপুণ ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দরে কুতূহল ॥

চারি সমাজের পতি　　　কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদবর　　　কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা*

প্রাণ কেমন রে করে।　না দেখি তাহারে।[১]
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥[২]

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥[৩]
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যাবিদ্যমানে[৪] যাব॥

---

* "সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা" অংশের পূর্ব্ব অংশ পু১ ও পু২-তে নাই।

১ পু১—আল আমার প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে॥
পু২—অরে আমার প্রাণ কেমন করে রে না দেখে তাহারে।
পু৪, গ—প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে।
পী—আমার প্রাণ কেমন করে না দেখে বিদ্যারে।

২ পু২—যে করিছে আমার মন কহিব কাহারে॥

৩ পু১—বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ তপ॥
পু২—বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যানাম তপ॥
পী—বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ বিদ্যানাম তপ॥

৪ পু১, পু২—বিদ্যা বর্দ্ধমানে

কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরি প্রবাসসাগরে॥[১]
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা[২] শরীর পাতন॥
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু॥
হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারির[৩] অশ্ব আনে গমনে বাতাস॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥[৪]
গলে দোলে ধুকধুকী করে ধক ধক।[৫]
মণিময় আভরণ করে চকমক॥[৬]

---

১ পু২—খেয়া দিমু প্রেমতরী সমুদ্রের নীরে॥
২ পু২, পু৪, গ, বি—কিবা
৩ পু১—মনরথ   পু২—মনরম   পু৪, গ, পী—মনোহর
৪ পু২—মাণিক কলগা ডুরে চকমকি হীরা॥
৫ পু১, পু২—গলে দোলে ধুকধুকি তার ধকধকি।
৬ পু১, পু২—মনিময় অভরণ তার চকমকি॥

খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পঞ্জর ॥
রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়।[১]
জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায় ॥
অতসীকুসুমশ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক ॥
অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল ॥
তীর তারা উল্কা বায়ু[২] শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার ॥[৩]
বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাথে।
কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে ॥
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥
জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান ॥

---

১ পু১, পু২, পী—গলায় ২ পু১—বাত
৩ পু১—কত ঠাই কত দেখে পথেতে কুমার ॥
পু২—কত ঠাঞি কত গ্রাম কত কব তার ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমানপ্রবেশ

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ ।[১]
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ ॥
চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময় ।
কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি
সলখে বাণের গড় হয় ॥[২]
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝের রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি ।[৩]
তীর গুলি শনশনি গজঘণ্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ॥
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ ।
মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটি ফাটে
দূরে হৈতে শুনিতে তরাস ॥
নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা ।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ॥
যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হইতে আইলা কোথা যাও ।

---

১ পু১—ধন্য২ এই গৌড় দেশ। পু৩—ধন্য২ গৌড় প্রদেশ।
২ পু২—সমুখে প্রধান গড় হয়। ৩ পু১—শঙ্খ ঘণ্টা ঘন বাজে ঘড়ি।

কি জাতি কি নাম ধর কোন্ ব্যবসায় কর[১]
না কহিলে যাইতে না পাও ॥
সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য[২] কাঞ্চীপুর ধাম ।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥
দ্বারী কহে এ কি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুথি ধুতি ধরে তারা ।
ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিম্বা হবা হরকরা ॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর ।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর ॥
বিনয়ে দুয়ারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট ।
ঘোড়াচড়া জোড়াপরা বিদেশী হেতের ধরা[৩]
ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥
ঠক ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
খরধার[৪] ছুঁতে কাটে মাছি ।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি ॥

---

১ পু১—…কোন বা বেবসা কর ২ পু১, পু২, পু৩, পী—দক্ষিণেতে
৩ পু১, পী—ঘোড়াচড়া জোড়াপরা পাচ হাতিয়ার ধরা
৪ পু১, পু২, পী—খুরধার

[redacted] ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই
[redacted] পুথি ধুতি পাখি লয়ে ।
[redacted] দ্বারী দ্বারী কহে তবে পারি
[redacted] বখশীরে কয়ে ॥
শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোশ দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার ।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥
ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়[১]
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে ।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

গড়বর্ণন

গুণসাগর নাগর রায় ।
নগর দেখিয়া যায় ॥
রূপের নাগর গুণের সাগর
অগুরু চন্দন গায় ।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া
হেলয়ে মলয় বায় ॥

---

১ পু১, পী—ভুরসিট পরগণায় নরেন্দ্র নরেন্দ্র রায়
পু৩—ভুরসিট পরগণায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়

মৃদু মধু হাসি　　　বাজাই[illegible]
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে　　　নয়ন ইঙ্গি[illegible]
ভারতে ফিরিয়া চায়॥

দ্বারীরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম[১] বস্ত্র॥
বাম কক্ষে খুঙ্গী পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥
প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত।
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥

---

১ পু১, পু৪, গ—দিব্য

সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন।[১]
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হৌক বলি নমস্কার করে॥
এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া॥[২]
সমুখে দেখেন চক চান্দনী সুন্দর।[৩]
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥
চকের মাঝেতে কোতোয়ালি চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয়সমান লেগেছে ধুমধাম।
ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাতুকার চটচটি॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।[৪]
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥[৫]

---

১ পু১—সেই গড়ে বৈসে দেখে যত মহাজন।
২ পু২—প্রবেশে ভিতর গড় কালিকা স্মরিয়া॥
পু৩—প্রবেশে ভিতর গড়ে ভবানী ভাবিয়া॥
৩ পু১, পু৩—সমুখেতে দেখে চক চান্দনি সুন্দর।
৪ পু১, পু৩—ছাতি ফাটে তৃষায় না দেয় কেহ পানি।
৫ পু১—দেখিয়া সুন্দর রায় ভাবেন ভবানী॥

ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবা যখন সুখ[১] জানিবা তখনি ॥

পুরবর্ণন

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখসুধাকর হাসিসুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে ॥

চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার ॥
থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে ॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী[২] জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী ॥

---

১ পু২, পী—দায়   ২ পু১—টাঙ্গন

উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার[১] স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী[২] কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি[৩] আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল[৪] বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥
দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর।
সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥

---

১ বি—অভিধান
২ পু১—চাসা
৩ পু১, পু২, পু৩, পী—মস্করা
৪ বি—মালি

চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কোকিল কোকিলাগণ ডাকে।[১]
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায় ॥[২]
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥
ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদি গণ ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বৰ্দ্ধমান নাম খানি ॥[৩]
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশ গুণ হয় ॥[৪]
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিবশিবাচরণ পূজিলা ॥

---

১ পু৩—কুহু২ শবদে কোকিলগণ ডাকে।

২ পু১, পু২, পু৩, পী—রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায়

৩ পু১, পী—কাম বুঝি থুইল নাম বৰ্দ্ধমান খানি।
পু৩—নাম বুঝি থুইল তেঞি বৰ্দ্ধমান খানি।

৪ পু১, পু৩,—এ জল দেখিয়া জ্বালা দ্বিগুণ জলয়।

সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥
করে[১] লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই[২] ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে ॥
হেন কালে নগরিয়া[৩] অনেক[৪] নাগরী।
স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী ॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী[৫] খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কষিয়া ॥

সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ

এ কি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুলমূলে।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতিপতি ভুলে ॥

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—হাতে ২ পু১, পী—সেই
৩ পু১—নগরের ৪ পু৩—যতেক ৫ পু১, পু৩—ঘোমটা

চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সই ।
মদনজ্বালায় মরম গলায়
বকুলতলায় বসিয়া অই ॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে ।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥
কহে এক জন লয় মোর মন[১]
এ নব রতন ভুবন মাঝে ।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি ।
হলদী[২] জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥
ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে ।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ॥
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা ।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥

---

১ পু১, পু২, পী—বলে আর জন লয় মোর মন ২ পু১—নবনী

সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না[1] জানি তখন কি করে শেষে॥
রতি মহোৎসবে এ করপল্লবে
কুচঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে॥
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর[2] না সহে।
সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে॥

——

সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে॥
মোহন চিকনকালা নানা ফুলে বনমালা[3]
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে।
বরণ কালিম[4] ছাঁদে বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে॥

---

১ পু১—কি ২ পু১—ভার ৩ পু১, পু২—গাঁথি মালা
৪ পু১, পী—কালিয়া পু২—চিক্কন

কস্তূরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরজ ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে ॥[১]

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ॥
আন ছলে পুন[২] চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখিমত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে ॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী ॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি[৩] কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে ॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে[৪] কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি ॥[৫]

---

১ পু২—রমণী কেমনে রবে··· ২ পু২—পাছু
৩ বি—কড়ে ৪ পু১, পু২—জানে
৫ পু৩, গ, পী, বি,—চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ॥

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে[1] ফুল আইল সেই পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছনি লয়ে মরি॥
কামের শরীর নাহি[2] রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া[3] যদি কহে॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিল মায়॥
খুঙ্গী পুঁথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন্‌খানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যাব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥
মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে জোগাই।
ভাল বাসে রাজা রাণী সদা[4] আসি যাই॥
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয়॥

---

১ পু২, পু৩, গ, পী—বৈকালী ২ পু১, পী—কভু
৩ পু১, গ, পী—জিজ্ঞাসি ৪ পু১, পু২, পু৩, পী—নিত্য

রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে বিস্তার শুনিব[1] সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা[2]
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি॥
নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি[3] বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।

---

১ পু১—পাইব ২ পু১, পু২, পী—ঘুচা
৩ পু১—ডালে

মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল ॥
দেখি তুষ্ট কবি রায় বাড়ীর ভিতরে যায়
রহিলা দক্ষিণদ্বারী ঘরে।
মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি উচিত সেবা করে ॥
নানা উপহারে রায় রন্ধন করিয়া খায়[1]
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায় কোকিল ললিত গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি ॥
নিকটেতে সরোবর[2] স্নান করি কবীশ্বর[3]
বাসে আসি বসিলা পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায় ॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী
বল হাট বাজার কে করে ॥
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব[4] হাপু
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কৈও মোরে তখনি আনিব ॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—মালিনীর যত্নে রায়···

২ পু৪, গ, বি—দামোদর

৩ পু১, পু৩, পী—কবিবর

৪ পু১, পু২, পু৩, পী—গোন

কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ[১] মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে[২] মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কামের[৩] কামিনী আনি ছলে॥
রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী[৪]
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণলোকে শুনে॥
শুনি তুষ্ট কবি রায় দশ টাকা দিলা তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে[৫] আজবোজ॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।[৬]
চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আঁলা টাকা মোর।[৭]

---

১ পু২, পু৩—চক্ষু
২ পু১, পু৩—লাগি
৩ পু২—কুলের
৪ পু১—সুন্দর বলেন মাসী…
৫ পু১—বেটা
৬ পু১—চলে হাটে…
৭ পু১—অরে বাস্তা…

যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া ।
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া ॥
দর করে এক মূলে জুঁখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার ।
পণে বুড়ি নিরূপণ কাহনেতে চারি পণ
টাকাটায় শিকার স্বীকার ॥[১]
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা ।
সুন্দর ওলান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা
যাবত না চোকে লেখাজোখা ॥
দিয়াছে যে কড়ি যার দ্বিগুণ শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি ।
ভারত হাসিয়া কয় এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী ॥

মালিনীর বেসাতির হিসাব

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে ।[২]
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥

---

১ পু১—টাকাটায় শিকাটা বেপার ॥

২ পু১—নাগর হে গিয়াছিলাম নগরের হাটে ।

লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে॥
তোমার কথায়[১] টাকা লয়ে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীব রাধা তায় তুমি মোহ পাও যায়
ভারত কি কবে সেই ঠাটে॥

বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥[২]
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে[৩] কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥

১ পু১—হাতে
২ পু১, পু৩—মাসী ভাল কিবা মন্দ বুঝহ আপনি॥
৩ পু৪, গ—বাপু

কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গু বাক॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি॥
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥[১]
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন

বাজার বেসাতি করি মালিনী আনিল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥

---

১ পুঃ—যে লাজ পেয়েছি হাটে কি কব উত্তর॥

মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে ॥[১]
শুয়েছে[২] সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে ॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজদরবার।
কহ শুনি[৩] রাজার বাড়ীর সমাচার ॥
রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন ॥
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে[৪] কে বট আপনি ॥
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে ॥
রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে ॥
শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাঁহার ঠাকুর ॥
সুন্দর আমার নাম তাহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয় ॥
শিহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয় ॥
বাপধন বাছা রে বালাই যাউক দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥

---

১ পু২—সুন্দর নিকটে··· ২ পু৩—শুতিল
৩ পু১, পু২, পু৩, পু৪, গ, পী—দেখি
৪ পু১, পু২, পু৩, পী—মোরে

কৃপা[১] করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির ॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি।
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা[২] বড় চমৎকার ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয় ॥
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে ॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বিদ্যার রূপবর্ণন

নবনাগরী নাগরমোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী ॥
শারদ পার্ব্বণ শীধুধরানন
পঙ্কজকানন মোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী
লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী ॥

---

১ পু১, পু৩, পী—দয়া ২ পু১, পু২—কথা

কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী
হ্রীপরিবাদবিধায়িনী।
ভারত মানস মানস সারস
রাস বিনোদ বিনোদিনী॥

বিনানিয়া[১] বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী[২] তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।[৩]
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥[৪]
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হৈতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল[৫] দাড়িম্ব বিদরে॥

---

১ পু১, পু৪—বিননিয়া ২ পু২, পু৩, পু৪, গ—পাপিনী
৩ পু১, পু৩—কে বলে শারদ শশী মুখের তুলনা।
৪ পু১—পদনখে তার আছে পড়ে কত জনা। ৫ পু১, পু২—কদম্ব ডরে

নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি[১] ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরিমধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রামরম্ভা দেখি[২] তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥
কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥

---

১ পু২—অমাবস্যা ২ পু১—জিনি

দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত ॥
ইথে বুঝি রূপসম নিরুপমা গুণে।[১]
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে ॥
সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন ॥
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম ॥
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে ॥
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত ॥
দেখি[২] আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড় ॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও ॥
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম।
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম ॥
ভাল বলি হাস্যমুখে[৩] হীরা দিল সায়।
গাঁথিনু[৪] বড়িশে মাছ আর কোথা যায় ॥

---

১ পু২—ইথে বুঝি তার সম নাহি রূপ গুণে।
২ পু২, পু২, পু৩, পী—বুঝি
৩ পু১—হাস্য হাস্য
৪ পু৩—গাঁথিলে

বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে।[১]
ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথা ধুমে ॥[২]
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

মাল্যরচনা

কি এ মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
কামমধুব্রতপালিকা ॥

মালিনী আনিল ফুলের ভার
আনন্দ নন্দন বনের সার
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
সহায় হইলা কালিকা।
কুসুমআকর কিঙ্কর[৩] তায়
মলয় পবন গুণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়
ভুলিবে ভূপতিবালিকা ॥

---

১ পু২—বোলে চালে গেল দিবা ঘুমে বিভাবরী।
২ পু১—ভারত পড়িয়া গেল মালা গাঁথা ধুমে।
পু২—ভারত বলিছে ভাল মালা গাঁথ্যা মরি।
৩ পু১, পু২, পু৪, গ—চাকর

পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
বেল আমলকী পাতের মালা
নবরবি ছবি জবা উজালা
কমল কুমুদ মল্লিকা।
অশোক কিংশুক মধুটগর
চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর[১]
গন্ধরাজ জুতি ঝাঁটি মনোহর
বাসক বক সেফালিকা॥
বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতি
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনার পাঁতি
গুলাব সেউতী দেশী বিলাতী
আচু কুরচীর জালিকা।
ধুতূরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র সূর্য্য মুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুলকবিতা
কবিতারসের শালিকা॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে॥
মোহন মালার ছাঁদে রতি কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।

---

১ পু২—চম্পক পলাশ নাগেশ্বর

যে দিকে যখন চায় ফুল বরষিয়া যায়
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ॥
নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে
নয়নকমল কামে টালিয়া রে ।
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে ॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি ।
অন্যের অদৃষ্ট কিছু কারিকরি করি ॥
পাত কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে ।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু ।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥
গড়িয়া[১] অপরাজিতা থরে কৈল চুল ।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥
তিল ফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী ।
চাঁপার পাকড়ী[২] দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া ।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥
কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া ।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥
গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর ।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর ॥
ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান ॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—গাঁথিয়া ২ পু৩—কলিকা

থুইল কৌটায় কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি ॥
চিত্র কাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে ॥

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্ ॥

লোকে যদি কোন লোক মন্দজাতি হয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয় ॥
করিসুতশুণ্ড সম উরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা ॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার ॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥
শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায় ॥
বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে ॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে ॥
বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিতলোচনে ॥

মালিনীকে তিরস্কার

শুন লো মালিনি কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে কহিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥[১]
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভাল রে হইল মন্দ॥

---

১ পু১—ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম ॥
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস ॥
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার ॥
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল ॥
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥[1]
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখিয়া বন্ধু আসিবে মোর ॥
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায়[2] জল ॥
বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া ॥
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুল[3] বুকে ফুটিল ॥
শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল ॥
ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ॥

---

১ পু১—জীবন যৌবন গেলে না ফিরে। ২ পী—আগায়
৩ পু৪, গ, বি—ফুলশর

মালিনীকে বিনয়

কহ ও লো হীরা তোরে মোর কিরা
বিকল করিলি কলে।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহ না ছলে॥
হীরা কহে শুন কেন পুন পুন
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল॥
এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া॥
যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন্ মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে॥
যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ জ্বালায় তরু জ্বলে যায়
কি করে বরিষাকালে॥
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্ন জল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল॥

কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয় ভুবন বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর॥
বঞ্চি বাপ মায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগবিজয়।
পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয়॥
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাষিল
নারী জিনা কোন্ কর্ম্ম॥
বুঝিতে তোমার আচার বিচার
সে কৈল এ ফুলখেলা।
নিজ পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
লিখিতে বাড়িল বেলা॥
তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে' চোর॥
হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
আঁচল ধরিল ধনী।
মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণী॥
থাক বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর।

কৈতে পারি যেই　　　　কহিয়াছি তেঁই
　　আমি লো নাতিনী তোর ॥
কামানল জ্বেলে　　　　যেতে চাহ ঠেলে
　　নাতিনীঘাতিনী বুড়ী।
কেমনে পা চলে　　　　মা ভাল মা বলে[১]
　　বাপার ভাল শাশুড়ী ॥
এস বৈস এয়ো　　　　হৌক মেনে যেয়ো
　　বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে　　　　কি ফেরে ফেলিলে
　　উড়ু উড়ু করে মন ॥
দেখিয়া কাতরা　　　　হীরা মনোহরা
　　কহিছে কানের কাছে।
রূপের নাগর　　　　গুণের সাগর
　　আর কি তেমন আছে ॥
বদনমণ্ডল　　　　চাঁদ নিরমল
　　ঈষদ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে　　　　যেন কুতূহলে
　　ভ্রমরপাঁতির দেখা ॥
গৃধিনীগঞ্জিত　　　　মুকুতারঞ্জিত
　　রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁস জড়াইয়া　　　　গুণ গুঁড়াইয়া[২]
　　থুলা ভুরু ধনু হুলে ॥
অধরবিম্বুর　　　　খাইতে মধুর
　　চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।

---

১ পু৩—…আই মা কি বলে　　　　২ পু৩—চড়াইয়া

মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
মদনের শুকপাখি ॥
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত[১]
কামের কনকআশা ।[২]
রসের[৩] আলয় কপাট হৃদয়
ফণিমণিপরকাশা ॥
যুবতীর মন সফরীজীবন
নাভি সরোবর তার ।
ত্রিবলিবন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥
দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া ।
মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই[৪]
ভারত রসের চূড়া ॥

বিদ্যাসুন্দরের দর্শন

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল ।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জ্বর জ্বর আঁখি ছল ছল ।
তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥

---

১ পু২, পু৪, গ, পী, বি—সুললিত ২ পু২—কামের কামান আশে ।
৩ পু১, পু২, পু৩, পী—মদন ৪ পু১—তেঞি

রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে॥[১]
অনুমানে বুঝিলাম[২] জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি॥
যতগুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার॥[৩]
জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥
এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥

---

১ পু১-এ ইহার পর নিম্নোক্ত চারি পংক্তি অধিক আছে,—
যতনে রাখিবে তাঁরে গোপন করিয়া।
সত্য কর আই মোর মাথে হাত দিয়া।
সাবধান হয়ে আই যতনে রাখিবে।
তুমি আমি তিনি বিনে অন্যে না জানিবে।

২ পু১, পু২, পু৩—জানিলাম

৩ পু২—বিদ্যার যে পতি তারা দাস যে বিদ্যার।
পু৩—বিদ্যার কি পতি তারা দাস হয়া ভার।

হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময়[1] হার।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার॥
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মালিনি আই তাহার উপায়॥
মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার॥
পুষ্পময় রতি কাম দিয়াছিলা রায়।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায়॥
কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী।
রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥

সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

কবিতাকমলে রবি তুমি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষরে গণ তিন বার॥
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তি ভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—মণিময়

পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা[১] দেবীগলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে ॥
দেবীপ্রদক্ষিণে বুঝে বরপ্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন ॥[২]
ব্যস্ত দেখি তারে কালী[৩] কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময় ॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পূরাইলা আশ ॥
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে ॥
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেতস্থান রথের নিকটে ॥
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া[৪] রথের কাছে কহিল বিদ্যায় ॥
আথিবিথি[৫] সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা তুঁহারে দেখায় ॥

---

১ পু১—কুসুমমালা পু২, পু৩—চন্দনমালা
২ পু৩—সাঙ্গ না হৈলা পূজা হৈল অঙ্গহীন। ৩ বি—দেবী
৪ পু১, পু২, পু৩—থুইয়া ৫ পু১, পু৩—আস্তে ব্যস্তে

অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥
শুভ ক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে ॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥
দুহার নয়নফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে ॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া ॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল ॥[১]

সুন্দরসমাগমের পরামর্শ

প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানাজাতি[২]
পুরুষের আট গুণ মেয়ে ॥
হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
শুভ কর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে কর আল ॥

---

১ পু১—ভারত কহিছে প্রেম এমতি জঞ্জাল ॥
২ পু১, পু২, পু৩, পু৪, গ—কত জাতি

বিদ্যা বলে চুপ চুপ   যদি ইহা শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ   তার পুত্র হেন সাজ
বাপার না হইবে প্রত্যয় ॥
তাঁহারে আনিতে ভাট   গিয়াছে তাঁহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে   শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥
এমনি বুঝিলে বাপা   অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সর্ব্ব কর্ম্ম হবে নট   তুমি ত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার ॥
তেঁই বলি চুপে চুপে   বিয়া হয় কোন রূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শিহরিয়া   লুকায়ে করিবে বিয়া
এ কি কথা ছাপা ত না রবে ॥
ঠক ফিরে পায় পায়   রাণী বাঘিনীর প্রায়
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু   কেবল অনর্থহেতু
তিলেকেতে পাড়িবে জঞ্জাল ॥
তোমার টুটিবে মান   মোর যাবে জাতি প্রাণ[১]
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকিবে দায়   তুমি কি কহিবে মায়
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥

---

১ পুঃ—…মোর যাবে নাক কান

দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই[১] উপায়।
লোকে হবে জানাজানি আমা লয়ে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায়॥
এই সহচরীগণ এক ধিঙ্গী এক জন
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার॥
বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মতছাড়া কভু[২] নয়॥
যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়[৩]
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
কিবা সুখ ইহা হৈতে বাড়া॥
কেবা তুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বুল গুয়া
যোগাইব এই মাত্র জানি॥
বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল[৪]
তিনি ভাবিবেন পথ তার।

---

১ পু১, পী—দেখি ২ পু১—কেহ

৩ পু১, পু২, পু৩—সহচরীগণ কয়···

৪ পু১—···বিশেষ বুঝিয়া বল

পু৩, পী—বিদ্যা বলে হীরা চল বিশেষ বুঝায়া বল

কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে[১]
নারিকেলে জলের সঞ্চার ॥
কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী ॥
বেষ্টিত ভূপতিজাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্য হৈতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁই সে হইল ॥
তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি হরি হয়ে লউন হরি[২]
এই নিবেদন তাঁর পায় ॥
এত বলি চারুশীলা হীরারে বিদায় দিলা
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা
ভারতের ভাবনা হইল ॥

---

১ পু৩—কালী অনুকূল হবে…

২ পু১—রুক্মিণীর মত কর‍্যা মোরে যান লইয়া হর‍্যা

সন্ধিখনন

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে ॥
লকলকরসনে কড়মড়দশনে
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে।
অটঅটহাসে কটমটভাষে
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে ॥
লটপটকেশে সুবিকটবেশে
হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে ॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার ॥
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥

স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি[১] কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥
পূজা[২] করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥

অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদকাঠি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড়॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে॥
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যাআজ্ঞায়॥

কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনীবিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥
উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥[৩]
সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল॥

---

১ পু১, পু৩, পু৪, গ—সিঁদ

২ পু১, পু৩—যত্ন

৩—এই পংক্তির পর পী-তে আছে—

বান্ধিল স্ফটিক দিয়া তার চারি পাশ।
দেখিতে সুড়ঙ্গ শোভা বাড়িল উল্লাস॥

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা[1]
মদন মোহিত লাজে॥
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর প্রেমের[2] সাগর
রসিক রসের শেষ॥
উরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আবেশ রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায়
অবশ অঙ্গ অলসে॥
ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে॥
ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন
ঘুচিবে দুখের শূল॥

---

১ পু১—রতিকামলোভা

২ পু১—রসের

পু২, পু৩, পু৪, গ—···প্রেমে গরগর

দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক
পাখি এড়াইতে নারে।
আকাশ বিমানে যদি কেহ আনে
কি জানি নারে কি পারে[১] ॥
কি করি বল না আলো সুলোচনা
কেমনে আনিবে তারে।
তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে ॥
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বূল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝনঝনা ॥
ফুলের মালায় সূচের জ্বালায়
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় বজ্জরের ঘায়
অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কানে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর ॥

১—এই পংক্তির পর পী-তে আছে—

কাটিয়া ধরণী আইসে অমনি
করি যাতায়াত পথ।
কপালে কি আছে কব কার কাছে
পুরাবে কে মনরথ ॥

এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হৈল শাল সজ্জা[১] হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী॥
রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচিবে বালা॥
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই বোলে॥
এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ চমকিত মন
বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয়॥
এ কি লো এ কি লো এ কি কি দেখি লো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে এল এখানে॥

---

১ পী—লজ্জা

কপাট না নড়ে　　　　গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায়　　　　না চিন ইহায়
সুন্দর বিদ্যার বর ॥

সুন্দরের পরিচয়

এ কি দেখি অপরূপ।　দেখ লো সই।
ভুবনমোহন রূপ ॥
কোন্ পথ দিয়া　　　　কেমন করিয়া
আইল নাগর ভূপ।
এ জন যেমন　　　　না দেখি এমন
মদনমোহন কূপ ॥
থাকে সব ঠাঁই　　　　কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অনূপ।
ভারতের নিধি　　　　মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ ॥

বিদ্যার আজ্ঞায়[১] সখী সুলোচনা কয়।
কে তুমি আইলা এথা দেহ পরিচয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥[২]

---

১ পু১—আদেশে

২ পু১, পু৩—দেবতা গন্ধর্ব্ব নহি···　পী—দেব যক্ষ নাগ নহি···

কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে।
বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে[১] ॥
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট।
সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট ॥
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত[২] অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী ॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে ॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ॥
দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ॥
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর ॥
জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥

---

১ ইহার পর পু১-এ নিম্নের দুই পংক্তি আছে—

তোমার ঠাকুরঝির প্রতাপ এমনি।
আসিতে সুড়ঙ্গ পথ দিলেন অবনী ॥

২ পু১—অনাহূত পু২, পু৩, পী—অভুক্ত

হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কে বা হারে কে বা জিনে বুঝিব তখন॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ।
সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥[১]
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার॥
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর॥
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদু স্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে॥
চোরবিদ্যাবিচার আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধু জন॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই॥

---

১ পু১, পু৩—কে বলে কোথায় মিলে উত্তমে অধমে॥

চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা॥
এইরূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি॥
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥
ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি॥

——

বিদ্যাসুন্দরের বিচার

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভূচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ[১] লোচন ধরণী॥
সিংহের[২] মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥

১ পু১, পু৩, পু৪—বজ্র   ২ পু১, পু৩, পু৪—বজ্রের

মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে[১] ॥
লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায় ॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে ॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখীসম্বোধনে।
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে ॥
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতন রচন ॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল ॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বতগহ্বরে বিরহীর পরমাদ ॥[২]

---

১ পু১, পু২—উপরে

২ পু১—পর্ব্বতশিখরে নাচে হিত পরমাদ ॥
পু২—পর্ব্বতগহ্বরে বীর ধীর পরমাদ ॥

পবন অশন[১] করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ ॥[২]
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।[৩]
যার পিচ্ছে চাদছাঁদ ডাকিলেক সেই ॥
শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা[৪] রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে[৫] শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদনপঞ্চানন।[৬]
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন ॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয় পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর ॥
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥
বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥

---

১ পু১, পু২, পু৩—আহার

২ পু১, পু২, পু৩—তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ।

৩ পু১—...অঙ্গ দেখ এই।

৪ পু১, পু৪, গ, পী—মেলা

৫ পু১, পু২, পু৩, পী—নানা

৬ পু২, পী—মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হইলা মদন।

বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল।
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল॥
তুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া॥
সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন।
তত্ত্বন্ত বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভ ক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।[১]
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা[২]॥
ত্রস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বরকন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—এত বলি··· ২ পু১—পুষ্পমালা

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ

নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজভয়ে আর কি করে॥
সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে[১]।
রসে গর গর অধরে অধর
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে॥
সখীগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণে রাস হাস পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায়॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥

---

১ পু১, পু৩—বিহরে

বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্নবিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥
পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি ॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা[১] আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
পাখা মোরছল শ্বেত চামর ললিত ॥
মিঠা পান মিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ॥
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥[২]
কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া ॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধূ।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু ॥
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥

---

১ পু১—জাতি পু২—যুতি
২ পু১, পু৩, পী—সুগন্ধি মারুত মন্দ প্রায় পূর্ণ শশী ॥

বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন ॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ ॥
অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগশৃঙ্গাররসে লেগে গেল রঙ্গ ॥
প্রস্তার মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া ॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান ॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা ॥
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ॥
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয় ॥[১]

---

১ পু১—লাজেতে আইল লোভ ভারতচন্দ্র কয় ॥

বিহারারম্ভ

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধানধুতি পড়িছে খসিয়া॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল॥[১]
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনি বারই অঞ্চল[২] ঝাঁপি লয়ে॥
কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে॥
নৃপনন্দন পিন্ধনবাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয়হাত ধরে॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি কেমন এমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে॥
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।[৩]
করুণা কর না কর পীড়িত হে॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥

১ পু২—নলিনী অমনি পুলকে পুরিল॥ ২ পু৪, গ—অম্বর
৩ পু১, পু২, পী—তুমি কামরসে অতি পণ্ডিত হে।

রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥
নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর হে।
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজশরে দহিছে॥
তুহি[১] পঙ্কজিনী মুহি[২] ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥
কুচশম্ভুশিরে নখচন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥
কুচহেমঘটে নখরক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গপ্রবালঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিলা ভ্রমরা কমলে॥
রতিরঙ্গরণে[৩] মজিলা[৪] দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে॥

---

১ পু১—তুমি
২ পু১—আমি
৩ পু১, পু২, পু৩, পী—রতিরঙ্গরসে
৪ পু২, পু৩, পী—মাতিল

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণি মন বেচিনু তোমায় ॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো আর দিকে নাহি ধেয়ো
সদা এক ভাবে চেয়ো এই রাধিকায় ॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো কাছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায় ॥

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি ॥
সুগন্ধে[১] লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥
সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে ॥
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায় ॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ॥
এ নয়নচকোর ও মুখসুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর ॥

পু১, পু৩, পী—সুগন্ধি

বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধাপান॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ॥[১]
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার॥
এত বলি বিদায় হইলা থুথি[২] ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি॥
করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদরতীরে।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা॥
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী॥
সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে॥[৩]
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয়॥[৪]

---

১ পু৩, পী—কেমনে বিচ্ছেদ হবে নহিলে মরণ।

২ পু১, পী—হাতে   ৩ পু১, পু২, পু৩—হীরারে

৪ পু১—বাঁচাইতে আপনায় মায়েরে যদি কয়।

ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে এথায় তাঁরে কি কৈলা উপায়॥
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায়॥
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে॥
কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে॥
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায়॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নাহি এ সব কথায়॥
বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল॥
রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর।
মালিনীরে কন কথা সহাস অন্তর॥
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি॥

আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা॥
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোন রূপে আমি ইহা নারি॥
কোন পথে কোন মতে কেবা লয়ে যাবে।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে॥
লুকায়ে করিতে কাজ দুজনারি সাধ।
হায় বিধি ছেলেখেলা এ কি পরমাদ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায়॥[১]
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা॥
সে কহে বিস্তর মিছা কে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥
শেষে ফাঁকি আগে দিয়া কথার কোলানী।
বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনাভুলানী[২]॥

---

১ পু১, পু২, পু৩—সুড়ঙ্গ উপরে শয্যা করি শুল রায়॥
২ পী—বুনিপোভুলানী

মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে॥
রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান॥
এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া॥
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালি।
কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী॥
গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দু জনে পলায় সখীগণ॥[১]
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর।
সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনে তোর॥

---

১ ইহার পর পু১-তে আছে—

পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাপন।
সুরতান্তে শান্ত হইয়া বসিলা দুজন॥
বিহারে মদনরসে অধিক করিয়া।
ধীরে ধীরে কহে ধীর অধীর হইয়া॥

বিপরীত বিহারারম্ভ

সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী ॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে ॥
কি দেখিনু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার তোমারি এ অধিকার[১]
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে ॥
বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার এখনি দেখাতে পার
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥
রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী
বান্ধহ মৃণালভুজপাশে।

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—তুমি ত রাজার কন্যা রূপে গুণে মহীধন্যা

আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুল্ল কুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়আকাশে ॥
নয়ন খঞ্জন মোর নয়ন চকোর তোর
দুহে মিলি হাসিবে এখনি ।
ঘাম ছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধীরি ধীরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
শুনি মনে মনে ধনী বাখানে নাগরমণি
বিনা মূলে কিনিলে আমারে ।
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ
এড় মেনে হারিনু তোমারে ॥
পুরুষের ভার যাহা নারী না কি পারে তাহা
তুলিতে আপন ভার ভারি ।
আজি জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে ।
ভাল পড়া পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
পুরুষের এত কেন ঠাট ।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে ।
ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥

আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া॥
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
এ কি বিপরীত কথা শুনি॥
রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন[১]
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ॥
হাসি ঢলে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন।
এ কি কথা বিপরীত দুই মতে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন॥
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে প্রদীপ[২]।
ভারত দিলেন সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ॥[৩]

১ গ, বি—...দিয়াছি সে যে চুম্বন ২ বি—না পারিব প্রদীপ থাকিলে।
৩ বি—অপ্রদীপ প্রদীপ করিলে॥

বিপরীত বিহার

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে ।
সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে ॥
আলু থালু লাজে কবরী খসি ।
জলদের আড়ে লুকায় শশী ॥
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে ।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে ॥
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে ।
মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে ॥
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে ।
রন রন রন নূপুর গাজে ॥
দংশয়ে পতির অধরদলে ।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে ॥
উথলিল কামরস জলধি ।
কত মত সুখ নাহি অবধি ॥
ঘন ঘন ভুরুকামান টানে ।
জর জর করে কটাক্ষবাণে ॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে ।
অধীরা হইয়া অধর চাপে ॥
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম ।
কোথায় বসন ভূষণ দাম ॥
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে ।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে ॥

অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে ॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর ॥
অবশ দুহে মুখমধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ॥
জর জর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতিপতি পলায় ॥
এইরূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত ভারতী রসের সার ॥
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায় ॥

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদ৹

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী
কখন লুঠেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে ॥

কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী॥
কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায়॥
টাকা লয়ে বাজার বেসাতি করে হীরা।
লেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা॥
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন॥

সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব ॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে ॥
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা ॥
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজ সূর্য্যের প্রকাশ ॥
উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায় ॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এ ত বড় দায় ॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণী।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি[১] ॥
সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোসাঁই।
কোথা হৈতে আসন[২] আসন কোন্ ঠাঁই ॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা ॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম বাপারে[৩] করিতে আশীর্ব্বাদ ॥
রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥

---

১ পু১, পী—অবনী ২ পু১, পু২, পু৩—আইলে
৩ পু১, পী—রাজারে

করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥
অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস।
নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরুকাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥
ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল॥
তীর্থব্রতে[১] লয়ে যাব দেশদেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥
কানাকানি করে পাত্র মিত্র সভাসদ।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥
হারিলে ইহাকে না কি বিদ্যা দেয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥

---

১ পু১—তীর্থভ্রমে

সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার॥
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥
হায় কেন মাটি[১] খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায়॥
যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া।
অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইবা হারিবা হইল তুই ভার॥
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই॥
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার[২] প্রসঙ্গ॥
সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
সন্ন্যাসী প্রত্যহ কহে আনহ বিদ্যারে॥
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি॥
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা॥

---

১ পু৩—মাথা   ২ পু১, পু২, পু৩—শাস্ত্রের

ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোরচূড়ামণি॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া[১] মণি টানিয়া ফেলিলে॥
আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহার সাধি আন আর বার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাঁই॥

---

১ পু৩—মাথার

যবে আমি এথা আসি দেখা তাঁর সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর।[১]
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥
এরূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুথি বেড়ে যায়॥
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার॥
স্নান পূজা হেতু গেলা দামোদরতীরে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার মন্দিরে॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥
কি শুনিনু কহ গো নাতিনী ঠাকুরাণি।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে কানাকানি[২]॥

---

১ পু১, পু২, পু৩—রূপে গুণে ভাল পাবে··· ২ বি—জানাজানি

কান্দিয়া কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।
বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী ॥
দাড়ি তার তোমার বেণীর না কি বড়।
সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড় ॥
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায় ॥
ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাভার ॥
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা ॥
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর ॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে ॥
হরগৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক ॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার ॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি ॥
তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোসাঁই ॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥

বিদ্যা বলে বটে[1] আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর ॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে[2] নার ছাড়িবারে ॥
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই ॥
অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নির্লজ্জ আই তুই ত মাসাস ॥
আধবুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে[3] নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনীজামাই ॥
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায় ॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল ॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে ॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকি।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকি ॥
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে ॥
তখনি কহিনু রাজা রাণীরে কহিতে।
কি বুঝে করিলে মানা নারিনু বুঝিতে ॥
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর[4] প্রায় ॥

---

১ পু১—শুন   ২ পু১, পু২, পু৪, গ—ভোলে
৩ পু৪, পী—ঘুচে   ৪ পু১, পী—ভালুকের

সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত।
বিদ্যা কিঁ বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত ॥
হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে ॥
সুন্দর বলেন মাসী ভাব কেন তবে।
এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে ॥
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে ॥

দিবাবিহার ও মানভঙ্গ

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যাঅনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥
রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে ॥
মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হয়ে ভোর
স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ ॥
দিবসে রজনীজ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।

নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত
বুঝ লোক যে জান সন্ধান ॥
সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে ।
বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি
ভাবে এ কি হইল দিবসে ॥
আতিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়
অভিমানে উপজিল মান ।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান ॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম[১]
নিদারুণ পুরুষের মন ।
এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেঁটমুখে
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ ॥
সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম
কেন কৈনু হইয়া পাগল ।
করিনু সুখের লাগি হইনু দুঃখের ভাগী
অমৃতে উঠিল হলাহল ॥
কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি গেল রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয় ।
করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয় ॥
ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা ।

---

১ পু১—মর্ম্মামর্ম্ম

তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা ॥
কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায় ।
সেই কথা দূত হয়ে ঘরে ঘরে ফেরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়ের বায় ॥
ফুল[১] হাসে মোর দুখে সুগন্ধ প্রফুল্লমুখে
সব শত্রু লাগিল বিবাদে ।
ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে
কে রাখিবে এমন প্রমাদে ॥
অপরাধ করিয়াছি হজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড ।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্বপ্রহার কর
আর আর যেবা মনে লয় ।
কেন রৈলে মৌনী হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয় ॥
এরূপে সুন্দর যত চাতুরি কহেন কত
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায় ।
জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট
কথা কব ধরাইয়া পায় ॥
ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্য মান নয়
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায় ।

---

১ পু৪, বি—বৃক্ষ

গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে
দেখি আগে কত দূর যায় ॥
চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া ॥
জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে
তুলি পরে কনককুণ্ডল।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাখানে সুন্দররায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল ॥
হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ হ্রদে যেন কোকনদ
নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার বলিহারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে ॥

সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥
যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে[1] ভাল বল যারে পিছে[2] মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর ॥

---

১ পু১, পী—কাছে ২ পু১, পী—পাছে

আদর কাজের বেলা তার পরে অবহেলা
জান কত খেলাদেলা গুণের সাগর।
কথা কহ কতমত ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র[১] যত ভারতগোচর॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা॥
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটির ভিতর॥
সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেলা এক দিন হীরার আগারে॥
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ॥
একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী॥
সারীশুকবিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেইখানে একবার হৈল কামযাগ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই॥[২]
কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়॥

---

১ পু১—চাতুরী

২ পু১, পু২, পু৩, পী—সুন্দর বলেন মাসী শুকেরে পড়াই।

দুজনে আইলা পুন বিদ্যার আগার।
এইরূপে নানা মতে করেন বিহার ॥
সুন্দরীর ছিল দিবাসম্ভোগের ক্রোধ।
এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ ॥
দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায় ॥
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন ॥
সিন্দূর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া ॥
নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শিহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ ॥
আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ ॥
সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ ॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন্ জন ॥
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময় ॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস ॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা ॥
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু ॥

অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল ॥
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে ॥
পরনারীমুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন ॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি ॥
সুন্দর কহেন রামা কত ভর্ৎস আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার ॥
তোমারি সিন্দূর এই তোমারি চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন ॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল ॥
এমনি তোমার পানে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে ॥
আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা ॥
ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।[1]
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও ॥
কখন না হইল করিতে অভিসার।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে বা সমান তোমার ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায় ॥

---

১ পু১, পী— ...প্রতি দিন হও।

তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
✓মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয়॥
ভাঙ্গিল কন্দল দুহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে॥[১]
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে বহু দিন করয়ে বিহার॥
বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়া মত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল॥
খুদমাগা কাদাখেঁড়ু নারিনু রচিতে।
পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার গর্ভ

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তাঁরে॥

---

১ পুং—...কামহোম রঙ্গে।

লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে॥

এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস॥[১]
উদর আকাশে সুতচাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির॥[২]
হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সম তার তাপে॥
দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥[৩]
অধর বান্ধুলি মুখ কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়॥

---

১ পু১—...চারি পাঁচ মাস। ২ পু১—সময় পাইয়া দেখা দিল যত শির।
৩ ইহার পর পু১, পু২-তে আছে—
বসন পরয়ে যত আঁটিয়া আঁটিয়া।
সহিতে না পারে নাভি ফেলায় ঠেলিয়া।

সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল॥
মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥
ইহার হইল সুখ তারো হৈল সুখ।
হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ॥
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা কয়েছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল॥
লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায়।
লোকে বলে পাপ কাপ[১] কদিন লুকায়॥
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার॥
ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন॥

---

১ পুং—কর্ম্ম

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার

যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি জোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী
প্রণাম করিয়া পায়॥
ঠাকুরকন্যার যে দেখি আকার
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।
গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
ঠাহরিতে কিছু নারি॥
দেখিলে আপনি যে হৌক তখনি
সকলি হবে বিদিত।
শুনি চমকিয়া চলে শিহরিয়
মহিষী যেন তড়িত॥
আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর
রাণীর না সরে বাণী॥
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া প্রণমে বসিয়া
বৈস বৈস বলে মায়॥
গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি॥

ও লো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়
আনিলি ডাকি ডাকিনী॥
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায় ভেকেরে[১] নাচায়
কেমন কুটিনী সে বা॥
না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
এল কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিটে গেলি চোরে॥
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল কি তার উপায়॥

১ পু১, পু৪, গ, পী—বেঙ্গেরে

সন্ন্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপগুণযুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদার দিস॥
আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চূণ কালি দিলি গালে॥
তোরা ত সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায়
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগে ত রাজারে কহি।

মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি ॥

বিদ্যার অনুনয়

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌনে রহে
লাজে ভয়ে জড় সড় ।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড় ॥
নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি
কত কহ করে ছল ।
কিছু জানি নাই জানেন গোসাঁই
ভাল মন্দ ফলাফল ॥
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
বঞ্চি এ বন্দীর মত ।
নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত ॥
রাজার নন্দিনী চিরবিরহিণী
মোর সমা কেবা আছে ।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে ॥
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হৈল বুঝি পেটে ।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেটে ॥

সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর দেব কি কিন্নর
বলে করে আলিঙ্গন॥
চোর বলি তারে চাহি ধরিবারে
তপাসি ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রাভঙ্গে চাই দেখিতে না পাই
নিত্য এই জ্বালা মোরে॥
পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে
মিথ্যায় সত্যের ভান।
দেখে নিদ্রাভঙ্গে মিথ্যা রতিরঙ্গে
বসনে রেতনিশান॥
তেমনি আমারে স্বপনবিহারে
পুরুষ সহিতে ভেট।
মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা রতিরঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট॥
বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায়।
ভারত ভাষায় সকলে হাসায়
ছায়ে ভাঁড়াইল মায়॥

রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায়[১] পড়ে
আলু থালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন॥
শয়নমন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধমনে নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়॥
রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইলে ঝির বিয়াদায়॥
কি কহিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুনপ্রায়
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম্ম কিসে রবে
দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চ মাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হয়েছে পেট
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমনি আছিল গর্ব্ব তেমনি হইল খর্ব্ব
অহঙ্কারে গেলে ছারখারে॥

---

১ পু১, পী—ধূলায়

বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত ঠেলে॥
সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥
যে জন আপনা বুঝে পরদুঃখ তারে শুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত বলে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিল বাহির দেয়ানে॥
কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছে রে আন ত কোটালে।
উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে॥
হুঙ্কারে[১] হুকুম পায় শত শত খোজা ধায়
খানেজাদ চেলা চোপদার।
কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে জোড়হাতে রহে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায়।
যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়॥

---

১ পু১, পু৩—ইঙ্গিতে

কোটালে শাসন

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥
রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ॥
লুঠিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাচ্চা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া[১]
দূর গেল ধরম[২] ভরম॥
প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীবনেবাজ॥
পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়
নাজীরের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়
ভাল বলি রাজা সায় দিল॥

---

১ পু১, পী—ক্রিয়া

২ পু১, পী—সরম

রাজার হুকুম পায় আগে আগে খোজা ধায়
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখীগণ লয়ে বারি হৈলা দ্রুত হয়ে
রহিলেন রাণীর নিকটে॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাখ[১] সন্ধান করে
কোন্ পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব কেমনে চোরেরে পাব
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর॥
কি জানি কেমন চোর কাল হয়ে এল মোর
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।
হেন বুঝি অভিপ্রায় শূন্যে শূন্যে আসে যায়
কেমনে পাইব তার লাগ॥
পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে জনম ধরণীতলে
কে পারে করিতে অন্যমত।
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্য রে কোটালি খেদমত॥
রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা
চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর।
দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার॥
কূট বুদ্ধি কোটালের কিছু নাহি পায় টের
ভাবে বসি বিষণ্ণ[২] হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা ফেলে টান দিয়া[৩]
দশ দিক দেখে নিরখিয়া॥

---

১ পু১, পু২, পী—সুলুক ২ পু১—বিরস
৩ পু১, পু২, পু৩, পী—⋯শয্যা ফেলে উঠাইয়া

কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভারত সরস ভণে কোটাল সানন্দ মনে
কালী পূরাইলা মনোরথ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান

এ বড় চতুর চোর। গোকুলে নন্দকিশোর॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারতে করিল ভোর॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল।
দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক॥
হরিষ বিষাদে হৈল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥

না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনি গাইয়া ॥
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধিসুদ্ধি যায় ॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধরে খাইত কত লোক জন ॥
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভূঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয় ॥
আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া ॥
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয় ॥
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া ॥
যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায় ॥
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খাক সাপে ॥
ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর ॥
যে মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক ॥
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায় ॥

যমকেতু নামে তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর॥
সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।
সুরাখ পেয়েছি পাব আর কারে ভয়॥
পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে॥
সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে॥
যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়ে।
নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়ে॥
ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই॥
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর॥
বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥
ভারতবিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডলফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস তুপর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিয়া মোরা
পীত ধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহরিয়া॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥
নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘুরীতে॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী॥

ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী।
তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সুমী ॥
বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ।
গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ ॥
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণি মন্ত্র মহৌষধি যে বা যত জানে ॥
শরীর পাঁচিয়া[১] সবে ঔষধ বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি[২] বাসুকি পলায় ॥
এইরূপে তের জন রহে গৃহমাঝে।
আর সবে আট দিক্কে রহে নানা সাজে ॥
থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা।
হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা ॥
সোনারায় রূপারায় নায়েব কোটাল।
ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল ॥
হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল শহর পনার চারি দ্বার ॥
সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার ॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল ॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল ॥
খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধুমধাম।
খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম ॥

---

১ পু১—কাটিয়া ২ পু১—নেড়ে

ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী[১]।
এমনি কুহক[২] জানে দিনে হয় নিশি ॥
রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে।
সিন্দূর কপালভরা খাঁড়া করতলে ॥
এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে ॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধুম কাঁপিল শহর ॥
উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়ে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায় ॥
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায় ॥
ক্ষণমাত্রে শহরে হইল হাহাকার।
ফাটক হইল জরাসন্ধকারাগার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

চোর ধরা

আজি ধরা গেল চোরচূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী ॥
ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চূর
এড়াইতে নারিবে এমনি।

---

১ পুং—মাসী ২ পুং—হিকমত

প্রকাশিয়া ভারি ভুরি অনেক করেছ চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি ॥
হৃদি কারাগার ঘোরে বান্ধিয়া মনের ডোরে
গছাইব পরাণে এখনি ।
সকলেরে ফাঁকি দেহ ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি ॥

ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ ।
না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে ।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে ॥
এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর ।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর ॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ ।
ধরিতে সুন্দরচাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে ।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে ॥
কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া ।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া ॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে ।
হাতে ধরে পায় ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী ।
সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি ॥
সূর্য্যকেতু বলে[২] এটা যে দেখি গোঁয়ার ।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর ॥

---

১ পু১—এথায় করিয়া বেশ··· ২ পু১, পী—ভাবে

ধূমকেতু ধামধূমী ধুমধাম চায়।
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায়॥
সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে॥
চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥
ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা
চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥
বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর।
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥
তখনি অমনি ধরে আর বার জন।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥
ধামধূমী বলে শুন ঠাকুরজামাই।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বার বার॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া।

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে ॥
চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়।
কে আমারে আর পারে আর কারে ভয় ॥
জয় কালি ভাল ভালি যত ঢালী গাজে।
দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে ॥
ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে।
কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান ভারে ॥
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর দায় তোর পাছে চোর ভাগে ॥
করে ধুম অতি জুম নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতকড়ি পায় দড়ি মারে ছড়ি বেত্রে ॥
নঠশীল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মূক কাঁপে বুক লাগে হুক আঁতে ॥
কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার তরবার যমধার দাপে ॥
কোতোয়াল বলে কাল রাখ জালরূপে।
ছাড় শোর হৈলে ভোর দিব চোর ভূপে ॥
সব দল মহাবল খল খল হাসে।
গেল দুখ হৈল সুখ শত মুখ ভাষে ॥
সুন্দরেরে শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায় হায় হায় এ কি দায় মোরে ॥
মরি মেন লোভে যেন কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ ॥

কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে রোষমনে কত জনে মারে ॥
হরি হরি মরি মরি কি বা করি জীয়া।
কটু কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া ॥
রাজা কালি দিবে গালি চূণ কালি গালে।
কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে ॥
দরবার সব তার চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জানে ॥
যার লাগি দুখভাগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায় ॥
তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা ॥
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে ॥
দিক্ দশ গুণে বশ মহাযশ দেশে।
করিলাম বদকাম বদনাম শেষে ॥
ছাড়ি বাপ করি পাপ পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিমরিষ পেলে বিষ খাই ॥
এই মত শত শত ভাবে কত তাপ।
নত শির যেন ধীর হড়পীর সাপ ॥
ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ ॥

সুড়ঙ্গদর্শন

সুড়ঙ্গের   নৈতে টের   কোটালের সায়।
জন সাতে   ধরি হাতে   নামি তাতে যায়॥
ঘোরতম   নিরুপম   কূপসম খানা।
কেহ ডরে   পাছু সরে   কেহ করে মানা॥
স্থলে স্থলে   মণি জ্বলে   দেখি বলে ভাল।
চল ভাই   সবে যাই   দেখা পাই আল॥
পায় পায়   সবে যায়   কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির   যত বীর   মালিনীর ঘরে॥
উঠি ঘরে   ধুম করে   হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে   অন্ধকারে   সবে মারে রাগে॥
আলো জ্বালি   যত ঢালী   গালাগালি করে।
কহে চোর   ঘরে তোর   দে লো মোর তরে॥
সুড়ঙ্গের   পথে ফের   কোটালের তরে।
কেহ গিয়া   বার্ত্তা দিয়া   তুষ্ট হিয়া করে॥
কোতোয়াল   শুনি ভাল   খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর   যেন তীর   মালিনীর ঘরে॥
আগুসরে   চুলে ধরে   দর্প করি কয়।
কথা জোর   বল চোর   কেবা তোর হয়॥
দেই গালি   বলে শালী   কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা   কার বেটা   বল কেটা মোরে॥
ভারতের   রচিতের   অমৃতের ভার।
ভাষাগীত   সুললিত   অতুলিত সার॥

মালিনীনিগ্রহ

মালিনী কীল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া॥
নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখয়ে চূণ।
কি দোষ পাইয়া অরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন॥
এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুঠিলি আগার
ধরিয়া খাইলি জাতি॥
কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয়।
হেদে বুড়ী শালী বলে জাতি খালি
শুনিয়া লাগয়ে ভয়॥
হীরা বলে অরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা[১] জানে সর্ব্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা॥
কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়া মাগী।
ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর
এ বড় কুটিনী ঘাগী॥
হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে।
রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী
কালি শিখাইব তোরে॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পু৪, গ, পী—গুণ্ডাপনা

যুবতী বেটী বহূড়ী না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বহূ বেটী কারে দিনু ভেটী
যে বলে সে হবে কুড়ী॥
লোকের ঝি বহূ লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে।
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে॥
ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে॥
আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিণী
তুই দিলি চোরা বর॥
হীরারে হইল ভয় কানে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই জানেন গোসাঁই
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়॥[১]
শুনিয়া কোটাল টানে সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া
মালিনী বলে কে জানে॥
মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটালে জানায় ধর্ম্ম।
হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম॥
হাতে লোতে[২] ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁধ সে কি যায় নিদ[৩]
ইহা কব কার কাছে॥

---

১ পু১—যত ধর্ম্ম তত জয়। পু৩—যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

২ পু১—নাতে ৩ পু১, পু৩—···সেই যায় নিদ

কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে।
চোরের যে ছিল লুঠিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে॥

খুঙ্গী পুথি রত্নভারে দিতে হবে সরকারে।
পিঞ্জর সহিত লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে॥

মালিনী অবাক ত্রাসে কোটাল মুচকি হাসে।
সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায়ু ছেঁছুড়িয়া
লইল চোরের পাশে॥

সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসি হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী॥

কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর॥

যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি সিঁধ কাট সারা রাতি।
আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি॥

যত দিন আর জীব কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব॥

অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্যহেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু॥

সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ মোর আইশাশ
পড়ি দিয়াছিল ফুল॥
কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা
ঐ কথা ফিরা ফিরা॥
কোটাল কহে এ নয় তুহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে
ভারত উচিত কয়॥

বিদ্যার আক্ষেপ

প্রভাত হইল বিভাবরী
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥
কাঁদে বিদ্যা আকুলকুন্তলে[১]
ধরা তিতে নয়নের জলে।[২]
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধিরবানে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—পড়িয়া ভূতলে

২ পী—ধারা বহে নয়নের জলে।

আগে দিয়া নানা দুখ মধ্যে দিনকত সুখ
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥[১]
রমণীর রমণ পরাণ
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক ধিক তাহার পরাণ ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে ॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥
প্রভু মোর গুণের সাগর
রসময় রূপের[২] নাগর।
রসিকের শিরোমণি[৩] বিলাসধনের ধনী
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥

---

১ ইহার পর পু১, পু২, পু৩, পী-তে আছে—
যুবতীজনম কালামুখ
পরের অধীন সুখ দুখ।
পরের মরণে মরে পরঘরে ঘর করে
পরে সুখ দিলে হয় সুখ।

২ পু২—রসিক পু৩—গুণের পী—রসের

৩ পু১, পু৩, পী—চূড়ামণি

জননী ডাকিনী হইল মোর
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু[১] ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥[২]
চোর ধরা গেল শুনি রাণী
অন্তঃপুরে করে কানাকানি।
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে[৩]
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি
মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
হায় হায় হায় রে গোসাঁই
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥
এইরূপে পুরবধূগণ
সুন্দরে বাখানে জনে জন।

---

১ পু১—আজ্ঞা পেয়ে ২ পু১—বিনি অপরাধে ধরে চোর।
৩ পু১, পু২, পী—কেহ উঠে কেহ পড়ে দেখিবারে ধায় রড়ে

কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে[১] লয়ে
ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায়
দেখিতে সকল লোক ধায় ।
বালক যুবক জরা কানা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥
কেহ বলে এ চোর কেমন
এখনি করিল চুরি মন ।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে[২]
পতি নিন্দে আপন আপন ॥

নারীগণের পতিনিন্দা

কারে কব লো যে দুখ আমার ।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার ।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার ।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—সুন্দরে
২ পু১, পু২—বিদ্যার কুবোল বলে ভারত বলিছে ছলে

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি ॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায় দড়ি।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ি ॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ॥
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত ॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে ॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥
আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোর দুখ ॥

মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥
ভরা পূরা যৌবন উদাসে[১] বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥
বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখচুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥
ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।[২]
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুড়ো পেট॥[৩]
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব-আলিঙ্গন॥
বদনে চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে॥

---

১ পু১—সকলি পু৩, পু৪, গ, পী—ঐ দোষে
২ পু২, পু৩, পী—ঝাঁপনি কাঁপনি সার নহে বিন্দুপাত।
৩ পু২, পু৩—রাজার দেওয়ান পতি বড় উঁচা পেট।

একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥
আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥
বামন বঙ্খুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥
তাপেতে হইনু জরা না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
কোলশোভা[১] হয়ে থাকে এহ বড় সুখ॥
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি[২] কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়॥
আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে॥
রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥[৩]

---

১ পু১, পু২—কোলজোড়া   ২ পু১, পু৩, পী—মরি

৩ ইহার পর পু১, পু৩, পী-তে আছে—

পান বিনে মুখে গন্ধ নাহি স্থিবসন।
কি কব আমার পতি গোগ্রাসে ভোজন॥

ঋতু হৈলে[১] একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ॥
আর রামা বলে হৌক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত॥
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে পারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥
পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥
আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী॥
কিঞ্চিত কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে॥
পরের হাজির গরহাজির লিখিতে।
ঘরে গরহাজিরী সে না পায় দেখিতে॥
ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে॥

---

১ পু১—যোগে

আর রামা বলে সই এ ত গুণ বড় ।
উকীল আমার পতি কিল খেতে দড় ॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে ।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে ॥
আর রামা বলে সই এ ত ভাল শুনি ।
আমার[১] আরজবেগী পতি বড়[২] গুণী ॥
আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে ।
বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে ॥
আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে ।
করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে ॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম ।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবারি অধম ॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোনামুখে লয় ।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয় ॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল ।
তার ঠাঁই পানিফোঁটা[৩] পাইতে জঞ্জাল ॥
কহে আর রসবতী গালভরা পান ।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণপ্রধান ॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন ।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া ।
সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর ।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর ॥

---

১ পু১—রাজার ২ পু১—মোর ৩ পু১—জলবিন্দু

শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে॥
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা॥
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর॥
মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে॥
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয়॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক॥
যম সম ধরিতে পরের বাজেজমা।
নিজ ঘরে বাজেজমা না জানে অধমা॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে॥
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥
সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়॥
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়॥
আর রামা বলে সই এ ত শুনি ভাল।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল॥
রাত্রি দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে।
তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে॥

রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায় ॥[১]
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥[২]
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।[৩]
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে ॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি ॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥
সূতাবেচা[৪] কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥

---

১ ইহার পর পু১-তে আছে—

আর রামা বলে রাজকবি মোর পতি।
সারা রাত্রি ভেবে মরে নাহি করে রতি।

২ পু১—বয়স ফুরাল্য মোর··· ৩ পু১—দৈব্যে যদি দিল বিভা···

৪ পু৪, গ—পৈতাবেচা

কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার ॥
শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু ॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে ॥
গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত ॥
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল ॥

রাজসভায় চোর আনয়ন

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায় ॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত
হেন জনে বধিবারে চায় ॥
ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুটিব এ চরণধূলায়।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্রপদ পায় ॥

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায় ॥

ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল।
গোলামগর্দ্দিসে খাড়া গোলাম সকল॥
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাইপুত্র দশ।
ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ॥
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল॥
সমুখে সেপাই সব কাতারে কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার॥
ঘড়িয়াল দুই পাশে হাতে বালী ঘড়ি।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি॥[১]
মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর॥
মুনশী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।
আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি॥
রবাব তুম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ॥[২]
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই[৩] নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়॥

---

১ ইহার পর পু১-তে আছে—

সমুখে আরজবেগী আরজী লইয়া
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া।

২ পু১—পাঞ্জাবি গায়ক গান করে নানারঙ্গ।

৩ পু১, পু২, পু৩, পী—ভাঁড়ামো

উজ্‌বক কজলবাস হাবশী জল্লাদ।
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা[1] খানেজাদ ॥
সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুকসোয়ার।
মাহুত হাতীর কাঁধে জানায় জোহার ॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল।
হেন কালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥
সারী শুক খুঙ্গী পুথি মালিনী সহিত।
হাজীর করিল চোরে নাজীরবিদিত ॥
নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত ॥
নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার ॥
হেঁটমুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায়।
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায় ॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর ॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা ॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥[2]
হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর।
পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর ॥

---

১ পু১—খোজা

২ পু১, পু৪, গ—এটা কেটা কোন জাতি…

সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয়॥
বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়।
ছেলে বলি ভাল বাসি মাসী মাসী কয়॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।
মাটি খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যাবিদ্যমানে॥
চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা।
আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা॥
ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই॥
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে॥
না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী॥
নষ্ট নই নষ্টসঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥
ধর্ম্মঅবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয়॥
রাজার হইল দয়া হীরার কথায়।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

———

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা

লোকে মোরে বলে মিছা চোর।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥
সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে
চোরবাদ দেই মোর।
দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর
আমারে বলে কঠোর ॥
সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ
মোর পদে দেয় ডোর।
কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর ॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥
দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গাপার কর গালে চূণ কালি দিয়া ॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়।
ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥
রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয়।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় ॥
জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর।
কি নাম[১] কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর ॥
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল ॥

---

১ পু১, পু৩, পী—জাতি

তুমি ত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥
তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥
দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥
মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী॥
চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥
বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের ফার॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায়॥
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥
এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥

শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

রাজার নিকট চোরের পরিচয়

কহে বীরসিংহ রায়   কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মায়ায়॥
কহ তোমার কি নাম   কহ তোমার কি নাম।
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন্ গ্রাম॥
কহ সত্য পরিচয়   কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥
শুনি কহিছে সুন্দর   শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিত নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয়   শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার   আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥[১]
বিদ্যাপতি মোর নাম   বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুরঠাকুর   শুন শ্বশুরঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥

---

১ ইহার পর পু১, পী-তে আছে—
কি দেখাও যমভয়   কি দেখাও যমভয়।
কালীর কৃপায় যম জানেন আমায়।

তুমি ধর্ম্মঅবতার   তুমি ধর্ম্মঅবতার ।
অবিচারে চোর বল এ কোন্ বিচার ॥
বিদ্যা করেছিল পণ   বিদ্যা করেছিল পণ ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥
পণে জাতি কেবা চায়   পণে জাতি কেবা চায় ।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ   দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে   তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে ।
বিচারে হারিয়া পতি করিল[১] আমারে ॥
আমি যে হই সে হই   আমি যে হই সে হই ।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ   মোর বিদ্যা মোরে দেহ ।
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ   বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥
ক্রোধে কহে মহীপাল   ক্রোধে কহে মহীপাল ।
নাহি দিল পরিচয় কাট রে কোটাল ॥
চোর তবু কহে ছল   চোর তবু কহে ছল ।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া   আমি বিদ্যার লাগিয়া ।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥
আমি তোমার সভায়   আমি তোমার সভায় ।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায় ॥

---

১ পু১, পু৩, পু৪, পী—বরিল

তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই।
সুড়ঙ্গ করিয়া[১] আমি গিয়াছিনু তেঁই॥
শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর আর কেহ নয়॥[২]
চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ

মোর পরাণপুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা॥

---

১ পু১, পু২, পী—কাটিয়া ২ পু৩, পু৪, গ, পী, বি—…মানুষ ত নয়

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

এখনো সে কনকচম্পকসুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আর বার॥

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য[১] ভাবিয়া।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥

---

১ পী—বৈধব্য

রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুই মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই॥
ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা॥
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়বঅগ্নি বহে।
সুকৃতীর অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর কয়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন্ জন॥

বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।[১]
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥[২]
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে ॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥[৩]
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন ॥
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয় ॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর ॥[৪]
রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক।
ভূপতিরে ভর্ৎসিবারে করিছে কৌতুক ॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥

---

১ পু১—আচার বিচারে বুঝি···

২ পু১, পু৩, পী—সহসা কাটিলে তবে হইবে প্রলয় ॥

৩ পু১, ···সবংশে মজিল ॥

৪ ইহার পর পু১, পু২-তে আছে—

অকার অবধি পড়ি সমাপ্ত ক্ষকার।
পঞ্চাশ অক্ষরে স্তুতি করয়ে কুমার ॥

শুকমুখে চোরের পরিচয়

শুকমুখে মুখ দিয়া সারী কান্দে বিনাইয়া
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
সারীর ক্রন্দনছাঁদে শুক বিনাইয়া কাঁদে
সভাজন মোহিত শুনিয়া॥
শুক পাকসাট দিয়া সারিকারে খেদাইয়া
নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে।
আ লো সারি দূর দূর নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কামকূপে॥
গুণসিন্ধুরাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
পতিবধ কৈল পাপীয়সী॥
তুই সে বিদ্যার সারী শিখিয়াছ গুণ তারি
তুই কবে[১] বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি তেমনি স্বরূপা তিনি
সেইমত ভূষণ বাহন॥
শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কানাকানি
রাজা হৈলা সন্দেহসংযুত।

---

১ পু১, পু২, পী—মোর

মালিনী কহিল যাহা শুকপাখী বলে তাহা
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥
রাজা কহে শুক শুন কি কহিলা কহ পুন
চোরের কি জান পরিচয়।
গুণসিন্ধু রাজা যেই তাহার তনয় এই
বল কিসে হইবে প্রত্যয় ॥
বিদ্যা নিল চুরি করি কোটাল আনিল ধরি
পরিচয় না দেয় চাহিলে।
তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও
কেন মোরে ডাকাতি বলিলে ॥
শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয়[১]
বড় মানুষের রীত[২] এই ॥
নিজপরিচয় প্রভু সুন্দর না দিবে কভু
পাখী আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট পাঠাইলাছিলা ভাট
ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥
রাজা বলে বটে হয় ভাটের সর্দ্দারে কয়
কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।
জমাদার[৩] নিবেদিল গঙ্গ ভাট গিয়াছিল
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল ॥
ভাটেরে আনিতে দূত ধায় দশ রজপুত
ওথায় সুন্দর মহাশয়।

---

১ পু১—···ঘটকে সম্বন্ধ কয়

২ পু২, পু৩, পু৪, গ, পী, বি—রীতি ৩ পু১—সর্দ্দার

পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কালিকার স্তুতি করে
কবিরায় গুণাকর কয় ॥

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে ॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘজট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥
লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
সৃক্ক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাসহাসিকে।
মার মার ঘোর ঘার ছিন্ধি ভিন্ধি ভাষিকে ॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহালিকে।
ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে ॥
ভীতচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে।
শম্ভুবক্ষ পাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে ॥
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে ॥
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে ॥

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুতঅনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা ॥ ১ ॥

আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥ ২ ॥
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা ॥ ৩ ॥
ঈশ্বরী ঈপতিজায়া[১] ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানঈহিনী ॥ ৪ ॥
উমা উর উরস্থল উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগউপবীতা ॥ ৫ ॥
ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষপ্রকাশিকা।
ঊর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা ঊষরমৃত্তিকা ॥ ৬ ॥
ঋতুরূপা তুমি ঋষিঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥
ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠরূপিণী।
ৠস্বরূপা রাখ মোরে ৠবাসদায়িনী[২] ॥ ৮ ॥
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥ ৯ ॥
ৡকার দৈত্যের মাতা ৡভব দানব।
ৡকারস্বরূপা তবু বধিলা ৡভব ॥ ১০ ॥
এণরিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও।
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১ ॥
ঐশানী ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥
ওড়পুষ্পওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩ ॥

---

১ পু১—ঈশানজায়া ২ পু৪, গ, পী—ৠপদদায়িনী

ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥ ১৪ ॥
অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংসঅরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি ॥ ১৫ ॥
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥ ১৬ ॥
কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা ॥ ১৭ ॥
খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা ॥ ১৮ ॥
গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী।
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥ ১৯ ॥
ঘনঘন ঘোর ঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘনঘন ঘুনু ঘুনু ঘাঘর ঘণ্টিণী ॥ ২০ ॥
ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার।
ঙকারস্বরূপা রাখ ঙপদ আমার ॥ ২১ ॥
চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চষকচূষিকা।
চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা ॥ ২২ ॥
ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল।
ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ॥ ২৩ ॥
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ॥ ২৪ ॥
ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত ॥ ২৫ ॥
ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার ॥ ২৬ ॥

টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ॥ ২৭ ॥
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক কৈল ঠকে ॥ ২৮ ॥
ডাকিনী ডমরুডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
ডামরবিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর ॥ ২৯ ॥
ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী ॥ ৩০ ॥
ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকারে নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী ॥ ৩২ ॥
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩ ॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥ ৩৪ ॥
ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটির ধন।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের ধারণ ॥ ৩৫ ॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩৬ ॥
পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে।
পতিত পবিত্র পদপ্রসঙ্গপ্রতাপে ॥ ৩৭ ॥
ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া।
ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮ ॥
বিশালাক্ষী বিশ্বনাথবনিতা বিশেষে।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯ ॥

ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণভাষিণী।
ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী ॥ ৪০ ॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশমহিলা।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১ ॥
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা।
যমালয় যাই প্রায় এস যবযুতা ॥ ৪২ ॥
রক্তবীজরক্তরসে রসিতরসনা।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা ॥ ৪৩ ॥
লহ লহ লক লক লোলে লোলজিহী।
লটপট লম্বিত ললিতলটলিহী ॥ ৪৪ ॥
বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা।
বদ্ধ হৈনু বর্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা ॥ ৪৫ ॥
শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ॥ ৪৬ ॥
ষড়াননমাতা ষড়রাগবিহারিণী।
ষট্‌পদবরণী ষড়ঋতুবিলাসিনী ॥ ৪৭ ॥
সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥ ৪৮ ॥
হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥ ৪৯ ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥ ৫০ ॥
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে ॥

দেবীর সুন্দরে অভয় দান

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ॥
ডাকিনী হাকিনী[১] ভূত শাঁখিনী পেতিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে যক্ষ রক্ষ আগুদলে
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল॥
লোল জটা কেশপাশ অট্ট[২] অট্ট অট্ট হাস
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
লোল জিহ্বা লক লক্ক ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়মড় বিকট দশন॥
মুখ অতি সুবিস্তার সৃক্কেতে রক্তের ধার[৩]
শবশিশু শ্রবণে কুণ্ডল।
খড়্গ মুণ্ড বরাভয় চারি হস্ত মোহময়
গলে মুণ্ডমালা দলমল॥
দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির মাংসের লোভে চারি দিকে শিবা শোভে
ফে রবে ভুবন চমৎকার॥
পদভরে টলমল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
অকালপ্রলয় নিবারণে।

---

১ পু১—যোগিনী ২ পু১, পী—মুখে

৩ পু১—....ওষ্ঠেতে রুধিরধার

শিব শবরূপ হয়ে হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিতলোচনে ॥
এইরূপে বর্দ্ধমানে রহিলা আকাশযানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয় ।
মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা[১]
তবে আজি করিব প্রলয় ॥
তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া ।
তোরে পুন বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কি রে বিদ্যাবিনোদিয়া ॥
দেবীর আকাশবাণী শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
আর কেহ শুনিতে না পায় ।
ঊর্দ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
পুলকে পূরিল সব কায় ॥
কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
দূর হৈল যতেক বন্ধন ।
কোটালে সৈন্যের সনে বান্ধিলেক জনে জনে
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ ॥
এরূপে সুন্দর আছে ওথায় রাজার কাছে
গঙ্গ ভাট হৈল উপনীত ।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ভাট ভূপে কথা সুললিত ॥

---

১ পু১—তুমি ত আমার বেটা···

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধুমহীপতিনন্দন সুন্দর
কোঁ্যা নহি আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তঁহা
সমুঝায় শুনায়া ॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভূল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া ॥
য়্যার কহা বহু প্যার কিয়া গজ বাজি দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া ॥
গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে
নহি ভেদ জনায়া ॥

ভাটের উত্তর

ভূপ মৈঁ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর জায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥
হাত জোরি পত্র দীহ্ন শীষ ভূমি নায়কে।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে ॥

রাজপুত্র পত্র বাঁচি পূছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হজার লাখ মৈঁ কহা বনায়কে ॥
বূঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে ॥
য়্যাহি মে কহা ভয়া কঁহা গয়া ভুলায়কে।
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে ন পায়কে ॥
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈঁ তঁহ গমায়কে।
আগুহী কহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে ॥
য়্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈঁ গয়া জনায়কে।
পূছহূ দিবানজীসো বখ্‌সিকে মঙ্গায়কে ॥
বূঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে ॥
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গ যায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে ॥
বেগমে কহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজরায়কে ॥
ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে।
বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে ॥
চোরকো মশান মে কহা দিও পঠায়কে।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হূ মনায়কে ॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে ॥

———

সুন্দর প্রসাদন

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহাসুখে
ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতী।
কুঠার[1] বান্ধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
পাত্র মিত্রগণ সব সাথী॥
মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
ঊর্দ্ধমুখে দেবতা[2] ধেয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে
কে বান্ধিলে দেখিতে না পায়॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব নৃত্য গীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান অবতার॥[3]
দেব অনুভব[4] জানি রাজা মনে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ দূর কর অভিরোষ
জানিনু তোমার অনুভব॥
হাসিয়া সুন্দর রায় শ্বশুর জ্জেয়ানে তায়
কহিলেন প্রসন্নবদনে।
আপনি হইনু চোর দুঃখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে॥
নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাপা মহাশয়
কোটালের কি হবে উপায়।

---

১ পু১—কুড়ালি ২ পু১, পু২, পু৩, পী—কালীরে

৩ পু১, পু২, পু৩, পী—মশানে দিবসে অন্ধকার॥ ৪ পু১—অনুগ্রহ

কিসে হবে বন্ধমুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায় ॥
বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে অই
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সবাকার
ইহ পর লোকের মঙ্গল ॥
বীরসিংহ এত শুনি মহা পুণ্য মনে গুণি
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার
স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে ॥
বীরসিংহ পুনঃ কয় শুন বাপা মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই।
যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই
তোমার কৃপায় ধন্য হই ॥
হাসিয়া সুন্দর রায় অঙ্গুলে ছুঁইলা তায়
বীরসিংহ পায় দিব্য জ্ঞান।
দেখি কাল রাঙ্গা পায় আনন্দে অবশ কায়
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান ॥
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেল সর্ব্ব জন
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
বীরসিংহ[১] জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া ॥
সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।

---

১ পু৪, গ, বি—রাজ রাজ্য

করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেই রামাগণ ॥
সুন্দর বিদ্যারে লয়ে চোর ছিলা সাধু হয়ে
কত দিন বিহারে[1] রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা ॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয় ॥

সুন্দরের স্বদেশগমনপ্রার্থনা

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না ॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে মূরখে শিখায়ো না ॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না ॥

---

১ পু১, পু২, পু৩, পী—আনন্দে

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ॥
বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধিকৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিনকত রহ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥
বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়ে।
সাধু হয়ে দিনকত থাক আমা লয়ে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥
তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া॥
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনী॥

বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলা তেঁই ॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন ॥
কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি ॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন্ দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায় ॥
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোরদায়ে লুঠিয়া লইলা মহারাজ ॥
শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায় ॥
খুঙ্গী হৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ ॥
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোসাঁই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই ॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া ॥
কত ভাব ধরে কত হাব করে
রস সিন্ধু তরে ভবতারণিয়া ॥
নূপুর রণ রণ কিঙ্কিণী কণ কণ
ঝঞ্ঝন ঝনননন কঙ্কণিয়া ॥

লপট লটপট ঝপট ঝটপট
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর নিমিষ বিষভর
বিষমশর শর দমনিয়া॥
সখীসকল মিলত মধুমঙ্গল গাবত
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত
ঘন বিবিধ মধুররব যন্ত্র বাজাবত
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।
ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
ঝিঁ ঝিঁ তক ঝিমতক ঝিম ঝমক ঝমক ঝেঁই
তত তত্তত তা তা থু থুং থেই থেই
ভারত মানস মাননিয়া॥

সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি॥
পূর্ব্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার॥
রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোসাঁই অদেয় আছে কিবা॥
ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ॥
তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে॥

জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে[১] লয়ে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব ॥
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥
হাসিয়া ধরিলা বিদ্যা সন্ন্যাসিনীবেশ।
জটাজুট বনাইলা বিনাইয়া কেশ ॥
মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর।
শাড়ী মেঘড়ম্বরে করিলা বাঘাম্বর ॥[২]
ছি বলিয়া ছাই হেন[৩] চন্দন ফেলিয়া।
সোনা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে ॥[৪]
হরগৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে ॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ ॥

---

১ পু১—তীর্থভ্রমে

২ পু১, পু২, পু৩, পু৪, পী—ছাড়ি মেঘডম্বুর পরিলা বাঘাম্বর।

৩ পু১—মাখে

৪ ইহার পর পু২-তে আছে—

সমুখে দর্পণ থুয়ে হাসে মনে মনে।
অনিমিখে পরস্পর করে নিরীক্ষণে।

পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায়।
দক্ষিণে আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায়॥
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে॥
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস॥
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর॥

বার মাস বর্ণন

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে। প্রাণনাথ।
এইখানে বার মাস রহ হে॥
বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় এ কালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি
প্রলয় মলয় গন্ধবহ হে॥
বিজুলী জলের ছাট মত্ত ময়ূরের নাট
মণ্ডূকের কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমল কুল সাজাবে মূলার ফুল
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥

বসাইয়া রাখিব হৃদয়সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে ॥ ১ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর ॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া ॥ ২ ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন ॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে ॥ ৩ ॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম ॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি ॥ ৪ ॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি ॥ ৫ ॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমাপ্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥ ৬ ॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আত্মার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা ॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস ॥ ৭ ॥

অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥ ৮॥
পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে॥ ৯॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে॥ ১০॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন।
মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন॥
কোকিলহুঙ্কার আর ভ্রমরঝঙ্কার।
শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর॥ ১১॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদনবিলাস॥ ১২॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥
অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥

বিস্তর নিষেধবাক্য কয়ে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি ॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর ॥
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন ॥[১]
ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা ॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা ॥
রাজা গুণসিন্ধু রায় পুলকে পূর্ণিত কায়
সুন্দরেরে রাজ্যভার দিলা।
সুন্দর আনন্দচিত লয়ে গুরু পুরোহিত
নানামতে কালীরে পূজিলা ॥
সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্ত্তিময়ী হয়ে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।

---

১ ইহার পর পু৩-তে আছে—

কাঁদিতে লাগিল হীরা সুন্দরের মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।
তুষিলা তাহারে তবে মহাকবি রায়।
নানা ধন পায়া হীরা নিকেতনে যায়।

তোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা ॥
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা।
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা ॥
দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবান
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা ॥
বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুই জনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা ॥
বিদ্যা সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাসশিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা ॥

বিদ্যাসুন্দর কথা সমাপ্ত

অন্নদামঙ্গল

তৃতীয় খণ্ড

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমলকলদঙ্গে ॥
টলটল ঢলঢল চলচল ছলছল
কলকল তরলতরঙ্গে।
পুটকিত শিরজট বিঘটিত সুবিকট
লটপট কমঠভুজঙ্গে ॥
তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর
বিধি কর নিকরকরঙ্গে।
ভুবন ভবন লয় ভজন ভবিকময়
ভারত ভবভয় ভঙ্গে ॥

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার ॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান ॥

আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥
মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।[১]
বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥
ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥
ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভ দৃষ্টি।
শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে।
ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥

---

১ পু৪, গ—···যদি পড়য়ে সঙ্কটে।

দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে॥

দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুগুণ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনি বিদ্যুত চকমকি।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি॥
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।
চারি দিকে তরঙ্গ জলের তরতরি॥
থরথরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ি॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার॥

বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে[১]॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায়॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে॥
এইরূপে লস্করে দুস্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥
গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥

---

১ বি, মু—হা ভাবে

নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত ॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্য্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে ॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায় ॥
এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥
দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার ॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর ॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম ॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা মানসিংহ রায়।
দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায় ॥
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময় ॥
আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা[১] কত ॥

১ পা—তার

মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা ।
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণে[১] বিতরিয়া দিলা ॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা ।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥

মানসিংহের যশোরযাত্রা

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা ।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ॥
পয়দল কুলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল সোয়ারা ।
দামিনী তক তক জামকী ধক ধক
ঝকমক চকমক খর তরবারা ॥
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
মোগল মাহুত রণঅনিবারা ।
ভাঁড় কলাবত নাচত গায়ত
ভারত অভিমত গীত সুধারা ॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে ।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে ॥
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান ।
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান ॥
হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর ।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির ॥

---

১ পু৪, গ—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সব

আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার ॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুত্তু বাজার ॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥
ধাড়ী[১] গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড় ॥
আগে পাছে দুই পাশে দু সারি লস্কর।[২]
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥[৩]
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া ॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার ॥
প্রতাপআদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে ॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে ॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥

---

১ পু৪, গ—চাটী ২ পু৪, গ—আগে পিছে দুই পাশে লস্কর সুসার।
৩ পু৪, গ—গজপিঠে মানসিংহ ইন্দ্র অবতার।

শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ

(ধুধু ধুধুধু নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দমামা দম্দম্
ঝনন্ন ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে॥)
কত নিশান ফরফর নিনান ধর ধর
কামান গর গর গাজে।
সব জুবান[1] রজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে॥
ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিপাইগণ রণমাঝে।
পরি করাইবখতর পোশাক বহুতর
সুশোভি শিরপর তাজে॥
বসি অমারি ঘর পর আমীর বহুতর
দুলায় গজবররাজে।
পুর যশোর চমকত নকীব শত শত
হুঁসার ফুকরত কাজে॥
হয় গজের গরজন সেনার তরজন
পয়োধি ভরছন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহি পর
প্রতাপদিনকর সাজে॥

---

১ পুং, গ—জওয়ান

যুঝে প্রতাপআদিত্য যুঝে প্রতাপআদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য ॥
শিলাময়ী নামে ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি ॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহরাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপআদিত্য সাজে ॥
ধুধু ধম্ ধম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্
দমামা দম্‌দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে ॥
সিন্দূর সুন্দর মন্দিত মুদ্গর
ষোড়শ হলকা হাতী।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবান
অযুতেক ঘোড়া সাথী ॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুই দলে গালাগালি ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।

সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে
আত্ম পর নাহি সুঝে ॥
তীর শনশনি গুলি ঠনঠনি
খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥
পাতশাহী ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপআদিত্য হারে ॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপআদিত্যে লৈল ॥
দল বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায় ॥

মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন

রণজয়ভেরী বাজে রে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে ॥
রণ জয় করি মুণ্ডমালা পরি
কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব সে নীল রাজীব
রাজী রাজে রে ॥
গাইছে যোগিনী নাচিছে ডাকিনী
দানা গাজে রে।
মহোৎসব যত কি কবে ভারত
সেনামাঝে রে ॥

প্রতাপআদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া ॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হজুরে আমার সঙ্গে চল ॥
পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।
(রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব ॥)
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায় ॥
নানামতে অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া ॥

অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহসংহতি চলিলা দরবার ॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালা মহেশমোহিনী ॥
কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে কৃপা কর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণাআকর ॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥
এত দূরে পালাগীত হৈল সমাপন।
ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র রায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা

দিয়া নানা উপচার পূজা করি অন্নদার
দিল্লীযাত্রা কৈলা মজুন্দার।
জননী তাঁহার সীতা রাম সুমার্দ্দার পিতা
সমর্পিলা পদে অন্নদার ॥
শিরে চীরা হীরা তায় বিলাতী খেলাত গায়
নানা বন্ধে কমর বান্ধিলা।
বিল্বপত্র ভ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
গোবিন্দদেবেরে প্রণমিলা ॥
বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর।

জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
মঙ্গল দেখেন বহুতর ॥
ধেনু বৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।
অশ্ব গজ পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
আগে আগে সকল মঙ্গল ॥
পূর্ণ ঘট বাম পাশে রামাগণ যায় বাসে
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে রজত লইয়া হাসে
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালি ॥
শুক্ল ধান্যে গাঁথি হার কাঞ্চন সুমেরু তার
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরে চান
শিবারূপে শিবের বনিতা ॥
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত সুমঙ্গল মজুন্দারে কুতূহল
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে ॥
শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পটুকায়
দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস।
সুতেরে বিদায় দিয়া সীতা দেবী ঘরে গিয়া
নানামত ভাবেন হুতাশ ॥
বাড়ীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে
অগ্রদ্বীপে গেলা কুতূহলে[১]।

১ পু৪, গ—গঙ্গাতীরে

অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে প্রণমিয়া গোপীনাথে
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে[১] ॥
মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি
শিবজটাজুটে অবতার ॥
বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে
ন পুন ভূপতি তব দূরে।
রাজ্য লোভে দূরে যাই তব তীরে রাজ্য পাই
এই মনস্কাম যেন পূরে ॥
স্তবে হয়ে তুষ্টমন গঙ্গা দিলা দরশন
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার ব্রতদাস অন্নদার
আমি ধন্যা তোমার পরশে ॥
মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত
জনেক হইবে রাজা তার ॥
দিয়া এই বর দান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান
মজুন্দার হৈলা গঙ্গা পার।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার ॥

---

১ পু৪,—গঙ্গানীরে

দেশ বিদেশ বর্ণন

চল চল যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয় বটতলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে ॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্যসুখ
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে ॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥
গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥
এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান ॥
রহে চম্পা নগর ডাহিনে কত দূর।
চাঁদ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥

জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস।[১]
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈল বাস ॥
আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া।
বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ॥
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণগড়।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ॥
রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম।
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম ॥
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর।
বালিহন্তা পাছু করি চলিলা সত্বর ॥
এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে।
দেখিলেন জগন্নাথ মহাকুতূহলে ॥
দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥
কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া।
বিমললোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে ॥
বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥

১ পু৪, গ—জালু মালু ছিল···

জগন্নাথপুরীর বিবরণ

জয় জয় জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
জয় লক্ষ্মি জয় সুদর্শন।
সুধন্য অক্ষয় বট সুধন্য সিন্ধুর তট
ধন্য নীলাচল তপোধন ॥
পূর্ব্বে ছিলা অযোধ্যায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ স্বপনে পাইলা ভেদ
নীলমাধবের এই স্থান ॥
পুরোহিতে পাঠাইল দেখি গিয়া সে কহিল
নীলমাধবের বিবরণ।
মূর্ত্তিমান ভগবান দেখিলাম অন্ন খান
সেবা করে ব্যাধ এক জন ॥
করি তার কন্যা বিয়া তাহারি সংহতি গিয়া
দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ।
রোহিণীকুণ্ডের কথা কি কব দেখিনু তথা
কাক মরি হৈল নারায়ণ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি বড় ভাগ্য মনে গুণি
রাজ্য সুদ্ধ এখানে আইল।
দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণীজল তরি
বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥
দেখে সেই পুরী নাই বালিপূর্ণ সর্ব্ব ঠাঁই
শত অশ্বমেধ আরম্ভিল।
স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের সে পুরী না পাবে টের
আর পুরী গড়িতে হইল ॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল স্বর্ণময়[1] পুরী কৈল
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই।
রূপাতামাময় আর পুরী কৈল দুই বার
শেষে পুরী পাথরের এই ॥
গোদানে গরুর খুরে মাটি উড়ে যায় দূরে
তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ।
শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডেয় স্নান কৈলে যম জেয়
পুনর্জ্জন্ম না হয় আপদ ॥
হরি বৃক্ষরূপে আসি সমুদ্রের জলে ভাসি
চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা।
জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন নাম
চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা ॥
দারুব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত বিষ্ণুপঞ্জরেতে কৃত
ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন।
লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা জগন্নাথ খান তাহা
ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন ॥
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় বুলায় হাত
আচার বিচার নাহি তায়।
পঞ্চক্রোশ পুরী এই প্রদক্ষিণ করে যেই
শমন সহিত নাহি দায় ॥
শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত দূর দেশে সমানীত
কুক্কুরের বদনগলিত।
এই অন্ন সুধাময় ভুক্তিমাত্র মুক্তি[2] হয়
উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত ॥

---

১ পু৪, গ—সোনাময়   ২ পু৪, গ—মোক্ষ

শুনি মানসিংহ রায় পুলকে পূরিতকায়
প্রণাম করিল নীলাচলে।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
জগন্নাথচরণকমলে ॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি

চল চল রে ভাই চল চল।
অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল ॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত।
কত দূরে এড়াইয়া চড়য়া পর্ব্বত ॥
স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল।
কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল ॥
কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।
এড়াইলা কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ ॥
মারহট্ট বরগীর দেশ এড়াইয়া।
কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া ॥
গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি।
কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী ॥
কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।
নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন ॥
প্রতাপআদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে ॥

কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত ॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপআদিত্যে ভেট দিলা।
কত কব যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা ॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপআদিত্যে ভাসাইলা যমুনায় ॥
মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে ॥
মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥
রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন।
মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন ॥

পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্তকথন

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলা বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ কহ তার বিবরণ
না জানি পাইলা কত ক্লেশ ॥

মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কিরামত॥
হুকুম শাহন শাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাতুরী সাহেবের নাম॥
পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিলা তুষি
কহ রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়
ইনাম সে যাহে রহে নাম॥
গিয়াছিনু বাঙ্গালায় ঠেকেছিনু বড় দায়
সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষ যাহা রৈল
উপবাসী সহ দলবলে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নাম খুব হুশিয়ার
বাঙ্গালি বামণ এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল
ফতে হৈল ইহারি কারণ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া
যোগাইল সকলে আহার॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।

স্বদেশে রাজাই পায় দোয়া দিয়া ঘরে যায়
ফরমান ফরমাহ তায় ॥
দেখা কৈল হুজরতে বজা আনে খেদমতে
গোলামের এ বড়ই নাম।
শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হৈল পাতশার
ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তারে সুঝে বুঝে যেবা ॥
নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন
মিথ্যা যত দেবী দেবা।
নীরূপ যে ভাবে স্বরূপপ্রভাবে[১]
বুঝি কিছু বুঝে[২] সে বা ॥
ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা।
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা ॥

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥

---

১ পু৪, গ—স্বরূপে যে ভাবে সে রূপ প্রভাবে
২ পু৪ গ,—সুঝে

লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া॥
সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥
সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥
গোসাঁই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নূর দিলা দাড়ি গোঁফ দিয়া॥
হেন দাড়ি বামণ মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ি গোঁফ সাঁই দিল তারে॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোসাঁই॥
হালাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥
ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পুজে নানামত ভূত॥

আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই॥
বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া॥
যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া।
কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দূর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে।
দাড়ি রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায়॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥
প্রতাপআদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥

কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায়॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর

এ কথা কব কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে॥
যেই নিরাকার সেই সে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তরে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে॥

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥

হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ির যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন॥[১]
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুনাগার।
সুন্নতের গুনা তবে কত গুণ তার॥
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া[২] যে ভাবে নিরাকার।
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে॥
খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥

---

১ পুঃ, গ—টিকি মুড়্যা নেড়া থাকা··· ২ পুঃ, গ—দেখিয়া

সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কানে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।
তবে জানি সেই ক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায়॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গোসাঁই।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাঁহা ছাড়া নাই॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এ ত বড় দায়॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥

মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁগীর দিল্লীর ঈশ্বর ॥
নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে।
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায় ॥

দাস্থ বাস্থর খেদ

পাতশার আজ্ঞা পায় নাজির সত্বরে ধায়
মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবসিখানা অন্ন জল কৈল মানা
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল ॥
কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায় তারা
দাস্থ বাস্থ কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি
ঠাকুরের কি হইল দায় ॥
দাস্থ বলে বাস্থ ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকুরি[১] পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে ॥
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আমু বামণের সাথে।

---

১ পুঃ—ঠাকুর

নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটি খেয়ে
তারি ফল পানু হাতে হাতে ॥
দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তারে বড়[১] কেবা আছে দুখী ॥
কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিলা দাসু
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁদে ॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥
হেদে বামণের ছেলে আগু পাছু নাহি চেলে[২]
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেয়ানে আসিতে ॥
মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে রাজা হৈতে এল ধেয়ে
এখন সে মানসিংহ কই।
গাঁজাখোর রজপুত আফিঙ্গেতে মজবুত
ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥
মোগলে রহিল ঘেরি সদা করে তেরি মেরি
রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই।

১ পুঃ, গ—বাড়া ২ পুঃ, গ—ভাল্যা

খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাঁই
ছাতি ফাটে জল দে রে খাই ॥
উজ্‌বক জলবাশে ঘেরিয়াছে চারি পাশে
রোহেলা জল্লাদ আদি যত।
কামড়ায়ে খেতে যায় জাতি লৈতে কেহ চায়
কত জনে কহে কতমত ॥
অরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কঁহা ভূত
নহি তুঝে করুঙ্গা দো টুক।
ন হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াঁও লেকে
জাতি লেঁউ খেলায়কে থুক ॥
ধরিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা ধ্যানের বলে তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥
স্তুতি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার
চৌদিকে যবনে ধুম করে।
সিংহ যেন বসি থাকে চারি দিকে শিবা ডাকে
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥
ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন ॥

মজুন্দারের অন্নদা স্তব

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে ।
পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্মসম্মদে ॥
করস্থরত্নদর্ব্বিকাসুপানপাত্রশর্ম্মদে ।
পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভুনর্ত্তনে কটাক্ষদে ॥
সুধান্বিতপ্রভাতভানুভানুদন্তকচ্ছদে ।
স্মিতপ্রকাশিতক্ষণপ্রভাংশুমুক্তিকারদে ॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে ।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পদে ॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান

স্তুতি কৈলা মজুন্দার স্মৃতি হৈল অন্নদার
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা ।
জয়া বিজয়ারে লয়ে আকাশভারতী কয়ে
মজুন্দারে অভয় করিলা ॥
ভয় কি রে অরে ভবানন্দ ।
মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ ॥
পাপী পাতশার পুত আমারে কহিল ভূত
ভাল মতে ভূত দেখাইব ।
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধুমধাম
ভূত দিয়া সব লুঠাইব ॥

যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলি মিলি মিছা জপে ইলি মিলি
মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর॥
এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদছায়া
রক্ষাহেতু জয়ারে রাখিলা।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে শহরে চলিলা॥
জয়া নিজগণ লয়ে রহিল রক্ষক হয়ে
আনন্দে রহিলা মজুন্দার।
মোগলে ছুঁইতে যায় ভূতে ঢেকা মারে তায়
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার॥
যবনের ধুম ধাম ভূত হাঁকে হুম হাম
মহামারী পড়িল মশানে।
কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে॥

অন্নপূর্ণাসৈন্যবর্ণন

ধুধু ধম ধম ঝমক ঝমক ঝম
ঘন ঘন নৌবত বাজে।

ঝাঁগড় ঝাঁগড় গড় গড় গড় গড়
দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে ॥
হান হান হাঁকা শত শত বাঁকা
বাঁক কটার বিরাজে ।
কত কত হাজী কত কত কাজী
ধাইল ছাড়ি নমাজে ॥
বড় বড় দাড়ি চামর ঝাড়ি
গোঁফ উঠে শিরতাজে ।
গোলা ধম ধম গোলী ঝম ঝম
গম গম তোপ আবাজে ॥
ঝন্ ঝন্ ঝননন ঠন্ ঠন্ ঠননন
বরিখত বরকন্দাজে ।
পদ নখ হননে বধিছে যবনে
খগগণ যেমন বাজে ॥
মারিয়া লাথী বধিছে হাথী
ঘোড়া অনলে ভাজে ।
শোণিত পানা সহিতে দানা
চর্ব্বই যেমন লাজে ॥
ভৈরব লম্ফে ধরণী কম্পে
বাসুকি নতশির লাজে ।
ভারত কাতর কহিছে মুরহর
রিপুবধ কর অব্যাজে ॥

দিল্লীতে উৎপাত

ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী
গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস
সমরে দিলেক হানা॥
লপটে ঝপটে দপটে রপটে
ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্ফে
দিল্লী কাঁপে থর থর॥
টাকরে চাপড়ে আঁচড়ে কামড়ে
মরিছে[1] যবন সেনা।
রক্তের পাঁতারে ভৈরব সাঁতারে
গগনে উঠিছে ফেনা॥
তা থই তা থই হো হো হই হই
ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট অট হাসে কট মট ভাষে
মত্ত পিশাচী পিশাচে॥
তুরঙ্গ ধরিয়া গণ্ডুষ করিয়া
মাতঙ্গ পূরিয়া গালে।
সিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া
খেলিছে তাল বেতালে॥
রথরথি সঙ্গে মুখে পূরি রঙ্গে
দশনে করিছে গুঁড়া।

---

১ পু৪, গ—মারিছে

হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া
খেলিছে আবীর উড়া ॥
নরশিরমালা সমরবিশালা
শোণিততটিনী তীরে।
রণজয় তালী ঘন দিয়া কালী
শৃগালীবেষ্টিত ফিরে ॥
এইরূপে দানা গণ দিল হানা
যবনে হইল দায়।
ললিত বিধানে রচিয়া মশানে
রায় গুণাকর গায় ॥

এ কি ভূতাগত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে ॥
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম্মলেশে রে।
দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধুবেশে রে ॥
যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
তুল্যমূল্য গজমেষে রে।
ভারতের মন দেখি উচাটন
না দেখিয়া হৃষীকেশে রে ॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল[১] মহামার।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার ॥

---

১ পুঃ—হইল

ঘরে ঘরে শহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয়[১] পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল ॥
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে ॥
শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥
অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত ॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা ॥
আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে।
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে ॥
ধুলা ছাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা।
মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা ॥
এইরূপে ভূতাগত হইল শহরে।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শূন্য পথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা।
শহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা ॥

---

১ পুঃ—প্রমাদ

পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই।
হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই॥
ধান চালু মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মস্থুরাদি বরবটী বাটুলা মটর॥
দেধান মাড়ুয়া[১] কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য।
ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য॥
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়।
সবে বলে আচম্বিতে এ কি হৈল দায়॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায়॥
উপোসে উপোসে লোক হৈল মৃতপ্রায়।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায়॥
বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি।
খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি॥
নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়।
হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥
এইরূপে সপ্তাহ শহরে অন্ন নাই।
ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই॥
পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির।
শহরের উপদ্রব করিল জাহির॥
পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই॥

---

১ পুঃ, গ—আড়ুয়া

মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে।
ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে॥
আন্ধারে কি কব রোজ রৌশনে আন্ধার।
হুপ হাপ তুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার॥
দেখিতে না পাই কেবা করে ধুমধাম।
সবো রোজ হাঁকে হুম হাম খুম খাম॥
যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে॥
খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।
লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥
ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিশের খবিশ যমের যমদূত॥

পাতশার নিকট উজিরের নিবেদন

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানি।
তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি॥

পানপাত্র হাতা হাতে রতন মুকুট মাথে
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি।
ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥

কাজি কহে জাহাঁপনা কত কব আর।
কোরাণ টানিয়া কালী ফেলিল আমার ॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত ॥
উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত ॥
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই ॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে ॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়।
মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয় ॥
উজিরের বাক্যে জাহাঁগীর জ্ঞান পায়।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায় ॥
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ ॥
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত।
অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত ॥
ভাল হেতু করেছিনু হজুরে আরজ।
নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ॥

ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
শহরে কহর এত আপনি করিলা॥
এখনো সে বামণের কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥
মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে॥
যোড়হাতে কহে নাজিরের লোক জন।
বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন॥
মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত।
হাতী ঘোড়া উট আদি মরিল বহুত॥
মারা গেল কত শত আমীর উমরা।
কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা॥
যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল।
এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল॥
শুনি জাহাঁগীর বড় দিলগীর হয়ে।
মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে॥
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া।
দয়া হৈল জাহাঁগীরে কাতর দেখিয়া॥
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল।
বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল॥
শহরের উপদ্রব বারণ করিয়া।
দেখা দিলা জাহাঁগীরে মায়া প্রকাশিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর॥

অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে গো মা॥

রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর উমরা হৈলা যত অবতার॥
বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি।
গোলন্দাজ নব গ্রহ নক্ষত্র সাতাশি॥
বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনশী মহেশ।
সেনাপতি শাহজাদা কাত্তিক গণেশ॥
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।
নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহূতী॥
আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন।
শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন॥
সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ।
চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস॥
মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সমুখে।
দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥
জাহাঁগীর যেমন এমন কত আর।
চারি দিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥
কোনখানে মধুকৈটভের মহারণ।
কোনখানে মহিষাসুরের নিপাতন॥

কোনখানে সুগ্রীব দূতের রায়বার।
কোনখানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার ॥
কোনখানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি।
কোনখানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপাটী ॥
কোনখানে শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশন।
কোনখানে সুরথ সমাধি দরশন ॥
কোনখানে রাম রাবণের মহারণ।
কোনখানে কংস বধ আদি বিবরণ ॥
কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ।
পুঁড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর।
আশে পাশে অদভুত ভূতের বাজার ॥
যোগিনী জোগান দেয় পসারী ডাকিনী।
কাঙ্গালী হইয়া মাগে শাঁখিনী পেতিনী ॥
রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেণে।
শহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে ॥
কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে।
ভৈরব হৈহৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে ॥
সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর।
প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাঁকে ঘোর ॥
নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন।
বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ ॥
খবিশগণেরে ধরি আনে যত চণ্ড।
যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড ॥
শূন্যেতে হইল এক মায়াজলনিধি।
হর নৌকা হরি মাঝি পার হন বিধি ॥

তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ॥
ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী ॥
একদল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল।
অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল ॥
এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কর্ণ পায়।
উর্দ্ধপদে হেটপিঠে[১] হাতী নাচে তায় ॥
তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে।
মোমের পুতলি তাহে সুরতি খেলিছে ॥
উর্দ্ধপদে হেটমাথে তাহে নাচে নারী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারী ॥
সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া।
অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া ॥
মৃদু হাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া।
গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া ॥
হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড।
একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥
তার পাশে আর এক কমলে কামিনী।
গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী ॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর।
ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর ॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী।
নর সঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী ॥

---

১ পুঃ, গ—হেটমাথে

আর দিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী।
অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী ॥
এক বারে এক জন পাতশারে চায়।
সবে দেখে সর্ব্বসুদ্ধ ধরি যেন খায় ॥
একবার বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি।
আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি ॥
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন ॥
প্রেমে ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায়।
মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায় ॥
ভক্ত হৈলা জাহাঁগীর অন্তরে জানিয়া।
যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া ॥
জ্ঞান পেয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পাইল হেন।
মজুন্দারে স্তুতি করে দাসু বাসু যেন ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দে পাতশার বিনয়

জাহাঁগীর কহে শুন বামণ ঠাকুর।
না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর ॥
দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া ॥
অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি ॥

তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥
তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে।
রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশ পরশে লোহা সোনা করিবারে॥
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও।
জাহাঁপনা সামান্য মানুষ তুমি নও॥
তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি॥
যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী।
এ রূপ না দেখি আমি এত দিন সেবি॥
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়।
এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয়॥
পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর।
দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর॥
সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥
অন্তরযামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া।
পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া॥
দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময়।
সাক্ষাত দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয়॥
জাহাঁগীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥

জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥
সেইখানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন।
উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন॥
দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম।
অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম॥
পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান।
সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান॥
কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী।
হুলাহুলি দেই যত যবনের নারী॥
এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর।
নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার॥
অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও।
পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও॥
কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত।
সর্ব্বসুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত॥
মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী।
মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি।
সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥
সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া।
প্রেত ভূতগণ সবে লইল লুঠিয়া॥
পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে করে প্রতি ঘরে॥
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে।
কৈলাসশিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥

মহানন্দ জাহাঁগীর গুনাগীর হয়ে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে॥
পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে।
মানসিংহ বিদায় হইলা নিজঘরে॥
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ি নাগারা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়।
বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
দাস্থ বাস্থ আদি যত পলাইয়াছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল॥
দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেরে চলিলা।
ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥
করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে।
দাস্থ বাস্থ নিবেদন করে ধীরে ধীরে॥
ইঁহার মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা।
কার অধিষ্ঠানে এত ইঁহার মহিমা॥
জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা।
চক্ষু কান আছে মোরা তবু কানা কালা॥
শুন অরে দাস্থ বাস্থ কন মজুন্দার।
গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইঁহার॥
ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ী।
এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই॥

গঙ্গা বর্ণন

দাসু বাসু কর অবধান।
যেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন
এই গঙ্গা সেই ভগবান্॥
মহাদেব এক কালে পঞ্চ মুখে পঞ্চ তালে
গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে॥
তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
নারায়ণ বামন হইলা।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা॥
বিধি সেই পদতলে পাদ্য দিলা সেই জলে
শিব দিলা জটাজুটে ধাম।
বিমল চপলভঙ্গা সেই জল এই গঙ্গা
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম॥
ত্রিলোকে ত্রিলোকতারা তিনি হৈলা তিন ধারা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিশ্রাম।
স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকনন্দা
পাতালেতে ভোগবতী নাম॥
ইনি সে অলকনন্দা নরলোকে মহানন্দা
ইঁহারে আনিল ভগীরথ।
সগরসন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত
এই গঙ্গা দিলা মুক্তিপথ॥

শিবজটামুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে মিলাইয়া দুই ধারে
মধ্যভাগে আপনি রহিলা॥
ভগীরথে লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি রঙ্গে
যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে।
জহ্নু মুনি পিয়াছিল কানে উগারিয়া দিল
জাহ্নবী হইলা জহ্নুঘাটে॥
রাজা ভগীরথ রায় আগে আগে নাচি যায়
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
মোর দেশে দিলা দরশন॥
গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী।
পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা দক্ষিণপ্রয়াগ কৈলা
ত্রিবেণীতে ত্রিলোকতারিণী॥
শতমুখী রূপ ধরি সাগর সঙ্গম করি
মুক্ত কৈলা সগরসন্তানে।
বেদ যার বিজ্ঞ নহে কে তার মহিমা কহে
ভারত কি কবে কিবা জানে॥

অযোধ্যা বর্ণন

জানকীজীবন রাম। নব দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
ভবপারাবারে পার করিবারে
তরণি রামের নাম।

চারু জটাজুট রচিত মুকুট
তাহে বনফুল দাম ॥
হাতে শরাসন দক্ষিণে লক্ষ্মণ
ধ্যানে সুখমোক্ষধাম।
হনূমান সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে
ভারত করে প্রণাম ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর।
এথা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর ॥
দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা।
কৃপা করি মো সবার পূরাহ কামনা ॥
কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়।
যে হোক সে হোক তথা যাওন নিশ্চয় ॥
দেখে যেই জন রামজনমভবন।
ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন ॥
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি।
উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী ॥
অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার।
যে যে খানে রামচন্দ্র করিলা বিহার ॥
অযোধ্যানিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত ॥
নানা ধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে ॥

মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে।
করিলেন স্নান দান সরযূর জলে॥
দিন কত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া।
অযোধ্যানিবাসী লোক সংহতি লইয়া॥
সকল অযোধ্যা পুরী করি দরশন।
শুনিলেন বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ॥
দাস্থ বাস্থ বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে।
ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়।
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

রামায়ণ কথন

দাস্থ বাস্থ শুন মন দিয়া।
বাল্মীকিপুরাণ মত রামের চরিত যত
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া॥
এই দেশে মহারথ ছিলা রাজা দশরথ
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৌশল্যা প্রথম নারী কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥
হরি চারি অংশ লয়ে চরু ভাগে ভাগ হয়ে
তিন গর্ভে হৈলা চারি জন।
কৌশল্যা প্রসবে রাম কেকয়ী ভরত নাম
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥

লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া
জনকের সুতা সীতা হৈলা।
সীতাপতি রামে জানি জনক পরম জ্ঞানী
হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে
রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।
শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে
মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে॥
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম গিয়া জনকের ধাম
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।
অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে পরশুরামের সঙ্গে
পথে রণে রাম জয়ী হৈলা॥
ঘরে এলা সীতা রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম
দশরথ রাজ্য দিতে চায়।
কেকয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়॥
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা।
শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিলা আসি
রাবণভগিনী শূর্পণখা॥
রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লঙ্ঘিতে যায়
লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার।
সেই হেতু রামশরে খর দূষণাদি মরে
শূর্পণখা করে হাহাকার॥
শুনি শূর্পণখা মুখে রাবণ মনের দুখে
বনে গেল মারীচে লইয়া।

মায়ামৃগ রূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ॥
রামবাণে হত হয়ে হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে
মায়ামৃগ মারীচ মরিল ।
লক্ষ্মণ সীতার বোলে তথা গেলা উতরোলে
সীতা হরি রাবণ লইল ॥
রাম মায়ামৃগ নাশি লক্ষ্মণ সহিত আসি
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা ।
সীতার উদ্দেশে যান পথে মিলে হনূমান
সুগ্রীব বানর হৈল মিতা ॥
সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা সপ্ত তাল ভেদ কৈলা
মহাবলী বালিরে বধিলা ।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনূমানে পাঠাইয়া
জানকীর সংবাদ জানিলা ॥
কপিগণে পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা ।
সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ॥
অনেক সমর হৈল কুম্ভকর্ণ আদি মৈল
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল ।
রাবণ রুষিয়া মনে যুঝে শ্রীরামের সনে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিল ॥
রাম কন হনূমানে সে গন্ধমাদন আনে
তাহে ছিল বিশল্যকরণি ।
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ
দেবগণ করে জয়ধ্বনি ॥

রাবণ আইল রণে রঘুনাথ ক্রোধ মনে
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।
বিভীষণে দিলা লঙ্কা ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা॥
রাক্ষস বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।
সীতা হৈলা গর্ভবতী লোকবাদে রঘুপতি
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া॥
সীতা তপোবনে রৈলা কুশ লব পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া কুশ লব বিবরিয়া
রামে রামায়ণ শুনাইলা॥
কুশ লব পরিচয়ে সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা দিবারে পুন চান।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান ধরা কৈলা অধিষ্ঠান
সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ॥
মুগ্ধ রাম সীতাশোকে হেন কালে সুরলোকে
যুক্তি করি কাল গেলা তথা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠধাম
ভারতের অসাধ্য সে কথা॥

ভবানন্দের কাশী গমন

জয়তি জননী অন্নদা। গিরিশনয়ননর্ম্মদা॥
অখিল ভুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা।
কর বিলসিত রত্ন দর্ব্বী পানপাত্র সারদা॥

তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা।
ভব নিপতিত ভারতস্য ভব জলনিধি পারদা॥

অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ।
ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে।
শুভ ক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে॥
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান।
দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান॥
এক মাস কাশীমাঝে করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥
অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মনিরমিত অতুল মহিমা॥
শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে।
করিলা তাহার পূজা সাবধান হয়ে॥
ষোড়শোপচার উপহার কত আর।
পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার॥
(ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥
অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি।
তোমার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥)
তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্যা হৈল ধরা।
বিলম্ব না কর ঘরে[১] চল করি ত্বরা॥

---

১ গ—পথে

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী।
তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভাল বাসি॥
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার।
তিন জন সদা তিন লোচন আমার॥
সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।
করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে॥
সেখানে তোমারে দেখা দিব আর বার।
সেই কালে কব কথা যত আছে আর॥
এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুন হৈল জ্ঞান॥
বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সমুখে।
দেশেরে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি

ভাই চল চল রে ভাই চল চল।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল॥

কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
বনপথে চলিলেন পঞ্চকুট দিয়া।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাত করিয়া॥

বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন।
বক্রেশ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন॥
বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের মুখ মহা হরষিত॥
অজয় হইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন॥
কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিলা বিস্তর স্তব করি যোড়হাত॥
সেইখানে নানা রসে ভোজন করিলা।
বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা॥
ত্বরা করি আসি বাসু দিল সমাচার।
ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার॥
রাজাই পাইলা ঘড়ি নাগারা নিশান।
কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান॥
শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী।
মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী॥
শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি॥
সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া।
সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া॥
তুই ঠাকুরাণীরে সংবাদ দেহ গিয়া।
রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া॥
দু জনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে।
আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গা চোঙ্গা হয়ে॥

শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি॥
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু।
দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু॥
নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে।
চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে॥
নাগারা নিশান ঘড়ি সংযোগ করিয়া।
কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া॥
পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।
মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিলা॥
লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল॥
ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল।
ডঙ্কা দিয়া বাগুয়ানে হইলা দাখিল॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি

আনন্দ বড় রে।
সব ধামে সব গ্রামে সব যামে॥
জয় শব্দ পড় রে।
শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুল দামে॥
সব লোক জড় রে।
শুভকামে অভিরামে অবিরামে॥

ভারত দড় রে।
পরিণামে হরিনামে পরণামে

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥
রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে।
বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে॥
পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে॥
এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লাগিলা॥
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা॥
দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতিযোড় পরিবার॥
সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান।
সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান॥
ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি।
ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী॥

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
তুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য

বড় ঠাকুরাণি গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো॥
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥
মাধী লয়ে ছোট করে কানাকানি গো।
তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো॥
মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো॥
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো।
আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো॥
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানি গো॥
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো॥
হাততোলা মত পাবে অন্ন পানি গো।
বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো॥
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো॥
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥

আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥
টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥
দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো॥
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু সতীনে হানাহানি গো॥

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য

সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মন করে ধড়ফড় বেশ কৈলা দড়বড়
পতি ভুলাইতে মন দিলা॥
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দূর পড়িলা॥
পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পান গুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান।
গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
ভাবিয়া উপায় নাহি পান॥
ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেন মধুর বোলে
কান্দ না রে অই তোর বাপা।

তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কানকাটা হাপা ॥
সাধীরে বালক দিয়া দেহুড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন রেতে।
প্রভু আসিবেন যেই ধয়ে লয়ে যাব তেই
না দিব সতার ঘরে যেতে ॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে মাধী রসে মগ্ন হয়ে
নানামতে বেশ করি দিল।
পতি ভুলাবার কলা জানে নানামত ছলা
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল ॥
সতিনী তোমার যেটা কোলে তার তিন বেটা
ঘর দ্বার সকলি তাহার।
শ্বশুর শাশুড়ী যারা তাহারি অধীন তারা
এই মাধী কেবল তোমার ॥
দরবারে জয় লয়ে প্রভু আইলা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুমি হবে দাসীর সমান ॥
একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে[১] কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই ॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখি ঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।

১ পু৪, গ, পী—আঁটয়ে

আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি ॥
এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
মাধী যেন মাতাল মহিষী।
চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥
নাপান ঝাঁপানে যায় ডানি বামে নাহি চায়
উত্তরিল যথা মজুন্দার।
দাঁড়াইয়া এক পাশে কথা কহে মৃদু হাসে
রায় গুণাকর কহে সার ॥

ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ

মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান।
হেন কালে মাধী এল গাল ভরা পান ॥
ছোট মার ঘরে আসি পান খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥
মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল।
বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল ॥
রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান।
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পান খাও বাপা ॥

আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায়॥
দেহুড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার।
সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার॥
জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল॥
এই ঘরে আসি বসি খাউন পান জল।
দেখিবারে ছেলে পিলে হয়েছে বিকল॥
শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায়॥
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে।
এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে॥
মাধী বলে আগে যান ছোট মার ঘরে।
তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে॥
সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে।
ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে॥
ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয়।
দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয়॥
আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট।
তুই কি করিবি তাহে উলট পালট॥
কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঁজী॥

মাধী বলে আ লো সাধী চুপ করি[1] থাক।
আমি জানি বিস্তর অমন এঁড়ে ডাক॥
সাধী সঙ্গে করিয়া কথার হুটাহুটি।
ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাছুটি॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দু সতীনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা

কি কর চল তাড়াতাড়ি। গো ছোট মা।
তোমার নাম কয়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
বড় মা করে কাড়াকাড়ি॥
সে যদি আগে লৈল সেই ত রাণী হৈল
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।
সে পতি লয়ে রবে তুমি পাইবে কবে
ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি॥
ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।
রান্ধিয়া দিবে ভাত ফেলাবে আঁটু পাত
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি॥
সাধী হারামজাদী এখনি হৈল বাদী
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।
সাধী যে কথা কৈল মোরে সে শেল রৈল
দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি॥

---

১ পুঃ৪, গ, পী—দিয়া

করিনু যত তন্ত্র পড়িনু যত মন্ত্র
কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।
ঠাকুরে ভুলাইব তোমারে আনি দিব
আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি॥
দু সতীনের ঘর পতিরে ঘুচে ডর
কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি।
দুজনে দ্বন্দ্ব করে দাসী আনন্দে চরে
ভারত কহে আড়া আড়ি॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার।
রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥
রাধা পীত ধড়া ধরে চন্দ্রাবলী ধরে করে
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার।
কেহ বা মোড়য়ে অঙ্গ কেহ করে ভুরুভঙ্গ
হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥
সকলে সমান ভাব সকলে সমান হাব
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার।
সব গোপী এক সাথে লুঠিলেক গোপীনাথে
ভারত দোহাই দেয় মদনরাজার॥

মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা।
দেহুড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা॥

গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার।
আঁখিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার॥
পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥
বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উহাঁরি মন্দিরে আগে যান॥
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা।
দুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥
দু সতীনে কন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।
সাধী মাধী দু জনে কহিলা মজুন্দার॥
দু জনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাবে রব গিয়া দু জনার ঘরে॥
দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥
এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল।
দু জনার ঘরে গিয়া দু জনা রহিল॥
পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি॥
বড় দিদি বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥
চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥

তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে ॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি ॥
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি ॥
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া ॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥
চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবিষ্কার।
ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার ॥
চন্দ্রমুখি তব মুখচন্দ্রের উদয়।
পদ্মমুখীমুখপদ্ম প্রকাশ কি হয় ॥
ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অম্বরে।
শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে ॥
চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন।
এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন ॥
মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়।
চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয় ॥
হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাঁপিলা অম্বর।
পদ্মমুখীমুখপদ্মে হৈলা মধুকর ॥
ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার ॥

ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ

সোহাগে হইয়া সুখী ঘরে গেলা পদ্মমুখী
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা।
কোলে লয়ে বড় নারী করি তার মনোহারি
ক্ষণেক করিলা কামখেলা॥
ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে দুহে ছিলা দুঃখ সয়ে
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিতা এই রাগে
দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা॥
কারো ঘরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া
বিপ্রলব্ধা হইলা দু জনে।
এখন ইহারে লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে
পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা ইনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা তিনি
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।
তারে গিয়া হৃদে ধরি স্বাধীনভর্ত্তৃকা করি
নহে হব কামিনীঘাতক॥
রাত্রিশেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী॥

তার কাছে গালি খেয়ে এখানে আসিব ধেয়ে
ইনি পুন হবেন খণ্ডিতা।
সেইখানে যাহ কয়ে খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে
একে তুই কলহান্তরিতা॥
রাত্রি যাবে এইরূপে ডুবে রব কামকূপে
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার।
এখনো যদ্যপি যাই তবে দুই কূল পাই
সম হয় দুহার বিহার॥
দুই প্রহরের ঘড়ি গজরের তড়বড়ি
মজুন্দার বাহির হইলা।
ওথা ঘরে পদ্মমুখী ভাবেন অন্তরে দুখী
বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা॥
সোহাগেতে ভুলাইয়া মোরে ঘরে পাঠাইয়া
আনন্দে রহিলা বড় লয়ে।
গেল রাত্রি দুই পর এখনো না এলা ঘর
এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে॥
ফুলবাণ বাণফলে অঙ্গ দেই ধরাতলে
ঘর বারি করে কত বার।
এই অবসর পেয়ে মন পলাইল ধেয়ে
শরের বুঝিয়া খর ধার॥
হেন কালে মজুন্দার বেগে ঘরে এলা তার
মন আইল বেগ শিখিবারে।
মদন প্রহরী ছিল খর শর ছাড়ি দিল
দু জনে বিন্ধিল এক ধারে॥
কথায় না সহে ভর দুহে কামে জর জর
কামক্রীড়া করিলা বিস্তর।

ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর
বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর ॥

মজুন্দারের রাজ্য

ধূধূ ধূধূ নৌবত বাজে রে।
বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে ॥
ভোঁভোঁ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁধাঁ ধামসা গাজে
ঝাঁঝাঁঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে।
ঘড়ি বাজে ঠন ঠন ঘণ্টা বাজে রন রন
গন গন গজঘণ্টা গাজে রে ॥
ভাঁড়াই করিছে ভাঁড় চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়
সিপাই সমুখে পুর সাজে রে।
ভবানী সহায় হাঁকে নকীব সেলাম ডাকে
দেওয়ান বসিল রাজকাজে রে ॥
নব গুণে নব রসে ভুবন ভরিল যশে
চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ রাঙ্গাপদ[১] ছায়া
ভারতের কৃষ্ণচন্দ্ররাজে রে ॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার।
স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার ॥

---

১ পু৪, গ, পী—মোরে পদ

ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ি।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ি॥
দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তুরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি॥
সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা॥
ফরমানমত সব সনদ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার॥
এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥
হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া॥
পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

অন্নদার প্রয়োজাত

চল চল সব ব্রজকুমারি।
তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি॥

রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলীযন্ত্রে
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে
যাইতে হইল রহিতে নারি।
ত্বরাপর সবে করহ সাজ
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ
সাজিয়া আইল মদনরাজ
তিলেক রহিতে আর না পারি॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জরশুয়া
কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া
কেহ লহ পাখা জলের ঝারি।
সে মোর নাগর চিকণকালা
তারে সাজে ভাল বকুলমালা
আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥

অন্নপূর্ণাপূজা আরম্ভিলা মজুন্দার।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥
ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥
সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা॥

রোহিণী রেবতী রমা রম্ভাবতী রুমা।
অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী উষা উমা॥
সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী॥
তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী।
কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী॥
কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী
রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারী॥
হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী।
পরশী পরমী পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী॥
ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী।
রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী॥
শারদা সুশীলা শামী সুমতি সর্ব্বাণী।
বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী॥
ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী।
ক্ষেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী॥
সোনা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী।
মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী॥
গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী।
নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী॥
বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী।
সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী॥
সোহাগী সম্পতি শান্তি সয়া সুরধুনী।
কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী॥
দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী।
ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টিবী॥

নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী।
জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতী জাহ্নু জানি॥
কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী।
অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী॥
আনন্দী আমোদী অম্বী আতুলী আদরী।
সাতী ষাঠী সুধামুখী সর্ব্বশী সুন্দরী॥
চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী।
শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী॥
শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী।
মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী।
মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী॥
কারো কোলে ছেলে কারো ছেলে চলে যায়।
কারো ছেলে কান্দে কারো ছেলে মারি খায়॥
বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী।
ঘন বাজে ঘুনু ঘুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী॥
কেহ ডাকে এস সই চল সেঙাতিনী।
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোবাবাড়ী॥
কারো বেণী কারো খোঁপা কারো এলো চুল।
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥

তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া॥
সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরণী।
কুতূহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি॥
নিজবাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত।
রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত॥

রন্ধন

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া॥
তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষদ হাসিয়া॥
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্ন সুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥
স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি খণ্ট ভাজা নানামত শাক॥

ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনাখড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার[১] করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত॥

---

১ পী—বাটার

বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥
অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া ॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা ॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার ॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।
চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী ॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি ॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা বাজরার চালু দিলা ॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার ॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আস্থু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে ॥
দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা ॥

কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার॥
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার[১] লুচি॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল॥
মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনিমন হরে॥
সুধা দুধকলম খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা[২] কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়॥

---

১ বি—দুধরাজ ২ পু৪, গ, পী—চন্দ্র

অন্নদাপূজা

অশেষ উপচার আনিয়া মজুন্দার
পূজেন অন্নদাচরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
পূজয়ে বিধান যেমন ॥
ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
কি কব তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বসন ভূষণ সন্দেশ ॥
বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নট যত
গায়ক নটী রামজনী।
যতেক রামাগণ পরমহৃষ্টমন
করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি ॥
পড়িয়া সূর্য্য সোম পূজান্তে অন্নহোম
ভোগের অন্ন আনি দিলা।
করিয়া দক্ষিণান্ত লইয়া দান্ত শান্ত
জাগিয়া নিশা পোহাইলা ॥
হইয়া যোড়পাণি পড়েন স্তুতিবাণী
পরম জ্ঞানী মজুন্দার।
কি কব ভাগ্য লেখা অন্নদা দিলা দেখা
ধরিয়া ধ্যানের আকার ॥
দেখিয়া অন্নদায় পলকে পূর্ণকায়
মোহিত হৈলা মজুন্দার।
অন্নদা কন কথা যে কেহ ছিল তথা
কেহ না দেখে শুনে আর ॥

কহেন দেবী সুখী　　কোথা লো চন্দ্রমুখী
　　এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসী　　শাপে ভূতলে আসি
　　ভুলিয়া নাহি চিন আমা॥
এই যে ভবানন্দ　　পাইয়া মহানন্দ
　　মনে না করে পূর্ব্বকথা।
আমার ইতিহাস　　করিল পরকাশ
　　এখন চল যাই তথা॥
অষ্টাহ গীত কথা　　কহেন দেবী তথা
　　শুনেন ভবানন্দ রায়।
অন্নদাপদতলে　　বিনয় করি বলে
　　ভারত অষ্টমঙ্গলায়॥

অষ্টমঙ্গলা

　　শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায়　　অমঙ্গল দূরে যায়
　　শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥
প্রথম মঙ্গল শুন　　সৃষ্টি করি তিন গুণ
　　বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু।
দক্ষের দুহিতা হয়ে　　পতিভাবে হরে লয়ে
　　দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥
　　শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে　　জনমিনু উমা নামে
　　মোর বিয়া হেতু কাম মৈল।

বিয়া হৈল হর সঙ্গে হরগৌরী হৈনু রঙ্গে
গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।
তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে কন্দল করিয়া রঙ্গে
ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইনু ।
পানপাত্র হাতে লয়ে অন্নপূর্ণারূপ হয়ে
অন্ন দিয়া শিবে নাচাইনু ॥
কাশীমাঝে ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ
বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত মন্দিরে ।
করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিলা মোর
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।
চতুর্থেতে বেদব্যাস নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস
ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার ।
শেষে অন্ন নাহি পায় আমি অন্ন দিনু তায়
কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার ॥
সেই ব্যাস তার পরে ব্যাসবারাণসী করে
মোর উপাসনা করে বসি ।
বুড়ীরূপে আমি গিয়া বাক্যছলে শাপ দিয়া
করিনু গর্দ্দভবারাণসী ॥
কুবেরের অনুচরে বসুন্ধরা বসুন্ধরে
শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু ।
হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ীরূপে আমি গিয়া
ঘুটে বেচা ছলে বর দিনু ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি ।

পঞ্চমে শাপের ছলে আনিনু ধরণীতলে
নলকূবরেরে এই গ্রামে।
ভবানন্দ তুমি সেই চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে॥
পরে হরিহোড়ে ছাড়ি আইনু তোমার বাড়ী
ঝাঁপি হাতে পার হয়ে নায়।
শুনি পাটুনীর মুখে তুমি নিজ ঘরে সুখে
ঝাঁপিরূপে পাইলা আমায়॥
আসিয়াছি তোর ঘরে শুন কহি তার পরে
প্রতাপআদিত্য ধরিবারে।
এল মানসিংহ রায় দেখা হেতু তুমি তায়
বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে॥
মানসিংহ শুনি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায়।
ইতিহাস ছলে সুখে শুনিনু তোমার মুখে
আদ্যরস সুন্দর বিদ্যায়॥
পূজি মোর কালী রূপ সুকবি সুন্দর ভূপ
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান।
হীরা নাম মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর
শুনিল বিদ্যার রূপ গান॥
গাঁথিয়া দিলেক মালা ভুলে বিদ্যা রাজবালা
দুহে দেখা রথের নিকটে।
মোর বরে সন্ধি[১] হৈল গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল
বাসর বঞ্চিল অকপটে॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।

১ পু৪, গ, পী—সিঁধ

ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি বিদ্যাপদ্মিনীর রবি
অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপটসন্ন্যাসী হৈল রাজার সাক্ষাৎ কৈল
নানামতে বিহার করিল॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি
কোটাল ধরিতে গেলা চোর।
নারীবেশে চোর ধরে রাজার সাক্ষাত করে
সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোর॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
সপ্তমেতে আমি গিয়া কালীরূপে দেখা দিয়া
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল মোর অনুগ্রহ হৈল
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে॥
এই ইতিহাস সুখে শুনিয়া তোমার মুখে
মানসিংহ এল তোর ঘরে।
সপ্তাহ বাদলে তারে নানামত উপহারে
তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে॥
ভেদ পেয়ে তোর মুখে মোর পূজা দিয়া সুখে
মানসিংহ যশোরে আইল।
প্রতাপআদিত্য ধরি লইল পিঞ্জরে ভরি
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল॥
তুমি মোর পূজা দিয়া কুতূহলে দিল্লী গিয়া
পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা।
তুমি পাতশার ডরে নত হয়ে ভক্তিভরে[১]
একমনে মোরে স্তুতি কৈলা॥

---

১ পু৪, গ, পী…পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে

আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ডাকিনী যোগিনী লয়ে
উপদ্রব করিনু শহরে।
পাতশা মানিয়া মোরে রাজাই দিলেক তোরে
মহাসুখে তুমি এলা ঘরে॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।
অষ্টমেতে তুমি সেই মোর পূজা কৈলা এই
আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু।
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥
অন্নদা অষ্টাহ গীত রচিবারে নিয়োজিত
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
বন্দিয়া গোবিন্দপায় রায় গুণাকর গায়
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায়॥

রাজার অন্নদার সহিত কথা

মোরে তরাহ তারিণী। অভয়া ভয়বারিণী[১]॥
অম্বিকা অন্নদা শঙ্করী শারদা
জয়ন্তী জয়কারিণী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা
ত্রিপুরা শূলধারিণী॥

---

১ পু৪, গ, পী—ভয়হারিণী

মহিষমর্দ্দিনী মহেশমোহিনী
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী।
ভৈরবী ভবানী সর্ব্বাণী রুদ্রাণী
ভারতচিত্তচারিণী ॥

এইরূপে পূর্ব্বকথা বিশেষ কহিয়া।
মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া ॥
মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন।
দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ ॥
মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানা ছান্দে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥
দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয় পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার ॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥
সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপি রবে রাজা হবে সেই ॥
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥

দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন॥
গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম॥
(রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী॥
এই ঝাঁপি হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥)
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে।
রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে॥
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায়॥
গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভার্য্যায়।
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায়॥

ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্মবলে।
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে॥
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেবমূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥
আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে।
কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে॥
শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥
স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥
সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥
ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায়সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী॥
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥

কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
ডীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠঅভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার।
জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥
যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা

ভবানন্দ মজুন্দার স্মুতে দিয়া রাজ্যভার
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্বকথা মনে করি বসিলেন ধ্যান ধরি
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥
সীতারাম মজুন্দার[১] করিছেন হাহাকার
প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ সবে শোকে অচেতন
ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল॥

---

১ পী—সমাদ্দার

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক রথে চলিলা অলকাপথে
যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া॥
অন্নপূর্ণা আগে আগে সখীগণ চারি ভাগে
পিছে নলকূবর চলিলা।
কুবের যক্ষের পতি শোকেতে পীড়িত অতি
পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা॥
পুত্র পুত্রবধূ লয়ে কুবের সানন্দ হয়ে
পূজা কৈলা অন্নদাচরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে
কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন॥
অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিতা অপর্ণা অপরাজিতা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা।
অবিকারা অনুপমা অরুন্ধতী অনুত্তমা
অনির্ব্বাচ্যা অরূপা অসমা॥
ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপাকরী
ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা।
ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত ক্ষুণ্ন কহিয়াছি ক্ষত
ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষম তা॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে॥

সমাপ্ত

রসমঞ্জরী

রসমঞ্জরী গ্রন্থারম্ভ

জয় জয় রাধা শ্যাম নিত্য নব রসধাম
নিরূপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্বসুলক্ষণধারী সর্ব্ব রস বশকারী
সর্ব্ব প্রতি প্রণয় কারক ॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে রাগ রাগিণীর তানে
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে সদা রাস রসরঙ্গে
ভারতের ভক্তিপ্রদায়ক ॥[১]
রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজ ঋষি গুণযুত রাজা রঘুরামসুত
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী ॥
তাঁর পরিজন নিজ ফুলের মুখটি দ্বিজ
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশ্রেষ্ঠ[২] রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ ॥

---

১ ভারতের ভকতিদায়ক। ২ ভূরিশিট

রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি গ্রন্থারম্ভে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত যদি দেখ দুষ্টমত
সারি দিবা এই নিবেদন॥

নায়িকা প্রকরণ

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়॥
আদ্য রস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার॥

নায়িকার স্বীয়াদি ভেদ

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিতবর্ণিতা॥

স্বীয়া নায়িকা

কেবল আপন নাথে অনুরাগ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার॥

নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু তুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
কদাচ অধর বিনা অন্য দিগে ধায় না॥

অমৃতের ধারা ভাষা পতির শ্রবণে আশা
প্রিয়সখী বিনা কভু অন্য কানে যায় না।
নতি রতি গতি মতি কেবল পতির প্রতি
ক্রোধ হইলে মৌন ভাব কেহ টের পায় না॥

মুগ্ধাদি ভেদ

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ॥

মুগ্ধা

মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ॥

দেখিনু নাগরী রূপের সাগরী
বয়স্‌সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে রাঁধাবাড়া খেলে
পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয়॥
হংস খঞ্জরীটে দেখি পদে দিটে
কবে হইল বিনিময়।
হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ
পণ্ডিতে হয় সংশয়॥

নবোঢ়া

এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয় বিশ্রব্ধ॥

স্বকীয়া নবোঢ়া

হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্য ছলে যত্নে কলে বলে
বাহিরে যাইতে চায়॥
নবোঢ়াকে বশ করণ কর্কশ
সে রস কহিব কায়।
যেই পারা করে স্থির করে ধরে
সে জন ব্যামোহ পায়॥

পরকীয়া নবোঢ়া

আপনার পতি আছে ভয়েতে না শুই কাছে
গায় হাত দেয় পাছে এই ডরে ডরি হে।
প্রীতের বিষম কাজ সে ভয়ে পড়িল বাজ
লাজে পলাইল লাজ আশা বাসা হরে হে॥
মুখের বাড়াও প্রীতি হৃদয়ের হর ভীতি
তার পরে যেবা রীতি রাখ ক্ষমা করে হে।
যৌবন কমলাঙ্কুর লোভে না করিও চূর
হিয়া কাঁপে দুর দুর পাছে যাই মরে হে॥

সামান্য নবোঢ়া

কি ছার ধনের আশে আইনু তোমার পাশে
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ বুক দেখি কাঁপে বুক
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে॥

কেবা ইহা সহিবেক আমা হতে নহিবেক
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পুণ্য পাইলাম
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সবে হে॥

বিশ্রব্ধ নবোঢ়া

স্তন দুটি করে ছেঁদে উরু দুটি ভুজে বেঁধে
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর না না না তাহার পর
টালটোল এখন তখন॥
যদি খেয়ে লাজ ভয় কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়
তবে আর না যায় ধরণ।
নবীন ভূষণ বাস নব সুধা হাস ভাষ
নব রস কে করে গণন॥

মুগ্ধার ভেদ

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিব বর্ণনা।
অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা॥

অজ্ঞাতযৌবনা

হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাতযৌবনা তারে বলে কবি সব॥
সখী সখী মেলি ধাওয়া ধাই খেলি
হারি কহে যেন চোর।
অন্য দিনে ধাই সবা আগে যাই
আজি কেন হারি মোর॥

নিতম্ব হৃদয় ভারি হেন লয়
চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ খসে পড়ে চীন
বাড়ে ঘাগরার ডোর॥

বিজ্ঞাতযৌবনা

নিজ নব যৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাতযৌবনা তাকে কবিবর বলে॥

দেখিলাম ঘরে ঘরে সকলে কাঁচুলি পরে
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানি।
পরিহাস্য জন যত নানা ছলে কহে কত
বারি হয়ে হইল পোড়ানি॥
দেহের কি কব কথা সকল শরীরে ব্যথা
কত শত বিছার জ্বলনি।
তোরে বলি প্রিয়সই লাজে কারে নাহি কই
পাছে জানে জনক জননী॥

মধ্যা

লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কয় মধ্যা নাম তার॥

রতিরসে কৃতী পতি মোরে ভালবাসে অতি
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে সদা কাছে কাছে থাকে
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা॥

নখাঘাত দেখি বুকে দন্তচিহ্ন দেখি মুখে
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শুলে ঠেকি এই দোষে না শুইলে পতি রোষে
শরীর হইল ঝালাপালা॥

প্রগল্‌ভা

প্রগল্‌ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার।
রতি প্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার॥

শুন শুন প্রিয় সই রাত্রির কৌতুক কই
শুয়েছিনু পতিসঙ্গে নানা সুখ তাকে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা মোহে দোঁহে হৈল মেলা
এ কর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো॥
কিন্তু হৈল কোন্ কর্ম্ম বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম
অবশেষে ভেবে মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস বান্ধিলাম কেশপাশ
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো॥

মধ্যা প্রগল্‌ভার ধীরাদি ভেদ

মানকালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ।
ধীরা অধীরা ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাহি ভয় তার মূল।
ক্রোধ হৈলে এক ভাব ক্রন্দনআকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজাসুজি যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥

কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

মধ্যা ধীরা

আজি প্রভু দড় দড় বেশ বানায়াছ বড়
শ্বেত রক্ত চন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন হয়েছে রাঙ্গা
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ॥
তোমা বিনা প্রভু নাই যাইবার নাহি ঠাঁই
কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ।
অপরাধ ক্ষমা কর নূতন চন্দন পর
এই লও নবমালা বাসি মালা পরেছ॥

মধ্যা অধীরা

সোহাগ করিয়া নিত্য বলহ আমার ভৃত্য
আজি দেখি এ কি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।
অধরে কজ্জলদাগ নয়নে তাম্বূলরাগ
অলক্তাক্ত ভাল ভাগ কার কাছে পাও হে॥
মোরে প্রাণ বলে ডাক অন্যের নিকটে থাক
বুঝিলাম মন রাখ মনকলা খাও হে।
তোমা দেখি হয় ভীতি কঠিন তোমার রীতি
বুঝিনু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে॥

মধ্যা ধীরাধীরা

তুমি মোর প্রাণপতি কখন করিলা রতি
বুঝি সুখে ভুলেছিনু তেঁই নাই মনে হে।

বুকে দেখি নখচিহ্ন অধর দশনে ভিন্ন
ভালে আলতার দাগ রক্তিমা নয়নে হে ॥
শ্রম যাকু মুখ ধোও ক্ষণেক শয্যায় শোও
ছুঁয়ে শুদ্ধ কর মালা তাম্বুল চন্দনে হে।
কত জান ভারি ভুরি দেখিতে দেখিতে চুরি
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥

প্রগল্‌ভা ধীরা

কাজের সময় যত কথা হয় এবে কোথা রয়
মনে না থাকে।
কেমন ধরম কেমন করম কেমন মরম
কহিব কাকে ॥
ধিক্ বিধাতায় এহেন আমায় দিয়াছে তোমায়
ইহারি পাকে।
দেখি যে চঞ্চল ছোঁবে কি অঞ্চল এ কাজে কি ফল
কে তোমা ডাকে ॥

প্রগল্‌ভা অধীরা

কোন্ ফুলে বঁধু পান করে মধু হয়ে এলে যদু
পোড়াতে মোরে।
আলতা কজ্জল সিন্দূর উজ্জ্বল জাগিয়া বিকল
নয়ন ঘোরে ॥
এতেক বলিয়া ক্রোধেতে জ্বলিয়া কমল ফেলিয়া
মারিল জোরে।
কাঁদয়ে নাগর গুণের সাগর কোথায় আদর
থাকয়ে চোরে ॥

প্রগল্ভা ধীরাধীরা

জাগিয়া নয়ন তোমার যেমন আমার তেমন
সকল বটে।
সব কাজে সম ফলে তরতম কিসে আমি কম
বুঝিলে ঘটে॥
বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী তেঁই সে না পারি
তোমার হঠে।
বৃক্ষমূলে হানি শিরে ঢাল পানি চরণ দুখানি
নৌকায় তটে॥

জ্যেষ্ঠাদি ভেদ

এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ হয় ফিরা॥
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা।
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা॥

ধীরা জ্যেষ্ঠা

স্ত্রীর বুঝি ধীর ক্রোধ দূরে গেল শোধ বোধ
বন্ধু করে উপরোধ ধীরে ধীরে কহিছে।
যদি পেয়ে থাক দোষ তবু যুক্ত নহে রোষ
হেসে কর পরিতোষ কামানলে দহিছে॥
রক্তপদ্ম দুটি পায় ভ্রমর নূপুর তায়
নিত্য নানা রস খায় আজি তাহি রহিছে।
আকুল আমার প্রাণ তবু নহে সমাধান
কঠিন তোমার মান পরিণাম নহিছে॥

ধীরা কনিষ্ঠা

স্ত্রীর দেখি স্থির মান করিবারে সমাধান
বন্ধু করে অপমান[১] ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পেয়ে দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব॥
কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিনু কারো কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।
আরম্ভিয়া মিছা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সেধে মরিব॥

অধীরা জ্যেষ্ঠা

যদ্যপি অধীরা হয়ে গালি দিলা কটু কয়ে
তবু থাকিলাম সয়ে না সয়ে কি করিব।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তোমা বিনা অন্য জন
যদি জানে মোর মন পরীক্ষা আচরিব॥
রুষ্ট হৈলে কটু কও তুষ্ট হৈলে কোলে লও
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা না জানি বিস্তর পাঁচা
প্রাণেশ্বরী প্রাণ বাঁচা নহে আজি মরিব॥

অধীরা কনিষ্ঠা

বিনা দোষে দেহ গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূণ কালি কিসে মুখ চাহিব।
হয়েছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দিয়া কভু কত গালি খাইব॥

---

১ তানমান

বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এত দূরে শোধ বোধ দেশ ছেড়ে যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম আমার তেমন কর্ম্ম
ইসাদ থাকিও ধর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব॥

ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা

এক বাক্যে বুঝি রাগ আর বাক্যে অনুরাগ
হৃদয়ে হইল দাগ বুঝিতে না পারিয়া।
কি করিলে হও তুষ্ট কি করিলে হও রুষ্ট
অদৃষ্ট হইল দুষ্ট কিসে যাবে সারিয়া॥
যদি অপরাধী হই নিতান্ত করিয়া কই
তোমা বিনা কারো নই দুখে লও তরিয়া।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান অপমান
তোমা বিনা নাহি আন দেখিনু বিচারিয়া॥

ধীরাধীরা কনিষ্ঠা

এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ বড় দায় পড়িল।
কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়ে রবে আমার কি বহিল॥
পদ্মিনী ভ্রমরপ্রিয়া ভ্রমরে খেদায়ে দিয়া
তাহারি বিদরে হিয়া বুঝি তাই ফলিল।
রতির সময় নউক আমার যে হয় হউক
ক্রোধটি তোমার রউক যে হবার হইল॥

পরকীয়া নায়িকা

অপ্রকাশে যার রতি পরপতি সনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে॥

পরকীয়া ভেদ

ঊঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
ঊঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সে জন যার নাহি হয় বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

অনূঢ়া

শুন শুন প্রাণবঁধু পিয়াইয়া মুখমধু
এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে।
অন্য সঙ্গে যদি পিতা করে মোরে বিবাহিতা
কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে॥
এমত করিবা কর্ম্ম নহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম
বুকে মুখে হবে[১] দাগ কলঙ্কিনী হব হে।
যাবৎ না বিয়া হয় তাবৎ এমন ভয়
তাবতি এমন পীড়া দু জনাতে সব হে॥

ঊঢ়া

আপনার পতি আছে সদা তারে পাই কাছে
তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো।
সঙ্কেত তরুর মূলে সঙ্কেত নদীর কূলে
ঘাটে ভাঙ্গা মঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো॥

---

১ হৈলে

কিঙ্কিণী কঙ্কণ রোল লুকায়ে চুম্বন কোল
রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো।
পরপতি রতি আশ ঘর ছাড়ি পরবাস
সুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো॥

পরকীয়ার অন্য ভেদ

বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা।
পরকীয়া নানা ভেদ প্রাচীন লিখিতা॥

বিদগ্ধা

বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে।
কথা শুনে কার্য্য দেখে বুঝিবা অব্যাজে॥

বাগ্বিদগ্ধা

চির পরবাসী স্বামী বিরহে কাতরা আমি
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব॥
ডাকে পিক অলিকুল ফুটে নানাজাতি ফুল
গাইয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ত্ব হইবে যাহার স্বত্ব
সেই বঁধু তারে দেখা.সেইখানে পাইব॥

ক্রিয়া বিদগ্ধা

সুখে শুয়ে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
ইসারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল।

রামা বলে হৈল দায় পাছে পতি টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥
কোকিল ডাকিছে হোর কাম ভয়ে পাছে ঘোর
শ্রান্ত আছ নিদ্রা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল ।
জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
আর কি তোমারে ভয় বলে তুই রাখিল ॥

লক্ষিতা

পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে ।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে ॥

আজি প্রভু দেশে এলে রতিচিহ্ন কিসে পেলে
সোহাগ পড়ুক মরে সতিপনা হরিলে ।
তুমি এলে বার্ত্তা পেয়ে দেখিতে আইনু ধেয়ে
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে ॥
মুখে বল দন্তচিহ্ন বুকে বল নখভিন্ন
আলুথালু বেশ দেখে বুঝি লতা ধরিলে ।
নষ্ট হই তুষ্ট হই তোমা বিনা কারো নই
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সে জন না মরিলে ॥

গুপ্তা

হয়েছে হতেছে হবে পর সঙ্গে রতি ।
গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্ত মতি ॥

মুখে বুকে দেখি দাগ শাশুড়ী করুন রাগ
একে তো বিরহে মরি আর এই ভয় লো ।

কান্দিয়া পোহাই নিশা আবেশে হারাই দিশা
কেমন কেমন করে অধর হৃদয় লো ॥
স্তন নিজ নখাঘাতে অধর পীড়িয়া দাঁতে
কোন মতে নিবারণ করি এ সময় লো।
এইরূপে দিবা রাতি রাখিয়াছি কুল জাতি
চক্ষু খেয়ে তবু লোক কত কথা কয় লো ॥

কুলটা

পতিকোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিতসমাজ ॥

অরে বিধি নিদারুণ কি তোর স্মরিব গুণ
কুলটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি।
হস্ত পদ চক্ষু কান দিলি দুই দুইখান
উড়িবারে দুইখানি পাখা দিতে নারিলি ॥
চৌদ্দ ভুবনেতে যত পুরুষ বিবিধ মত
সবার বুঝি ত বল তাই বুঝি সারিলি।
এ দুঃখ বা কত সব অন্যের কি কথা কব
চতর্ম্মুখ রজোগুণ তবু তুই নারিলি ॥

মুদিতা[১]

পর সঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেই।
বিঘ্নহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই ॥

---

১ এই অংশটুকু নাই।

প্রবাসে রয়েছে পতি ননদী প্রসূতবতী
বিধবা শাশুড়ী অই দৃষ্টিহীন রয় লো।
দেবর বিলাস রায় শ্বশুরভবনে যায়
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো॥
অস্ত গেছে দিনমণি যতেক রসিক ধনি
ওই শুন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো।
রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর
কেন সই ওষ্ঠাধর হতেছে কম্পিত লো॥
পরকীয় সুখ যত ঘরে ঘরে শুনি কত
অভাগীর ধর্ম্মভয় এত করে মরি লো।
পরপুরুষের মুখ দেখিলে যে হয় সুখ
এ কি জ্বালা সদা জ্বলি হরি হরি হরি লো॥

সামান্য বনিতা

ধনলোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্য বনিতা তারে কবিগণে বলে॥

স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে পরকীয়া প্রীতিরসে
অমূল্য যৌবন ধন পুরুষেরে দেই লো।
আমার যৌবন ধন ভোগ করে সেই জন
মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥
যখন যে ধন চাই সেই ক্ষণে যদি পাই
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি নাগর মিলাবা আনি
আপনার মর্ম্মকথা কয়ে দিনু এই লো॥

সামান্য বনিতার ভেদ

অন্য ভোগ দুঃখিতা আর বক্রোক্তি[1] গর্ব্বিতা।
মানবতী আদি ভেদে সামান্য বনিতা॥

বক্রোক্তিগর্ব্বিতা

গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটি একত্র হৈলে হীরা যেন হেমে॥

রূপগর্ব্বিতা

মুখ দেখি যদি আরশী ধরে।
বড় বলে ছায়া সে লয় হরে॥
মদনে জানিত অধিক করে।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

প্রেমগর্ব্বিতা

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখয়ে এ কি বিচিত্র।
কহ বঁধু সখী শত্রু কি মিত্র॥

অন্যসম্ভোগদুঃখিতা[2]

কহ দূতি গিয়াছিলে কোন্ বনে।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে॥

---

১ মানোক্তি
২ এই অংশটুকু নাই।

নিজ বেশ করে দড় আইলি লো।
কই গেলি নরাধম সন্নিধি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু গূঢ় বনে কত পাইলি রে॥

মানবতী[১]

এস পরাণ পুত্তলি এস মরে যাই দেখি কিবা বেশ
আলোতে রহ হে রূপ ভাল করে হেরি হে।
আলতা কজ্জল দাগ ভালে অরুণ প্রকাশ রাহু গালে
তবে আছ ভাল জান ভারি ভুরি ঢেরি হে॥

নায়িকা সকলের অবস্থা ভেদ

এ সব নায়িকা পুন অষ্ট মত হয়।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও[২] অভিসারিকা।
বিপ্রলব্ধা তার পর স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা॥

বাসকসজ্জা

পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিতসমাজ॥

আঁচড়িয়া কেশপাশ পরিয়া উত্তম বাস
সখী সঙ্গে পরিহাস গীত বাদ্য রটনা।

---

১ এই অংশটুকু নাই। ২ আর

চামর চন্দন চুয়া ফুলমালা পান গুয়া
হাতে লয়ে শারী শুয়া কামরস পঠনা ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার বাজুবন্দ সিঁতি তাড়
নূপুরাদি অলঙ্কার নিত্য নব পরনা।
যোগী যেন যোগাসনে বসিয়া ভাবয়ে মনে
কত ক্ষণে বন্ধু সনে হইবেক ঘটনা ॥

উৎকণ্ঠিতা

স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ ॥

হইল বহু নিশি প্রকাশ হয় দিশি
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব ডাকিছে অলি সব
অনল দেই দেহে জ্বালিয়া ॥
তিমির ঘনতরে সভয় বনচরে
ফিরয়ে কিবা পথ ভালিয়া।
অপর সখী রসে রহিল পরবশে
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া ॥

অভিসারিকা

স্বামীর সঙ্কেতস্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ ॥

নিকট সঙ্কেত সময় আইল শুনি রসময়ী মুরলী গাইল
ধরি ধনুশর মদন ধাইল চলে নিধুবনে কামিনী।

পিক কলকলি শারীশুক ধ্বনি ফুটে বনফুল ভ্রমর গুনগুনি
তাহাতে মিলিত নূপুর রুণরুণী শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী ॥
বাছিয়া পরিলেক নীল অম্বর বদন হেমগৃহে মেঘাড়ম্বর
পথিক জন ডর করিতে সম্বর ঝাঁপিল তাহে তনুদামিনী।
বদন সরসিজ গন্ধযুত মন মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ
তথি মলয়াচলাগত মন্দ পবন বাওল দ্রুত সখী যামিনী ॥

বিপ্রলব্ধা

সঙ্কেতস্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত সুমতি ॥

তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
গুরুভয় লঘুভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
সাগর[১] তরিনু ধরি ভেলা ॥
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরি সনে মেলা।
পরদুঃখ পরশ্রম পর জনে জানে কম
অপরূপ খল জনে খেলা ॥

স্বাধীনভর্তৃকা

কোলে বসে যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীনভর্তৃকা তারে বলে সুপ্রবীণ ॥

---

১ সিন্ধু

শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদি হে যোড়হাত
পূরিল সকল সাধ কিছু শেষ রয় হে।
বেঁধে দেহ মুক্ত কেশ বনাইয়া দেহ বেশ
তুমি মোরে ভাল বাস লোকে যেন কয় হে॥
দেখিয়া তোমার মুখ অতুল হইল সুখ
পাসরিনু যত দুখ আছিল যে ভয় হে।
যত কাল জীয়ে রই তোমা ছাড়া যেন নই
নিতান্ত করিয়া কই মনে যেন রয় হে॥

খণ্ডিতা

অন্য ভোগ চিহ্ন অঙ্গে আসে যার পতি।
খণ্ডিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি॥

এস বঁধু দ্রুত হয়ে কেন এস রয়ে রয়ে
মরি রে বালাই লয়ে কিবা শোভা পেয়েছে।
কপালে সিন্দূরবিন্দু মলিন বদন ইন্দু
নয়ন রক্তের সিন্ধু মোর দিগে ধেয়েছে॥
অধরে কজ্জলদাগ নয়নে তাম্বুলরাগ
বুঝি কেবা পেয়ে লাগ মোর মাথা খেয়েছে।
তোমার কি দোষ দিব বাপ মায়ে কি বলিব
হরি হরি শিব শিব যম মোরে ভুলেছে॥

কলহান্তরিতা

কলহে খেদায়ে পতি পশ্চাৎ তাপিতা।
কবিগণে বলে তারে কলহান্তরিতা॥

ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান কৈনু তারে অপমান
এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল
সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া॥
কাতর হইয়া অতি বিস্তর করিয়া নতি
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম ফলিল তাহার ধর্ম্ম
মরুক এমত মর্ম্ম দুঃখে যাই মরিয়া॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকা

পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা তারে কবিগণ কহে॥

অনল চন্দন চূয়া গরল তাম্বুল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধবার মত বেশ অস্থিচর্ম্ম অবশেষ
তাপে কাম পোড়ায় বসতি॥
মনোজ তনুজ মত কোদণ্ড করিয়া হত
হাতে লয়ে পিণ্ডের পদ্ধতি।
সখীমুখে মান শুনে পতি এলো হেন গুণে
দেখিতে শ্বাসের গতাগতি॥

প্রোষ্যৎভর্ত্তৃকা

যার কাছে আসে পতি প্রবাস গমন।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা মধ্যে তাহারো গণন॥

এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হৈতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল গ্রন্থে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিতভর্তৃকা।
প্রোষিতভর্তৃকা আর প্রোষ্যৎপতিকা॥

শুন শুন ওরে প্রাণ পতি পরবাসে যান
তুমি কি করিবে এবে সত্য করে কহিবে।
এবে জানিলাম দড় তোমা হৈতে পতি বড়
নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে॥
যদি বড় হৈতে চাও তবে আগে আগে যাও
নহে তুমি লঘু হবে আমার কি বহিবে।
এবে সুখ দেয় যারা পিছে দুঃখ দিবে তারা
কয়ে অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে॥

ইত্যাদি কহিয়া দিনু নায়িকা যতেক।
পতির গমনকালে সবার প্রত্যেক॥
পুথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝে লবে লক্ষণ মিলিতা॥

নায়িকা উত্তমাদি ভেদ

উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে॥

উত্তমা

অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত ॥

মধ্যমা

হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম চরিত ॥

অধমা

হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ ॥

চণ্ডী নায়িকা

পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ।
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ ॥

সহচরী

বেশ ভূষা করে দেয় করে পরিহাস।
কথা কৈতে খেতে শুতে শিখায় বিলাস ॥
যার কাছে বিশ্রাম বিশ্বাস কথা কয়।
সহচরী সখী সেই পঞ্চ মত হয় ॥
সখী নিত্যসখী প্রিয়সখী প্রাণসখী।
অতিপ্রিয়সখী এই পঞ্চ মত সখী ॥

সখী

আমার নিকটে রহিও মরম আমারে কহিও
এমত শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে।

আঁচড়িয়া দিব কেশ বনাইয়া দিব বেশ
থাকুক পতির মন মুনিমন ভুলিবে ॥
হাব ভাব লীলা হেলা শিখাইব নানা খেলা
আসিতে আমার কাছে কাহারো না ডরিবে।
দোষ যত লুকাইব গুণ যত প্রকাশিব
বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হৈতে তরিবে ॥

নায়ক নায়িকা যেই করয়ে ঘটন।
বিরহ যাপন করে দূতী সেই জন ॥
স্বয়ংদূতী আত্মদূতী এই সে প্রকার।
আত্মদূতী তিন মত শুন ভেদ তার ॥
অমিতার্থ নিশ্চয়ার্থ আর পত্রহারী।
বিশেষ বিশেষ শুন করিয়া বিচারি ॥
ইঙ্গিতে যে কর্ম্ম করে অমিতার্থ সেই।
নিশ্চয়ার্থ আজ্ঞা পেয়ে কর্ম্ম করে যেই
পত্র লয়ে কার্য্য করে পত্রহারী সেই।
বিশেষিয়া বুঝ সবে কয়ে দিনু এই ॥

সিন্দূর চন্দন চুয়া ফুলমালা পান গুয়া
পড়ে দিতে পারি যদি ভুলে চন্দ্রদামিনী।
কুমন্ত্র এমত জানি বিষ দেখে রাজা রাণী
অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকামিনী ॥
যে নারী না নর মানে যে নর না নারী মানে
তাহারে মিলাতে পারি দিনে করে যামিনী।

নাগর নাগরী যত হও মোরে অনুগত
সিদ্ধি করে মনোরথ যাই দ্রুতগামিনী ॥

নায়ক প্রকরণ

নায়িকা নায়ক দুই শৃঙ্গারে প্রধান।
নায়িকা বর্ণিনু শুন নায়ক সন্ধান ॥
পতি উপপতি আর বৈশিক[১] নাগর।
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যার বর ॥
বেদমত বিহা করে যে জন সে পতি।
উপপতি সেই যার পিরিতে বসতি ॥
কোনরূপে ধনলোভে হয় সংঘটন।
বৈষয়িক বৈশিক[২] নাগর সেই জন ॥

পতিভেদ

অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারি মত।
পতিভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত ॥
একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।
দক্ষিণ সে যার ঘরে পরে হয় তুল ॥
ধৃষ্ট সেই দোষ করে পুন করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ ॥

অনুকূল

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যেও না লো যেও না।

---

১ বৈদেশী ২ বিদেশী

যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমলকানন পানে চেও না লো চেও না ॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেও না লো পেও না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি খেও না লো খেও না ॥

দক্ষিণ

তোমার নিকটে যত দিব্য করে কহি কত
বাহির হইবা মাত্র পর দেখি ভুলি লো।
তোমায় যেমন প্রীতি পর সঙ্গে সেই রীতি
কহিলাম আপনার দোষগুণগুলি লো ॥
কি করে ধর্ম্মের ভয় লোকলাজ কিবা রয়
দেখিতে পরের মুখ ফিরি কুলি কুলি লো।
তুমি যদি হও রুষ্ট অন্যে করিবেক তুষ্ট
ইহা বুঝে মোর সঙ্গে ছেড়ে দেহ ঠুলি লো ॥

ধৃষ্ট

দোষ দেখে একবার কৈলে নানা তিরস্কার
লাজ খেয়ে আমু ফিরে তবু দয়া হলো না।
ভুজপাশে বেন্ধে ধর নিতম্ব প্রহার কর
দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গলো না ॥
দূর কৈলে দূর নব গালি দিলে সয়ে রব
আমার সহিল সব তোমারে তো সলো না।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁয় সেই ধনী
ইহা বুঝে অনুক্ষণ দূর দূর বলো না ॥

শঠ

কালি কয়েছিনু আনিতে ভুলিনু
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব যাহা চাহ দিব
পুরাহ সকল সাধ॥
অঙ্গেতে যে দাগ তোমারি সোহাগ
মিথ্যা দেহ অপবাদ[১]।
আমার পরাণ হরিণী সমান
তোমার চক্ষু নিষাদ॥

উপপতি

নিজ নারী আছে ঘরে যাহা বলি তাহা করে
নানা রূপ গুণ ধরে তাহে মন রয় না।
করিতে অন্যের সঙ্গ সদাই সরস অঙ্গ
এ বড় অপূর্ব্ব রঙ্গ ধর্ম্মভয় হয় না॥
যাইতে সঙ্কেতস্থান সতত আকুল প্রাণ
জ্ঞান মান অপমান কিছু মনে লয় না।
ব্যক্ত হৈলে কালামুখ শয়নে নাহিক সুখ
রমণেতে নানা দুখ তবু ক্ষমা হয় না॥

বৈশিক নাগর

গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি এক জন অপরূপ কামিনী।

---

১ অপরাধ

চক্ষু মুখ পদ্মছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্ধ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী ॥
ঈশ্বর সদয় হন দূতী মিলে এক জন
এই ক্ষণে তার কাছে যায় দ্রুতগামিনী।
যত চাহে দিব ধন দিব নানা অভরণ
কোন মতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী ॥

নায়কদিগের উত্তমাদি ভেদ

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে ॥
বাসসজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত।
নায়কে সে[১] ভেদ হয় লক্ষণসম্মত ॥
উপপতি বৈশিকেতে[২] সকলি বিদিত।
পতি প্রতি রসাভাস কেবল খণ্ডিত ॥
স্বকীয়ার রসাভাস জান অভিসার।
পতির খণ্ডিত ভাব তেমতি প্রকার ॥
সর্ব্বজন সুসম্মত আর ভাব সব।
উদাহরণেতে দেখ করে অনুভব ॥

বাসকসজ্জা

শয়ন সময় বন্ধু রসময়
করে রমণীয়[৩] মোহন সাজ।
অন্য কার্য্য ছলে শয্যাঘরে চলে
সাধিতে আপন গোপন কাজ ॥

---

১ এ ২ বৈদেশিতে ৩ রমণীর

হাতে লয়ে যন্ত্র গান কামতন্ত্র
মনে পেয়ে লাজ পায় এ লাজ।
ভাবে খাটে বসি প্রাণের প্রেয়সী
আসিতে না জানি কতেক ব্যাজ॥

উৎকণ্ঠিত নায়ক

কেন নাহি আইসো প্রিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
স্থির হব কি করিয়া ধৈর্য্য আর রহে না।
কিবা কোন কার্য্যপাকে ভীতা কিবা দেখে কাকে
নহে এতক্ষণ থাকে কামে কিবা দহে না॥
পান গুয়া গন্ধমালা অগ্নি সম দেয় জ্বালা
করিলেক ঝালাপালা তনু প্রাণ রহে না।
আসিবেক কতক্ষণে তবে সুখ পাব মনে
বিনা তার দরশনে আর তাপ সহে না॥

অভিসারিক নায়ক

দ্বিতীয় প্রহর রেতে মোরে কহিয়াছে যেতে
সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল।
সুখের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল॥
অন্ধকারে দেখে আলো গৌর লোক দেখে কালো
শত্রু জনে মিত্রভাব জলে স্থল হইল।
রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত
কুপথে সুপথ জ্ঞান তাহে মন মোহিল[১]॥

---

১ লইল

বিপ্রলব্ধ নায়ক

সুখের শয়নঘরে স্বীয়া নানা রস করে
তাহা ছেড়ে আইলাম পরআশা করিয়া।
গুরু ভার লঘু করে অন্ধকারে নাহি ডরে
ছাড়িয়া আপন বেশ পরবেশ ধরিয়া॥
সঙ্কেত স্মরণ করে এসেছিল বেশ ধরে
আমার বিলম্বে বুঝি ঘরে গেল ফিরিয়া।
আসিয়া সঙ্কেত ঠাঁই দেখিতে পাইল[১] নাই
আহা মরি অন্য কেবা লয়ে গেল হরিয়া॥

স্বাধীনভার্য্য নায়ক

তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি মন তুমি পণ
হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভালো লো।
যত জন আর আছে তুচ্ছ করি তোমা কাছে
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো॥
তোমার বদনচাঁদ আঁচন চঞ্চল চাঁদ
আমার মোহন ফাঁদ অন্ধকারে আলো লো।
করেছি বিস্তর সেবা আজি মোরে সাজাইবা
আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালো লো॥

খণ্ডিত নায়ক

আসিব বলিয়া গেলা অন্য সঙ্গে হৈল মেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।

---

১ পাইনু

মোর সঙ্গে কথা কয়ে বঞ্চিলা অন্যেরে লয়ে
কতেক করিলা ভাব এ কান্তেরে ছলিয়া ॥
ছিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলুথালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কি সাধিলে মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া ॥

কলহান্তরিত নায়ক

অল্প অপরাধ পেয়ে কেন দিনু খেদাইয়ে
এবে কার মুখ চেয়ে কামজ্বালা সারিব।
বিবেচনা নাহি করি এখন ঝুরিয়া মরি
অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব ॥
পুন দূতী পাঠাইব প্রীতি করি আনাইব
সবে এক দোষ তাহে পতি হয়ে হারিব।
হারি মানি দ্বন্দ্ব যাক তার অভিমান থাক
তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব ॥

প্রোষিতভার্য্য নায়ক

কোথায় রহিল রামা বিরহে দহিয়া আমা
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর বহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু
সাপে খেকো বায়ু জ্বালা কত আর বহিব ॥
চন্দন কমল দল পোড়ে যেন দাবানল
সুধাকর বিষধর কত সয়ে রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার পুরস্কার তিরস্কার
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব ॥

প্রোষ্যৎপত্নীক নায়ক

যদি যাবে আমা ছেড়ে প্রাণ কেন লও কেড়ে
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়ে যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ আমি এড়াইব পাপ
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥
প্রবোধ করিয়া তায় ঠেকিবে দারুণ দায়
এমত হইবে ব্যক্ত সম্বিৎ হারাবে লো।
কয়ে দিনু শেষ মর্ম্ম বুঝিয়া করহ কর্ম্ম
পদে পদে পাবে জ্বালা ক পদ এড়াবে লো॥

ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট মত।
উদাহরণেতে অনুভবে পাবে যত॥

নায়ক সহায় কথন

পীঠমর্দ্দ বিট বলি চেট বিদূষক।
এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক॥

পীঠমর্দ্দ

রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
মর্ম্মধী[1] সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা॥

[2]রমণী রত্ন সহে না আঁচ টুটয়ে অগ্নি পরশে কাচ
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।
কি করে ক্ষোভ সহে রামার অবলা জাতি মৃদু আকার
জ্বলয়ে অগ্নি নহে সে মান নহে সে মান॥

---

১ ধর্ম্মধী ২ এই অংশ নাই

রস তাপেহি বিনাশে পায়   তপনে আপ শুকায়ে যায়
বসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায়।
প্রমদা বন্ধন সংসারেরি   প্রমদ আকর আহ্লাদেরি
সতত রাখহ সযত্নে তায় সুরত্ন প্রায়॥

বিট

কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥

চুম্ব আলিঙ্গন   কামের দীপন
মন্ত্র তন্ত্র আদি যত।
যাহে নারী বশ   যাহে বাড়ে রস
এমত জানি বা কত॥
বেশ ভূষা বাস   সন্দেশ সম্ভাষ
নৃত্য গীত নানা মত।
ফিরি নানা ঠাঁই   আর কর্ম্ম নাই
আমার এই সতত॥

চেটক

সন্ধান চতুর যেই সময় ঘটক।
কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক॥

যখন বিরলে পাব   তখনি নিকটে যাব
যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়ে রহিব।
নয়নের ভঙ্গী করি   ফল কিম্বা ফুল ধরি
চারি চক্ষে এক হলে ইশারায় কহিব॥

স্নানেতে যখন যায় ধরিতে বসন তায়
কৌতুকে কুম্ভীর হয়ে জলে ডুবে রহিব।
দুঃখ বিনা নহে সুখ দেখিতে সে চাঁদ মুখ
গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টি বাতে পরাঙ্মুখ নহিব ॥

বিদূষক

কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস।
বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস ॥

চন্দন কজ্জলরাগ বদনে যে দেখ দাগ
অপমান এই দেখ মুখে কালি চূণ লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা চাঁদে আলো যেন দিবা
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো ॥
করিবা পরীক্ষা যদি রসের তরঙ্গ নদী
দুই জনে ডুবি এস কে হয় নিপুণ লো।
আপনি দোষের ঘর পরীক্ষা করিতে ডর
আমার মাথায় দোষ এত বড় গুণ লো ॥

শৃঙ্গার নিরূপণ

শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়োগ।
প্রথমত বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ ॥

বিপ্রলম্ভ

বিপ্রলম্ভ চারি মত শুনহ প্রকাশ।
পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্র্য প্রবাস ॥

পূর্ব্বরাগ

অঙ্গসঙ্গ হওনের পূর্ব্ব যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ ॥
প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর ॥

মান

যেই ক্রোধ দম্পতির রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য ॥
অন্যের সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘু মান বাক্যে দূর হয় ॥
অন্য নাম গুণ পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয় ॥
অন্য ভোগচিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায় ॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ।
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ ॥
প্রিয় বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম ॥
সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন সেই ক্রিয়া।
দান যাহে বস্ত্র মাল্য ভূষণাদি দিয়া ॥

নতি সেই যাহে পায় ধরে নমস্কার।
ঔদাস্য[1] প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার॥
রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার।
মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ শীৎকার॥
অবশ্য এ সব রূপে মানের বিনাশ।
অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাভাস॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥

প্রেমবৈচিত্ত্য

নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেমবৈচিত্ত্য॥

প্রবাস

প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর॥
প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়েতে জাগরণ।
তৃতীয়েতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণতন॥
পঞ্চমে মলিন ষষ্ঠে প্রলাপ বিষাদ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ।
অনুভবে বুঝে লবে দেখিয়া লক্ষণ॥

---

১ উদাসী

সম্ভোগ

সম্ভোগের চারি ভেদ করিয়া বাখান।
সঙ্ক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান্ ॥
পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব অল্প কোল।
সঙ্ক্ষিপ্ত সে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল ॥
মানভঙ্গে পুরুষ সঙ্গে মিলন যে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কয় ॥
কিঞ্চিৎ প্রবাস পরে হয় যে মিলন।
সংপূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ ॥
সুদূর প্রবাস পরে মিলন যে রস।
সে রস সমৃদ্ধিমান্ দম্পতী অবশ ॥

সম্ভোগের প্রকার

দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস।
বনখেলা জলখেলা গীত বাদ্য হাস ॥
লুক্কায়ন মধুপান আদি নানা মত।
অনন্ত অনন্ত ভাব বিরচিব কত ॥

দর্শন

দরশন তিন মত নাগরী নাগরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে[১] ॥

সাক্ষাৎ দর্শন

নয়নে নয়ন বদনে বদন চরণে চরণ
আদেশি রহ।

১ করে

হৃদয়ে হৃদয় প্রাণ সমুদয় পরাণে আলয়
ভাঙ্গিয়া লহ ॥
গমনে গমন রমণে রমণ বচনে বচন
বিনয় কহ।
পেয়েছ দরশ পরম পরশ সকলে সরস
হইয়া রহ ॥

স্বপ্ন দর্শন

নিদ্রার আবেশে রজনীর শেষে
মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া।
প্রেম পারাবার করিল বিস্তার
নাহি পাই পার যাই ভাসিয়া ॥
যে রস হইল মনেতে রহিল
যে কথা কহিল মৃদু হাসিয়া।
ধরম করম সরম ভরম
নরম মরম গেল নাশিয়া ॥

চিত্র দর্শন

দেখিবারে মিত্র করিলাম চিত্র
এ বড় বিচিত্র হইল তায়।
দেখিতে বদন মাতিল মদন
ছাড়িয়া সদন চেতন যায় ॥
না পানু দেখিতে নারিনু রাখিতে
লিখিতে লিখিতে হইল দায়।
চিত্রের পুতুল করিল আকুল
হারানু দুকুল চিত্রের প্রায় ॥

আলম্বনাদি কথন

আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকা দুই তার বিনিময় ॥
নানাবিধ অনুভাবে[1] বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন ॥

উদ্দীপন

গুণ স্মরা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা
গীত বাদ্য শুনা আর কর্ম্ম রেখা লেখা।
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভৃঙ্গরব।
চন্দ্র আদি নানা মত উদ্দীপন সব ॥

বিভাবন

ভাব হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।[2]
মধুরতা উদারতা প্রগল্ভতা ক্লান্তি ॥
ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি[3] মৌগ্ধ্য[4] ভ্রম।
কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম ॥
বিব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার।[5]
নানামত অনুভব কত কব আর ॥

---

১ ভাব তারে।　২ ভাব হাব হেলা শোভা দীপ্তি আর কান্তি।
৩ বিচিত্র　৪ মোহ　৫ বিবেক ললিত আর অঙ্গের বিকার।

ভাবহাবাদির পরিচয়

চিত্তের প্রথম যেই বিকার সে ভাব ।[১]
গলা চক্ষু ভুরূ আদি বিকারেতে[২] হাব ॥
বক্ষ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা ।
প্রিয়কৃত কর্ম্মচেষ্টা তারে বলি লীলা ॥[৩]
হাস সেই হাস্যে বলি বৃথা হয় যেই ।[৪]
পরিচ্ছদ বিনা শোভা মধুরতা সেই ॥[৫]
শোভা কান্তি দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই ।
শ্রমে অঙ্গ শ্লথ যেই ক্লান্তি হয় সেই ॥[৬]
রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্‌ভতা ।
ক্রোধেও[৭] বিনয়বাক্য সেই উদারতা ॥
ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নহে হ্রাস ।
সাক্ষাতে[৮] প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস ॥
অল্প অভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি[৯] সে হয় ।
বিভ্রম সে ব্যক্ত হৈলে বেশবিপর্য্যয় ॥
ক্রন্দনেতে হাস্য আর অভয়েতে ভয় ।
অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সে হয় ॥
প্রসঙ্গেতে অঙ্গভঙ্গ সেই মোট্টায়িত ।
অঙ্গ ছুঁলে সুখে ক্রোধ সেই কুট্টমিত ॥
বিব্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পেয়ে অনাদর ।[১০]
অঙ্গভঙ্গ ঝনৎকার লালিত্যে[১১] সুন্দর ॥

---

১ চিত্তের বিকার যেই তারে বলি ভাব । ২ বিকাশেতে
৩ প্রিয় কর্ম্ম চেষ্টা করে··· ৪-৫ এই পংক্তি দুইটি নাই ।
৬ শ্রমে অঙ্গ শ্লথ হয় মধুরতা সেই । ৭ ক্রোধেতে ৮ সঙ্গমে
৯ বিচিত্র ১০ বিবেক বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়া আদর । ১১ ললিত

লজ্জায় না কহি কার্য্য চেষ্টায় জানায়।
বিকার[1] তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায়॥
জ্ঞানেতে অজ্ঞান সম মৌগ্ধ্য সেই হয়।
চকিত সে ভ্রমরাদি দর্শনেতে ভয়॥
যৌবনাদি অভিমান জন্য মদ হয়।[2]
কেলি তাপ আদি যত কবিগণ কয়॥[3]
কেশ বাস খসে অঙ্গ মোড়া হাই উঠে।
লোমাঞ্চ প্রফুল্ল গদগদি ঘর্ম্ম ছুটে॥

সাত্ত্বিক ভাব

স্তম্ভ হয় ঘর্ম্ম বয় রোমাঞ্চ প্রকাশ।
বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদগদ[4] ত্রাস॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ সে তো হয়।
প্রিয় পেলে দুঃখে সুখ রাগ তারে কয়॥

যৌবন কথন

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন॥
সুব্যক্ত যৌবন আর সম্পূর্ণ যৌবন।
তার পরে বৃদ্ধ ভাব বুঝ বিচক্ষণ॥
যৌবনের সন্ধিকাল দ্বাদশ বৎসর।
দশম নিয়মে কন ব্যাস মুনিবর॥

যৌবন পরম ধন স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ
শিশু বৃদ্ধ দেখি লোক রসকথা কহে না।

---

১ বিচিত্র ২-৩ এই পংক্তি দুইটি নাই। ৪ পুলকাদি

বালকের নাহি শুদ্ধি বৃদ্ধ হৈলে হতবুদ্ধি
যুবা বিনা রস আর কোনখানে রহে না ॥
যুবা সূর্য্য বলবান যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান
যুবা বিনা সংসারের ভার অন্যে বহে না।
কিবা নর কিবা অন্য যৌবনে সকল ধন্য
যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না ॥

নারীর যৌবন বড় দুরন্ত।
শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ॥
বিনোদ বিনানে বিনায়ে বেণী।
পুরুষে দংশিতে পোষে সাপিনী ॥
কত কত অলি নয়নে ঘোরে।
মধুবাক্যে কত কোকিল ঝোরে ॥
মলয় বাতাস শ্বাসেতে বহে।
সৌরভে সুরভি গৌরব নহে ॥
কমল কানন আননে থাকে।
বান্ধুলি মধুর অধরে রাখে ॥
দুখানি বিষাণ নিশান রেখে।
হৃদয়ে মলয় রেখেছে ঢেকে ॥
লোহিত কমল মৃণাল সাথে।
অভরণে ঢেকে রেখেছে হাতে ॥
ত্রিবলী ডোরেতে বেন্ধে অনঙ্গ।
কটিতটে থুয়ে দেখয়ে রঙ্গ ॥
সম্বরে অম্বর দিয়া কান্তার।
মদন সদন রস ভাণ্ডার ॥

কিশলয় করি করের ভয়।
চরণের তলে শরণ লয়॥
যৌবন মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা॥
তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু।
সকলি যৌবন ধনের পিছু॥
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ।
যে জানে মরম উত্তম দেখ॥
যৌবন মরম যে জানে নাই।
প্রথম ছাড়িয়া তাহারি ঠাঁই॥
যদ্যপি যৌবন[১] উত্তম করে।
প্রথমের মত গলিয়া মরে॥
ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ।
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ॥

স্ত্রীজাতি কথন

অতঃপর[২] চারি জাতি বর্ণিব কামিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী॥

পদ্মিনী

নয়ন কমল কুঞ্চিত কুন্তল ঘন কুচস্থল
মৃদু হাসিনী।
ক্ষুদ্র রন্ধ্র নাসা মৃদু মন্দ ভাষা নৃত্য গীতে আশা
সত্য বাদিনী॥

১ প্রথমে ২ ইতঃপর

দেবদ্বিজে ভক্তি পতি আনুরক্তি অল্প রতিশক্তি
নিদ্রা ভোগিনী।
মদন আলয় লোম নাহি হয় পদ্মগন্ধ কয়
সেই পদ্মিনী॥

চিত্রিণী

প্রমাণ শরীর সর্ব্ব কর্ম্মে স্থির নাভি সুগভীর
মৃদু হাসিনী।
সুকঠিন স্তন চিকুর চিকণ শয়ন ভোজন
মধ্য চারিণী॥
তিন রেখা যুত কণ্ঠ বিভূষিত হাস্য অবিরত
মন্দ গামিনী।
মদন আলয় অল্প লোম হয় ক্ষারগন্ধ কয়
সেই চিত্রিণী॥

শঙ্খিনী

দীঘল শ্রবণ দীঘল নয়ন দীঘল চরণ
দীঘল পাণি।
মদন আলয় অল্প লোম হয় মীনগন্ধ কয়
শঙ্খিনী জানি॥

হস্তিনী

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর স্থূল পদ কর
ঘোর নাদিনী।
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর রমণে প্রখর
পর গামিনী॥

ধর্ম্মে নাহি ডর দম্ভ নিরন্তর কর্ম্মেতে তৎপর
মিথ্যাবাদিনী।
মদন আলয় বহু লোম হয় মদ গন্ধ কয়
সেই হস্তিনী ॥

পুরুষ জাতি কথন

চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক।
শশ মৃগ বৃষ অশ্ব সন্তোষদায়ক ॥[১]
পদ্মিনীর শশ পতি মৃগ চিত্রিণীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর ॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত ॥
রসভাণ্ড মত রসদণ্ড ভেদ হয়।
ছয় আট দশ বার পরিমাণ কয় ॥
নর নারী স্বভাবেতে বিশেষ সে হয়।
কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয় ॥

---

১ এইখানে শেষ হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে মুদ্রিত কবিতাগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-লিখিত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত' হইতে এবং "গঙ্গাষ্টক" স্তবটি 'রহস্য-সন্দর্ভ' (১ম পর্ব্ব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯) হইতে পুনর্মুদ্রিত।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা

ত্রিপদী

গণেশাদি রূপ ধর বন্দ প্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান্।
ফকির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥
নম্রমাণ দাড়ি গোঁপ গায় কাঁথা শিরে টোপ
হাতে আসা কাঁধে ঝোলে ঝুলি।
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দর্গার চুমে ধূলি॥
জাহির কিরূপে হব কারে বা কিরূপে কব
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র বিষ্ণু নামে এক বিপ্র
সেইখানে উত্তরিল আসি॥
দীন দেখে দ্বিজবরে সত্যপীর কন তাঁরে
প্রকাশ করিতে অবতার।
বে সত্য জনারগির সির্ণি বেদে দরপীর
পুলকে প্রসাদ খাও তার॥

দ্বিজ বলে হরি বিনে পূজি নাই অন্য জনে
কি বলে ফকির দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায় অদ্ভুত দেখিতে পায়
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ॥
সম্ভ্রমে প্রণতি করি উঠে দেখে নাহি হরি
শূন্যে শুনে সির্ণি ইতিহাস।
ক্ষীর চিনি আটা কলা পান গুয়া পুষ্পমালা
মোকাম পিঠের পরে বাস ॥
দ্বিজ আসি নিজালয় আনি দ্রব্য সমুদয়
নিবেদন কৈল সত্য নামে।
পূজার প্রসাদ গুণে ধন্য হৈল ত্রিভুবনে
অন্তে গেলা শ্রীনিবাসধামে ॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে সাত জন কাঠুরিয়ে
সির্ণি দিয়ে পূজে সত্যপীর।
দুঃখ তিমিরের রবি সকল বিদ্যায় কবি
অন্তে পেলে অনন্ত শরীর ॥
সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
কন্যা হেতু করিল কামনা।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার জন্মিল দুহিতা তার
চন্দ্রমুখী চঞ্চলনয়না ॥
কাদম্ব কোদর স্থূলা কাদম্বিনী সুকোমলা
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে ধৈরজ কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম ॥
কন্যা দেখি রূপযুত আনিয়া বণিক্‌সুত
বিবাহ দিলেক সদাগর।

দম্পতির মনোমত কে জানে কৌতুক কত
একতনু নাগরী নাগর ॥
সদাগর মত্ত ধনে সির্ণি নাহি পড়ে মনে
সজামাতা সাজিল পাটন।
বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা বাতগামী সাত ডিঙ্গা
দুর্গদেশে দিল দরশন ॥
সত্যপীর ক্রোধ মন রাজভাণ্ডারের ধন
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে কোটাল প্রভাতে চলে
লোৎ পেয়ে বাঁধে সদাগরে ॥
মৃত্যু হৈতে আয়ু রাখে বেড়ি পায় বন্দী থাকে
মেগে খায় লায়ের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি কাল নিত্য চাহে রতি
সাধুকন্যা হইল ফাঁপর ॥
ভেদ পেয়ে দ্বিজস্থানে সত্যপীরে সির্ণি মানে
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা।
প্রত্যূষে ফকিররূপ স্বপনে দেখিয়া ভূপ
ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা ॥
সাত গুণ ধন লয়ে সাধু চলে নৌকা বেয়ে
প্রভু পথে হইলা ফকির।
তথাপি নির্ব্বোধ সাধু চিনিতে না পারে বিধু
ক্রোধে ধন হৈল সব নীর ॥
বিস্তর করিয়া স্তুতি পুন পেলে অব্যাহতি
নৌকায় পূরিল গিয়া ধন।
অব্যাহতি পেয়ে তনু ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু
নিজদেশে দিল দরশন ॥

নিজদেশে উত্তরিল সাধুকন্যা বার্ত্তা পেল
স্বামীরে দেখিতে বেগে ধায়।
প্রসাদ সিরুণী হাতে ফেলে যায় পথে পথে
লাফানে তা পানে নাহি চায়॥
সত্যপীর ক্রোধভরে সাধুর জামাতা মরে
ক্রন্দন করয়ে চন্দ্রকলা।
ওরে বিধি হায় হায় এ যৌবন বৃথা যায়
যেন রতি কামের অবলা॥
ডুবিয়া মরিব জলে থাকিব স্বামীর কোলে
হেন কালে হৈল দৈববাণী।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি পুন গিয়া খাও তুলি
পাবে পতি না কাঁদিও ধনি॥
উপদেশ পেয়ে ধেয়ে সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে
মৃত পতি বাঁচাইল প্রাণে।
জামাতার মুখ দেখি সদাগর হৈল সুখী
সিরিণী করিল সাবধানে॥
এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা
বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জনা।
দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয় দয়া কর মহাশয়
নায়কেরে গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হলো সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত॥

চৌপদী

শুন সবে একচিত   সত্যপীর গুণ গীত
দুই লোকে পাবে প্রীত   সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ   বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ   যার যেই ভাবনা॥
কলির প্রথমে হরি   ফকিরশরীর ধরি
অবনীতে অবতরি   হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে   দরিদ্র দ্বিজের ধামে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে   দানে কৈল মন্ত্রণা॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায়   প্রভু দেখা দিলা তায়
হইয়া ফকির কায়   মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ   গলে ছেলি মুখে গোঁপ
ঝুলিতে ঝুলিছে থোপ   হাতে আশাবাড়ি রে॥
সেলাম্ হামারা পাঁড়ে   ধুপ্‌মে তোম্ কাহে খাড়ে
পেরে সান্ দেখে বড়ে   মেরে বাৎ ধরতো।
সির্ণি বেদে পির বা   সভি হাম্‌ছো মিরবা
মোকামে জাহির বা   দরব্ হস্ত তপতো॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি দ্বিজ   নিবাসে আসিয়া নিজ
পূজিল গরুড়ধ্বজ   সির্ণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন   ঘরে ঘরে সর্ব্বজন
পূজে সত্যনারায়ণ   খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট   কাঠুরের হৈল নষ্ট
জগতে হইল শ্রেষ্ঠ   সৃষ্টি কৈল পালনা।
সত্যপীর গুণ গেয়ে   মন মত ধন পেয়ে
সিরণি প্রসাদ খেয়ে   সিদ্ধি করে বাসনা॥

সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
পঞ্চমে পাইল কন্যা চন্দ্রকলা নামেতে।
কি কব তাহার ছাঁদ কাম ধরিবার ফাঁদ
মুখখানি পূর্ণ চাঁদ জিত রতি কামেতে॥
বর আনি নীলাম্বর রূপে গুণে মনোহর
সদানন্দ সদাগর কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে সত্যদেবে পূজা মানে
সত্যদেব ভাবি মনে সদা থাকে ধ্যানেতে॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতারে সঙ্গে নিয়ে
সিরিণি বিস্মৃত হয়ে পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায় ধরা পড়ে চোরদায়
গলে ডোর বেড়ি পায় কারাগারে রহিল॥
এ সব প্রকার যষ্ঠে সদাগর মুক্ত কষ্টে
সপ্তমে সাধুরে দৃষ্টে পথে কৈল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে এল চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেল
প্রসাদ খাইতেছিল ফেলে করে হেলনা॥
জলে ডুবে মরে পতি উভরায় কাঁদে সতী
কি হবে আমার গতি প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নব যৌবন নিশি হয়ে তার পূর্ণশশী
কোথা আছ অহর্নিশি প্রেমাধীনী ফেলে হে॥
যৌবনে প্রভুর কাল মদন দাহন জ্বাল
কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল কেবল দুঃখের মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল ঝাঁপ দিই জলে হে॥
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা বাঁচাইল তার ভর্ত্তা
সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা পূজারম্ভ করিল।

ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা　　সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা
যেন শশধর রাকা　　দুই লোকে তরিল ॥
ভরদ্বাজ অবতংস　　ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস　　ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের স্থত　　ভারত ভারতী যুত
ফুলের মুকুটি খ্যাত　　দ্বিজপদে স্থমতি ॥
দেবের আনন্দধাম　　দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম　　রামচন্দ্র মুনশী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়　　দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়　　পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি　　সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি　　না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়　　হরি হন্ বরদায়
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়　　সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

বসন্তবর্ণনা

চৌপদী

ভাল ছিল শীতকাল　　সেঁ তো কামানলজাল
হৃদয় সহিত শাল　　এবে হ'ল দুরন্ত।
না ছিল কোকিলশব্দ　　ভ্রমর আছিল জব্দ
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ　　বৃক্ষ ছিল জীবন্ত ॥
এবে বায়ু সাপেখেকো　　ভুবন করিল ভেকো
কেবল কামের ডেকো　　সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি　　শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি
ভারতেরে ভুলাইলি　　আ আরে বসন্ত ॥

বর্ষাবর্ণনা

চৌপদী

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস নিদাঘের পরকাশ
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা রাজঘরে দশভুজা
দেখিনু মৈনাকানুজা জগতের হর্ষা॥
হিম শীত তার পর শীর্ণ করে কলেবর
পুণ্যাবাদে যাব ঘর সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ পুন তোর পরবেশ
ভারত না গেল দেশ আ আরে বর্ষা॥ ১

ভুবনে করিল তূর্ণ নদ নদী পরিপূর্ণ
বিরহিণী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চক্‌মকি ডাহুকের মক্‌মকি
কামানল ধক্‌ধকি বড় হৈল কর্ষা॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুঃখমূল • কেবল হৃদয়ে শূল
ফুটালি কদম্ব ফুল আ আরে বর্ষা॥ ২

কৃষ্ণের উক্তি

চৌপদী

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রস কল্প
তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা যামী।

নবী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
অঙ্গভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী ॥
তুমি বৃষভানুসুতা অশেষ চাতুরীযুতা
তোমার ননদীপুতা সব জানি আমি।
আগে হানি নেত্রবাণ কাড়িয়া লইলে প্রাণ
এখন কর অভিমান আ আরে মামী ॥ ১

রাধিকার উক্তি—উত্তর

চৌপদী

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে মালা পর বনফুলে
দান মাগো তরুমূলে আমি তেমন মাগি নে।
মোরে দেখিবার লেগে অনুরাগ রাগে রেগে
রাত্রি দিন থাক জেগে আমি তেমন জাগি নে ॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ যার তার সনে দ্বন্দ্ব
কোন্ দিন হবে মন্দ আমি তোমায় লাগি নে।
গুণ্ডার বিষম কাজ সে ভয়ে পড়ুক বাজ
মামী বোলে নাহি লাজ আ আরে ভাগিনে ॥ ২

হাওয়া বর্ণন

চৌপদী

চন্দনের দণ্ড ধ'রে ফণিফণা ছত্র ক'রে
মলয় রাজত্ব হরে আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে
কাবেরি ভরিয়া রঙ্গে হিমালয় ধাওয়া ॥

বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে
যোগী যোগ ভাঙ্গাইয়ে কাম গুণ গাওয়া।
নর্ম্মিরে প্রকাশিয়ে গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে
শীতল করিলি হিয়ে বাহবা রে হাওয়া ॥ ১

কখনো দারুণ ঝড় শাখী উড়ে পাখী জড়
ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড় নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হতে নারে
হুলস্থূল পারাবারে প্রলয়ের দাওয়া ॥
কভু থাক কোন্ গাড়ে তাপে প্রাণী প্রাণ ছাড়ে
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে আনন্দের পাওয়া।
কখনো মধুর মন্দ সুগন্ধ আনন্দ কন্দ
শীতল পরমানন্দ বাহবা রে হাওয়া ॥ ২

ধুম্ বড়া ধুম্ কিয়া খানে শোনে নাহি দিয়া
চঁহুয়ার ঘের্ লিয়া ফৌজ্ কিসি কাওয়া।
বালাখানা কোট্ কিয়া কাণাৎ সে ঘের লিয়া
তঁহুয়ান্ দাগা দিয়া আগ্ কিসি তাওয়া ॥
দেখ্নে মে হুয়া চূর ছোড়্ লিয়া মেরি পুর
তোঁহারি বালাই দূর আও মেরে বাওয়া।
তুজ্ লিয়া নরম্ সটি উজ্ লিয়া গরম্ সটি
চিরণ্ জিউ ধরম্ সটি বাহবা রে হাওয়া ॥ ৩

বাসনা বর্ণনা

চৌপদী

বাসনা করয়ে মন　　পাই কুবেরের ধন
সদা করি বিতরণ　　তুষি যত আশনা।
আশ্নাই আরো চাই　　ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই　　যমে করি ফাঁসনা॥
ফাঁসনা কেবল রৈল　　বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হতে লাভ হৈল　　লোকে মিথ্যা ভাষণা।
ভাস্নাই কারে বলে　　ভারত সন্তাপে জ্বলে
কলার বাসনা হলে　　আ আরে বাসনা॥

ধেড়ে ও ভেড়ে

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা ধেড়ে পুষিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তাহা দৃষ্টি করিয়া রাজার সাক্ষাতেই ধেড়ে ও ভেড়ের সমানরূপ বর্ণনা করেন।

চৌপদী

ধেড়েকুলে জন্ম পেয়ে　　বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে
বেড়াইতে ঘুষ খেয়ে　　লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ্　　বেড়াইতে পাছ্ পাছ্
এখন বাছের বাছ্　　দিতে লও কেড়ে॥
কেড়ে লোতে কেহ যায়　　কৌতুক না বুঝ তায়
ক্রোধে ফোল বাঘ প্রায়　　ফোঁস্ ফাঁস্ ছেড়ে।
ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল　　রাজপুরে পেয়ে স্থল
তোলা জলে কুতূহল　　সাবাস্ রে ধেড়ে॥

ধেড়ে বড় দাগাবাজ জলে পেয়ে স্ত্রীসমাজ
ব্যস্ত ক'রে দেয় লাজ কূলে ডুব পেড়ে।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী ধ'রে করে কাড়াকাড়ি
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি প্রবেশয়ে গেড়ে ॥
গেড়ে হতে পুন আসি ভুস্ ক'রে উঠে ভাসি
সবে দেখে বলে হাসি বড় দুষ্ট ধেড়ে।
ধেড়ে ভেড়ে এক সম ঝক্* মারিবার যম
কেহ কারে নহে কম ফেরে যেন দেঁড়ে ॥
দেঁড়ে মারে দাঁড় খোঁটা মাগুর খাইয়া মোটা
না ছাড়ে কড়ির পোঁটা পোঁচা বোঁচা দেড়ে।
দেড়ে দাবারিয়া ধরে কান্তার উপরে চরে
সেগুন শালের ডরে ফেরে অঙ্গ ঝেড়ে ॥
ঝেড়ে শরীরের ধূলা দিয়ে বুলে গোঁপ ফুলা
ভাল বিধি কল্লে তুলা ধেড়ে আর ভেড়ে।
ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে ধেড়ের বিক্রম বুকে
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে স্থল জল নেড়ে ॥

* ঝক্—মৎস্য।

করদ্রাফ্থ বর্ণন

করদ্রাফ্থ।—এই শব্দটি পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ কাহার দ্বারা এ কর্ম্ম হইয়াছে এবং কে এ কর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চপদী

কামিনী যামিনীমুখে নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে ধীর শঠ তার মুখে
চুম্বিতে চুম্বন সুখে ধীরে ধীরে কার্দ্দোরফ্থ।

নিদ্রা হ'তে উঠে নারী অলসে অবশ ভারি আর্‌সিতে মুখ হেরি
চুম্বচিহ্ন দৃষ্টি করি ভাবে ভাল্ কার্দ্দোরফ্থ ॥

হিন্দী ভাষার কবিতা

এক সম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন বৈঠ নেহারী।
হয়ে লগ্ আউসর দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল নন্দলাল বোলায়ি ॥
দেখ্ নহি আঁখ, শুন্ নহি কান।
কা কুছ, আয়িহো আওল খায়ি ॥
কাঁহাকে কানায়া লাল কাঁহা সো পছান্ জান্।
কাঁহা সো তু আয়ি হ্যায় খাক্‌পর্ তেরে ব্রজ্‌কি বস্‌নে ॥
পাণি মে আগ্ লাগাওনে আয়ি।
কুছ, বাৎ এ তোৎ কো কুছ, বাৎ ও তোৎ কো বাতোন্ শুন্
বাৎ হামারি সাৎ লাগায়ি হ্যায় ॥

বলি রাজার উক্তি

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম বার প্রশ্ন দিলেন—"পায় পায় পায় না"। ভারতচন্দ্র পূরণ করিলেন।

চৌপদী

চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদ ভুমি আর কিছু চায় না।

খর্ব্ব দেখি উপহাস শেষে এ কি সর্ব্বনাশ
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ তাহে মন ধায় না ॥
গেল সকল সম্পদ এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে এক পদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্রাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে বৃন্দাদেবি দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না ॥

বৃন্দাবলীর উক্তি

রাজা দ্বিতীয় প্রশ্ন দিলেন—"পায় পায় পায়"। ভারত পূরণ করিলেন।

চৌপদী

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী বলিরাজ শুন বলি
ছলিবারে বনমালী হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে
জগতে ঘোষণা রবে বলি জয় জয় ॥
এক পদ আছে বক্রী প্রকাশ করিলে চক্রী
এ দেহ করিয়া বিক্রী ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের ঘুচিল কর্ম্মের ফের
মিলাইল বামনের পায় পায় পায় ॥

—

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য এবং হিন্দী, এই কয়েক ভাষা মিশ্রিত কবিতা।

এক প্রকার চৌপদীচ্ছন্দঃ

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দ্‌কে গোয়দ্‌ রুবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো রোয়্‌কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা ছুঁ লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেট্রিমে কাহে শোয়্‌কে॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দর্‌ জানে মন্‌ আয়ৎ খোসি
আমার হৃদয়ে বসি প্রেম্‌ কর খোস্‌ হোয়্‌কে।
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি ইয়াদৎ নমুদা যাঁ কোসি
আজ্ঞা কর মিলে বসি ভারত ফকিরি খোয়্‌কে॥

অথ পত্রং

অবশ্যপ্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্রশর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষনিবেদনং॥ ১॥
মহারাজ রাজাধিরাজপ্রতাপ স্ফুরদ্বীর্য্যসূর্য্যোল্লসৎকীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা যতোহস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ॥২॥
যদবধি তব মুখচন্দ্রবিলোকনবিরহিতনয়নচকোরৌ।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশনপ্রসরণবাসরঘোরৌ॥ ৩॥
আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুষ্কদ্রুমাঃ কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নো জানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে॥ ৪॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।

বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফল্‌গুরাঃ ফাল্‌গুনো
নো জানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে ॥ ৫ ॥

[মূল পত্রখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে।]

অথ নাগাষ্টকং

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতং মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ১ ॥
বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতা বাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ২ ॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৩ ॥
সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা
শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূমূর্ত্তিরতুলা।
দ্বিজাস্তৎসেবার্থং নিয়মবিনিযুক্তা অতিথয়ঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৪ ॥
মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজাল দ্বিজপতে।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৫ ॥

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৬ ॥
হৃতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা ক্ষান্তিরতুলা
যত্তপ্তোঽত্রাহং তব সদসি গঙ্গাম্বুনিকটে।
ত্বদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমনুজমণ্ডুকনিকরঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৭ ॥
জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ
কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ।
তদাস্তে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্যদ্বিজমিতঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা
নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্রশর্ম্মা।
এভির্জ্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা
তত্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা ॥

চণ্ডী নাটক

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ
নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি

সংগায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পঞ্চভি-
র্বক্ত্রৈর্বাহুবিশালকৈর্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ১ ॥

নটীর উক্তি

শুন শুন ঠাকুর নিত্য বিশারদ চতুর সভাসদ সারি।
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত হাঁম্ তোঁহি নূতন নারী ॥
ক্যায়্ সে বাতায়ব ভাব ভবানীকো ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব দলনে ধরণীমণ্ডলে তারিণী লে অবতারী ॥
গুরু সম ধীর বীর সম শুনহ সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজশিরোমণি ভারতচন্দ্র বিচারি ॥

সূত্রধারের উক্তি

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোঽভবদ্রাঘবঃ।
তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্ ॥
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণীঃ।
তৎপুত্রোয়মশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ।
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ ॥
রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ।
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাম্বুরাশীন্দবে।
ভাষাশ্লোককবিত্বগীতমিলিতং যত্নেন সম্বর্ণিতং ॥

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপূরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফেঁতি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥ ১

ধো ধো ধো ধো নাগারা গড়গড় গড়গড়্ চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈঃ
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গশব্দৈর্ঘন ঘন ঘন বাজেচ মন্দীরনাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধদেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব ॥ ২

মহিষাস্থরের উক্তি

ভাগেগা দেবদেবী পাখড় পাখড় ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋ´ত্কো রীত দেনা যমঘর যমকো আগকো আগ লাগে ॥
বায়োঁকো রোধ করকে করত বরণকো যব তু সোঁ আব মাগে।
ব্রহ্মা সোঁ বাস্থকি সোঁ কভি নহি ঝগড়ো জোঁউ কুবেরা ন ভাগে ॥

প্রজার প্রতি মহিষাস্থরের উক্তি

শোন্ রে গোঁয়ার্ লোগ্ ছোড়্ দে উপাস্ রোগ্
মানহুঁ আনন্দ ভোগ্ ভৈঁষরাজ্ যোগ্মে।
আগ্মে লাগাও ঘীউ কাহে কো জ্বলাও জীউ
এক রোজ প্যার পিউ ভোগ্ এহি লোগ্মে ॥
আপ্ কো লাগাও ভোগ কাম্কো জাগাও যোগ
ছোড়্ দেও যোগ ভোগ মোক্ষ এহি লোগ্মে।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান্ অর্থ নার আব জান্
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান আর সর্ব্ব রোগ্মে ॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ
প্রথমে হাস্য করিলেন

কমঠ করটট ফণি ফণা ফলটট দিগ্গজ উলটট
ঝপ্টট ভ্যায়্ রে।
বস্থমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত জলনিধি ঝম্পত
বাড়বময় রে ॥

ত্রিভুবন ঘুঁটত রবিরথ টুটত ঘন ঘন ছুটত
যেঁও পরলয় রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট অট্ট অট অট অট্
আ ক্যায়া হ্যায় রে॥

গঙ্গাষ্টক

যদম্বু নাশিতুং মলং মহামলঃ সুশীতলং
প্রযাতি নীচমার্গকং দদাতি নিত্যমুচ্চতাং।
হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বমেব দায়িনীং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্মকারিণীং॥ ১

নৃনেতুমেব গোলকং রথো ভগীরথাহৃতা
ধ্বজস্তরঙ্গরঙ্গকো যদেব নাম চক্রকঃ।
স্বয়ং হি যত্র সারথী রথী যদাপি পাতকী
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্মকারিণীং॥ ২

যদম্বু বহ্নিরুজ্জ্বলঃ সুশীতলং নৃপাপহং
সুশীকরঃ স্ফুলিঙ্গকস্তু ধূম এব ব্যোমগঃ।
যদম্বু নঃ প্রবাহ এব চাশ্রয়াশদাহকো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্মকারিণীং॥ ৩

বিষং যদম্বুভক্ষকে নিহন্তি মন্দিরাসতাং
দহত্যশেষপাপিনাং শরীরমেব দেহিনী।
যদম্বু নঃ প্রভঞ্জনঃ প্রপাদদেহভঞ্জনো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্মকারিণীং॥ ৪

সুধা যদম্বু শীতলং দদাত্যমৃত্যুতাং দিবি
সপাপদাহদাহিনাং বিগাহনায় স্নিগ্ধদাং।
বিগাহিতশ্চ দর্শিতস্থ কর্ষিতস্থ চিন্তয়া
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ॥ ৫

নিহন্তু সজ্ঘ উন্মদং সসৈন্যকঃ পরন্তপো
যদম্বু পত্তিসংকুলং জলধ্বনির্নিনাদনং।
রথেভবাজিকাদয়ো মতিঃ স্তুতির্নতিস্তথা
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ॥ ৬

হরিস্তথা ত্রিলোচনস্ত্রিলোচনী হরীশ্বরৌ
বিধায়িতুং নিমুক্তিতাং যদম্বুনা শুভাকলাং।
ত্রিলোকলোকপাবিকাং ত্রিদেবতাবিধায়িকাং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীং ॥ ৭

বিমলধবললীলা শম্ভুমৌলৌ বিলোলা
প্রবলজলবিশালা স্বর্জনে স্বর্ণমালা।
মদনদহনকাঙ্গা স্বর্গসোপানসঙ্গা
কলুষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু গঙ্গা ॥ ৮*

---

* এই পদচতুষ্টয় মালিনী ছন্দে রচিত।

দুরূহ শব্দের অর্থ

[জ্ঞা. দা.—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'। যো, রা—যোগেশচন্দ্র রায়-সংকলিত 'বাঙ্গালাশব্দকোষ'। সু. মি—সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'। হ. ব—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। পূ. ব—পূর্ববঙ্গ (মুখ্যতঃ, কোটালিপাড়া, ফরিদপুর)। মতদ্বৈধস্থলেই সাধারণতঃ প্রমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে।]

অজপা—'হংসঃ' এই মন্ত্র ২০৭

অদন—ভোজন ১২৩

অদৃষ্ট—অগোচর ৩৩

অনাদ্যা—যাঁহার আদ্য বা আদি নাই। কালিকা দেবী ৪৯

অনুভব—প্রকাশ ১৫২

অনূপ—অনুপ = অনুপম—অতুলনীয় (?) ৫৩

অভিধান—নাম ২১৫

অমৃতী—পিকদানি (যো. রা) ২২৭

আই—মাতা ৩৬

আইশাশ—শাশুড়ীর মা (যো. রা) ৮৫, ১১৮

আগর—অগ্র, শ্রেষ্ঠ ৬৪

আজবোজ—অবুঝ, বোকা ২২

আড়কাঠ—Arcot rupee ২২

আমারী—হাতীর পিঠে উপরে ঢাকা এবং চারি দিকে ঘেরা আসন ১৭০

আয়েব—দোষ, অপবিত্রতা ১৮৭

আরজবেগী—যে কর্ম্মচারী বাদশাহের সম্মুখে দরখাস্ত পড়িয়া শুনায় বা বাদী-প্রতিবাদীর উক্তি জানায়। আরজ (আঃ) = প্রার্থনা, দরখাস্ত ১৩৩

আলম্পনা—বিশ্বের আশ্রয় বা রক্ষক, বাদশাহ ২০৩

আলা—(আঃ) উচ্চশ্রেণীর, উৎকৃষ্ট ২২

আলিশ—আলস্য ৬৬

*আশা, আসা—দণ্ড, যষ্টি ৪০, ৩০৮

---

* তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি প্রথম খণ্ডেও আছে।

আশাওল্—*Yasawwal*, page বা তরুণ ভৃত্য ১৩১

আসন—আগমন। অবস্থান ৭৮

আসরফী—স্বর্ণমুদ্রা ১৬৯

আঁধলা—অন্ধ ১২৩

ইটাল—ভাঙা ইট। বড় প্রস্তরখণ্ড ২০২

ইলিমিলি—অস্পষ্ট মন্ত্র ১০

উকীল—প্রতিনিধি, agent (not lawyer) ১২৬

উচুর—বেশী। উছুর—কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল'। উৎসুর—দেশীনামমালা ৩৪

*উত্তর উত্তর—উত্তরোত্তর, পর পর ২৫

উরুদ্—সৈন্যশিবির, পল্টনের বাজার (জ্ঞা. দা) ১৬৭

এয়োজাত—এয়োপূজা, মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে সধবাদিগের অভিনন্দন। পূ. ব.—আইয়োত ২৩৭

এলেমান—জার্ম্মান ১০

ওলান—নামান ২৩

কজল্বাস—লাল ফেজ টুপি পরা পারস্যদেশীয় সৈন্য। ইহারা তুর্ক, খুরাসান হইতে আসিয়া অনেক শতাব্দী পারস্যে বসতি করিয়াছে ১৩১

কট—আচার (হ. ব)। বিধান ২২৮

কটার—অস্ত্রবিশেষ, ছোরা, কাটারি ১৯৭

কড়সী—ঘুনসী (যো. রা) ১৫

কড়ে রাঁড়ী—বালবিধবা, কন্যা অবস্থায় বিধবা (যো. রা) ১৮

কড়ে—গায়ে হাত দিয়া নাড়াচাড়া (হ. ব) ১২৭

কপিনাশ—বাদ্যবিশেষ ৬২

কমাল—সম্পূর্ণ ১৮৫

"কর্দ্রাফ্থ" অশুদ্ধ। কর্দ ও রফ্ৎ (ফাঃ)=[কর্ম্ম] করিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে ৩১৮

করাই বখতর—'জরাই' হইবে; বর্ম্ম ১৭২

করিম—ঈশ্বর দয়াবান্। করম্—দয়া ১৮৮

কলগী—Aigrette, পাগড়ির সামনে বাঁধা উট বা বক পক্ষীর পালক ৫

কলাবৎ—সঙ্গীত-ব্যবসায়ী, কলাবন্তী=নর্ত্তকী ১৭০

কষণ—টানিয়া বাঁধার ডোর বা দড়ি (হ. ব)। দৃঢ়বন্ধন ১৫

কহর—(আঃ) অত্যাচার, শাস্তি, উপদ্রব ২০৪

কাটার—অসি-বিশেষ (হ. ব) ২১১

কাতি—ছুরি, কাটারি ৯৭

*কাপ—ছলনা ৯৪

কামান—(ফাঃ) ধনুক (তোপ নহে) ৬

কাঁড়—বাণ (যো. রা) ২৩৫

কাঁড়ারী—কাণ্ডারী, মাঝি ৭৬

কারসাজী—(ফাঃ) তলে তলে চালাকি বা ষড়্‌যন্ত্র ১৯১

কারী—কোরাণ-পাঠক, chanter of the Scriptures ২১০

কিয়া—ক্রিয়া, ফল ১০২, ১১৫

কিরা—দিব্য ২৬, ৩৭

কিরামৎ—(ফাঃ) দৈবশক্তি ১৮৫

কুচশম্ভু—কুচরূপ শম্ভু বা শিবলিঙ্গ ২৯, ৬৪

কুঁজি—চাবি ৭৭

কুজড়া—ফল ও তরকারি বিক্রেতা ১৬৮

কুজড়ানী—ফল ও তরকারি বিক্রেতার স্ত্রী ১৬৮, ১৭৭

কুটনী, কুটিনী—কুট্টনী, দূতী ৭১, ৯৬, ১১৫

কুড়ী—কুষ্ঠী ১১৬

কুদ্‌রৎ—শক্তি, অনুগ্রহ ১৮৫

কুফ্‌র্‌—মিথ্যা শাস্ত্র, বহু-ঈশ্বর-বাদ। abstract noun of *Kafir.* ১৮৮

কুলাইবে—কুলাইয়া দিবে, ব্যবস্থা করিয়া দিবে ৪৭

কোড়া—কশা, whip with leather thongs ১১

কোলানী—কোল, আশ্বাস ৭০

কোলাপোষ—কুল্লাপোষ, যাহারা টুপি (পাগড়ি নহে) পরে অর্থাৎ ইউরোপীয় ১০

কোশা—অতি দ্রুতগামী সরু নৌকা ১৬০

খঞ্জর—ছোরা, dagger ৬

খবিস—অপবিত্র ভূত ২০০

খসম—পতি ১৮৭

খানেজাদ—পুরুষানুক্রমে এক বংশের ক্রীতদাস অর্থাৎ দাসসন্তান ভৃত্য ১০১

খাস্‌বরদার—যে বিশিষ্ট সৈন্য বন্দুক বহন করিয়া অগ্রে চলে ১৭১

খুনশী—কলহপরায়ণ ১২৫, ১৩৪

খেটেল—যে খাটে, শ্রমজীবী, ভৃত্য (হ. ব) ৭৬

খেদমত—ভৃত্যকার্য্য, চাকরি ১০৩

খেলাত—সম্মানসূচক পোষাক ৫

খোঁটা—খারাপ, মেকী ২৪

খুদমাগা কাদা খেঁড়ু—প্রথম রজোদর্শনোৎসবের অনুষ্ঠানবিশেষ ৯২

গজর—গর্জ্জন, পেটা ঘড়িতে ৪টা, ৮টা, ১২টা বাজাইবার পর ৪, ৮, ১২ বার দ্রুত বাদ্য (যো. রা) ২৩৪ উঃ বঙ্গ, 'গজাল্'

গরীবনেবাজ—গরিবের সহায়, দরিদ্রপালক (জ্ঞা. দা) ১০২

গস্তানী—কুলটা নারী ১১৬

গালিম—বোধ হয় 'গনিম' (শত্রু) হইবে ১৮৫

গুঁড়া—মৃত্তিকাদির চূর্ণ (হ. ব) ৫৩

গুঁড়াইয়া—গুটাইয়া, টানিয়া ৩৯

গুনা—দোষ, পাপ ১৯০

গুনাগীর—দোষ বা পাপ মানিয়া লওয়া। ফার্সী সাহিত্যে 'গুণাগীর' শব্দ ব্যবহারে পাওয়া যায় না। 'গুণাগার' (অর্থ পাপী, দোষী) শব্দ সর্ব্বদা দেখা যায়। যদি এখানে "গুণাগার হয়ে" এই পাঠ গ্রহণ করা যায়, তবে অর্থ হইবে "[দেবীর নিকট] নিজকে অপরাধী স্বীকার করিয়া" ১৯০, ২১১

গোঁয়ার—নির্ব্বোধ, গ্রামবাসী, অসভ্য চাষা ১১০, ১৮৮

গোলাম-গর্দ্দিস—দাসদের ভিড় বা জটলা ১৩০

ঘেটেল—ঘাটোয়াল, ঘাটমাঝি, পাটনি ৭৬

চক্—Square ১১

চন্দ্রবাণ—মহতাব নামক আতসবাজী ১৭০

চবুতরা—উচ্চ মঞ্চ, raised platform ১১

চাতর—চাতুরি ১১০

চাবুক সোয়ার—Crack rider, expert horseman or trainer ১৩১

চিতগামী—চিত্তে বিচরণশীল, কামদেব ১৬

চীয়া—বস্ত্র, চাদর ১৭৬, ১৭৭

চেগরা, চেঙ্গড়া—বাচাল ১১৮ (উঃ বঙ্গে = বালক)

চেহারা—চেহরা (ফাঃ) আকৃতি। বাদশাহী সৈন্যবিভাগে প্রত্যেক অশ্বারোহীর আকৃতি ও শরীরের চিহ্নগুলি একখানা কাগজে লিখিয়া রাখা হইত, এবং যখন সৈন্য ও ঘোড়াগুলির গণনা ও পরিদর্শন (muster) হইত, তখন ঐ কাগজ দেখিয়া চেহারা মিলাইয়া তবে সৈন্যটিকে বেতন দেওয়া হইত ১৩৪

চোপদার—দণ্ডধারী ভৃত্য ১০১

চোয়াড়—হিংসাবৃত্তিশীল নীচ জাতি, বর্ব্বর ২৩৫

ছাপা—চাপা ২২, ২৬

ছিনার—ব্যভিচারী, হিন্দি "ছিন্না" বেশ্যা ১১

ছিলিমিলি—চকচকে অর্থাৎ স্ফটিক প্রভৃতির গুলির রচিত মালা (হ. ব) ১০

ছুটা—পৃথক্, মসলাদিশূন্য ৬১

জরকশী চীরা—সোনার তার দিয়া কাজ করা বস্ত্র, কিংখাব ৫

জলবাশ—(আঃ) জলৌ = retinue, court + (তুর্কী) বাশ্ = head। দরবার-প্রহরী অশ্বারোহী সৈন্য ১৯৪

জাহাজী—জাহাজে বাণিজ্য করে যে ১০

জিয়ে—উজ্জীবিত হয় ৪০

জীউ দান—দেবমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ১৮৭

জীব—বাঁচিব ৯১

জুম—জুলুম (যো. রা) ১১১, ১১২

জের—নীচে, অধীন ১০৫

জোহার—নমস্কার, সেলাম ১৩১

ঝাড়ুকশ—যে ঝাঁট দেয় (যো. রা) ২০৫

ঝারি—ডাবর, গাড়ু ২২৭

টাকর = টাকার—বদ্ধমুষ্টি, ঘুষি (জ্ঞা. দা) ১৯৮

টাল—বঞ্চনা, ফাঁকি ১২৬

টেলে—ফাঁকি দিয়া ৩৯, ১০১

ঠাকুর—অধিপতি, রাজা ২৬, ৪৬

ঠাকুরকন্যা, ঠাকুরঝি—প্রভুকন্যা [সংস্কৃত নাটকে ভর্ত্তৃদারিকা] ৫৪, ৫৫, ৯৪, ১১১

ডাকাতি—ডাকাত ১৪১

ডেগরা—ডেকরা, প্রগল্‌ভ, ধূর্ত্ত ১১৮ (রাজস্থানী = বেটা)

ঢেকা—ধাক্কা ১৩৩, ১৯৬

তকরার—(আঃ) repetition ১২৫

তক্তের বক্তে=তখ্‌তের বখ্‌তে, অর্থাৎ সিংহাসনের সৌভাগ্যক্রমে ২০৪

তপাস—তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন, খোঁজ ৫৫, ৯৯, ১২৪

তবকী—গোল থালা ধারণকারী ১৭১

তরতমে—ভালমন্দে ২৪২

তস্‌বী—জপমালা ১৯১

তাজী—আরব দেশের ঘোড়া (অতি উৎকৃষ্ট) ১২

তোটকছন্দ—দ্বাদশাক্ষর পাদযুক্ত সংস্কৃতছন্দ ৬৪

তোরা—উষ্ণীষের ভূষণস্বরূপ পক্ষ বা পুষ্পগুচ্ছ ৫

থানা—ফাঁড়ি ৭, ১০

থুথি—চিবুক। থোথমা (পূ. ব) ৬৮

দক্ষিণে—হে সরলে। দক্ষিণ দিকে ১৫৯

দড়—দৃঢ়, সমর্থ, যুবতী ২৩২

দড়বেলা—যৌবনকাল ২৩২

দস্তবস্ত—হাতবাঁধা, বন্দীর মত ২০৪

দাগা—প্রবঞ্চনা ১৮৭

দানি, দানী—যে চোরাই মাল রাখে ; যে দান, শুল্ক, কর গ্রহণ করে (যো. রা) ৯৭, ২২৫

দায়ধরা—debtors in civil prison ১১

দিলগীর—দুঃখিত, ভীত ২০৪

*দুণ—দ্বিগুণ। 'উনা ভাত দুণা বল নিত্য উনা রসাতল'—পূর্ববঙ্গ-প্রচলিত প্রবাদ ১৬৭

*দেই—দেয় ২৪, ৩২

[নদীয়ার অঞ্চলবিশেষে এখনও পাই=পায়, পায়=পাই এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়]

দেখাকু—দেখাউক। তুল° হকু, জিকু, দেকু—কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল' ১৮৯

দেয়ান—দেওয়ান, সভা ১০১, ১৯৩

দোকর—দুবার। পূ. ব প্রচলিত ১২৫

দোপট—পথের দুই ধারে (?) ১০৩

দোয়া—আশীর্ব্বাদ, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ১৮৬

ধুকধুকী—কণ্ঠহারে সংলগ্ন যে অলঙ্কার বুকের উপর ঝোলে (pendant) (সু. মি) ৫

ধুম—আড়ম্বর ৩১, ৩৫, ১০৯, ১৯৪

নকীব—যে কর্ম্মচারী আগত লোকদের নাম ঘোষণা করে ১৩০

নট—নষ্ট, দুষ্ট ৮,৪৫, ৬৪

নঠশীল—দুষ্টপ্রকৃতি (?) ১১২

নাগারা—নাকাড়া, দুইটি ছোট অর্দ্ধ গোলাকার ঢাক, kettle-drums, এক দিকে মাত্র চামড়া থাকে ১৭০

নাট—অভিনয়, রকম ২৩, ৩৫, ৫৪

*নাটক—নর্ত্তক, অভিনেতা ৭৭

নাটুয়া—অভিনেতা ৭৭

নাপাক—অপবিত্র ১৮৭, ১৯১

নাপান—লাফান ২২৫

নাপানী—যে নারী যৌবনগর্ব্বে লাফাইয়া চলে অর্থাৎ চঞ্চল হয় ২২৪

নাহক—অন্যায়, মিথ্যা ১৮৭

*নিছনি[১]—বালাই, অশুভ (জ্ঞা. দা) ১৯, ১২০

নিমা—অর্দ্ধেক ২১১

নিশা—নিশান, লক্ষ্য, ঠিক ১২৬

নেই—নেয় ১১৩

পড়া—যে পড়ে বা পড়িতে পারে, যাহাকে পড়ান হইয়াছে ৬, ১১৭। যাহাতে মন্ত্র পড়া হইয়াছে, মন্ত্রপূত ২২৫

*পর—প্রহর ১২৭, ২৩৪

পয়দল—পদাতিক সৈন্য ১৭০

পাকড়ী—পাথরি (পূ. ব)। পাপড়ি ৩৩

পাকসাট—পাখার ঝাপটা ১৪১

পাকি মালা—যে মাল্য তৈলাদিযোগে দৃঢ় হইয়াছে (যো. রা) ১৮

---

১ প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২।৫৩৫-৮।

পাকে—তালে, কারণে, ৯৭

পাড়াপাড়ি—দ্বন্দ্ব ২২৯

পানা—সরবৎ ১৯৭

পারা—বন্ধন। পূ. ব—নৌকা পারা দেওয়া=নোঙ্গর করা ১২৫

পাঁচিয়া—ব্যাপ্ত করিয়া, জুড়িয়া ১০৮

পাঁতার—পাথার, সমুদ্র। তুল° পাথার চৈ. চ ১৯৮

পুঁড়াশূর ঘাঁটু—স্থানীয় দেবতাবিশেষ। দ্রষ্টব্য—কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল' ২০৬

পুনর্ব্বিয়া—দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম রজোদর্শনোৎসব ৯২, ১২৮, ১৯৩

পূরণ—পূর্ণ ১৫৯

পেশবাজ—মুসলমান স্ত্রীলোকদের গাউন, পেশোয়াজ্ ২০০

পেসকোশ=পেশ্‌কশ্, টাকা বা মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার ৯

°পোশ্—পরিধানকারী। লাল বনাত বাদশাহ ও আমীরদের বড় প্রিয় ছিল ১৭১

ফট্‌কা—বিনিময় (?) ২২

*ফের—বিপদ্ ২৩, ৭৩

ফের—বেড়, বেষ্টন ১১২

ফের—ঘুর ২১৪

ফের ফার—টালবাহানা ১৩৪

ফেরবে—ফেউ শব্দে ১৪৮

ফেরেব—বঞ্চনা ১২৫

ফিরা ফিরা—বার বার ৪৬

বক্ত—সৌভাগ্য ২০৪

বঙ্কুর—বক্রদেহ, বক্র (জ্ঞা. দা) ১২৪

বজা আনে—সম্পন্ন করে ১৮৬

বনভূমি—'ঝাড়খণ্ড' শব্দের বঙ্গানুবাদ ২২১

বন্দগী—মাথা বাঁকাইয়া শুধু ডান হাতের পিঠ দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া, পরে সেই হাত মাথায় তুলিয়া অর্থাৎ মাথা মাটিতে ঠেকিবে না, এই ভাবে সম্মানজ্ঞাপন ১৮৮

বহিত্র—নৌকা ২২৩

বাইশী—বাইশ জনে গঠিত (জ্ঞা. দা) ২

বাছনি—বৎস, বাছা। বাছাই করা ২৪

বাজী—খেলা, ফাঁকি ১৮৭

বাড়—বেড়া (?) অথবা বাহির ? ১২৮

বাণ—(ফাঃ) তীর নহে ; হাওয়াই (rocket) নামক আতসবাজী ৭

বাদহাটা—শক্রতা করা, বাদা সাধা (?) ২২৮

বার—(ফাঃ) royal audience, court ১০১, ১২৯

*বারি—বাহির ২২, ১০৩, ২৩৪

বালাখানা—দোতলায় ঘর, উপরের বারান্দা ১১, ৪২

বাসি—মনে করি ১২৩

বাসে—বাসস্থানে, বাসায় ২১

বিড়া—গোছা ৬১

বিলাতী—বিদেশী। এখানে ইউরোপীয় broadcloth-এর তৈয়ারী ১৭৬

*বিশাই—বিশ্বকর্মা ৪৯

বুরুজ—দুর্গাদির প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে সুদৃঢ় এবং সমুচ্চ গোল গৃহ বা মন্দির (জ্ঞা. দা) ২০৫

বেসাতি—ক্রেয় জিনিসপত্র ২২

বুড়া—ডুবান ২৪১

বুড়াইলে—বুড়া হইলে ৩৭

বোঁদেলা—বুন্দেলখণ্ডবাসী (জ্ঞা. দা) ১০

*ব্রতদাস—ভক্ত। তুল° কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল' ১৭৮, ২১৯, ২২০

ব্রতদাসী—ভক্তা ২২০

*ভরা—বোঝা ১৬

ভাগিনা—বোনপো। তুল° কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল' ৭০ এই অর্থে 'বুনিপো' শব্দ ২৩

*ভাঙ্গি—ভাঙখোর ২৪

ভায়—মনে লয়, প্রতিভাত হয় ৬৯, ১০৫

ভারত—মহাভারত ২৫

ভাষে—ভাষায়, কথায় ২৯

ভুরা—গুড়ের মাত কাটাইয়া প্রস্তুত শুষ্ক ও বালির মত ঝুরঝুরা গুড় (জ্ঞা.দা) ২৪

ভুর—গৌরব, সম্ভ্রম। পৃ. ব—স্তুপ ১০৯

ভুঁয়েস—মৃত্তিকা-গহ্বরবাসী জন্তু-বিশেষ ১০৫

*ভেকো—বোকা ১০৫

ভেজায়—লাগায়, কাজে নিযুক্ত করে ১৯, ৪৯

ভেদ—ইঙ্গিত, বিবরণ ১৮১, ২৪৮, ৩০৮, ৩০৯

ভেল ভেল—ফ্যাল ফ্যাল ৮৪

মল্লিক—মালিক, অর্থাৎ আফগান ১০

°ময়—মত ১৬

মস্তানী—মদোন্মত্তা (জ্ঞা. দা) ১১৬

মহাবিদ্যা—দেবী, কালী তারা প্রভৃতি ৫

মহিম—(ফাঃ) expedition ১৮৫

মাতাল—মাতাইল ২২৭

মানাও—সামলাও ২০৩

মামুর—বদ্ধ ২০২

মাল—অর্থ, ধন। মাত্তা=মত্তা, সম্পত্তি, দ্রব্য ১৬৭.

মালখানা—কোষাগার ; যেখানে টাকা রাখা হয় ১০

মাশাশ—মাসীশাশুড়ী ১১৮

মিতিনী—স্বামীর মিতার স্ত্রী, বন্ধু ২৩৯

মিশাল—(আঃ) মিস্‌ল্‌, দল ১২৬

মুদ্দাই—বাদী ৫৯

মুনশীব—সম্মত। (আঃ) উপযুক্ত, নির্দ্দিষ্ট ২৪

মুরুচা—মাটি খুঁড়িয়া ট্রেঞ্চ করিয়া তাহার সম্মুখে মাটির স্তূপ স্থাপন ৭, ১৭১, ২০৫

মুরুচা বুরুজ—Ramparts and bastions ৭

মেঘডম্বর—শাড়ীর প্রকারভেদ ১৫৮

*মেনে—বাক্যালঙ্কার। পূ. ব—মোনে ২২, ৩৯, ৭৩

মোচঙ্গ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৬২

মোরছল—ময়ূরপুচ্ছের মার্জ্জনী (যো. রা) ৬১, ১৩০

যুব জানি=যুবজানি—যুবতী জায়া যাহার ২৭ (ফাঃ) জন্=স্ত্রী

রঙ্গণ—পুষ্পবিশেষ ৩৩

রজপুত—রাজপুত ২, ১১, ১৪২

রবাব—বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, violin, rebeck ৬২, ১৭০

রাজাই—রাজত্ব ১৯৩, ২১১, ২২১

রাজবাতি—(? রসবতী, হিন্দী, নারিকেলের বিশেষণ) ৬১

রাড়ারাড়ি—গোঁয়ারতুমি, ইতরামি ২৩০

রামজনী—পতিতা নর্ত্তকী ২১০, ২৪৪

রায়বাঁশ—দীর্ঘ বংশযষ্টি ৭

রায়বার—স্তুতি ১৭১, ২০৬

রায়বেঁশে—রায়বাঁশ ঘুরাইয়া আত্মরক্ষায় দক্ষ (যো. বা) ৭, ১৭১

রাহুত = রাও + ওৎ, রাও-এর পুত্র ১৭০। সৈন্য ১০

লহু—রক্ত ২০৪

লুঠেরা—যে লুট করে ৭৬

লেজা = নেজা, বল্লম ৬

শতচ্ছদ—পদ্ম ১৪

শাহনশাহ—শাহান্ + শাহ, রাজাদের উপর অধিরাজ বা সম্রাট্ ১৮৫

শিরোপা—সম্পূর্ণ খেলাৎ, পুরস্কার (সু. মি) ৯, ৪২, ১৩১, ২২২, ২৩৬

শেজি—শয্যাবিষয়ক (?) ২২৯

শোর—(ফাঃ) চীৎকার ১১২

শ্রীরামখানি—শাড়ির প্রকারবিশেষ ২২৫

সক্কা—জলবাহক ভিস্তী ২০৫

সঙ্কেতস্থান—গোপনমিলনস্থান ৪৩

সদীয়াল—সদী = এক শত সৈন্যের নেতা ১৭১

সফরিয়া—বিদেশে ভ্রমণকারী অর্থাৎ বণিক্ ১০

সবো রোজ—শব্ ও রোজ্, রাত্রিদিন ২০২

সলখ্—(ফাঃ) salvo ; a discharge of all the guns together ৭

সহলে সহলে—কোমল স্পর্শে, ধীরে ধীরে (জ্ঞা. দা) ৬৪

সহরপনা—(ফাঃ) শহররক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘেরা প্রাচীর ৭

সহেলী = (আঃ) সহল, নরম ২০২

সাট—সড়, সঙ্কেত ২৪

সিঁচা—সেঁচিয়া আনা ৯২

সীতাকোল—Chicacole-এর ভুল নাম। আসল নাম শ্রীকাকুলম্। সীতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই ১৮৩

সুরাখ—(ফাঃ) গর্ত্ত ১০৩, ১০৬

সৃক্ক—ওষ্ঠপ্রান্ত ১৪৮

সেঙাতিনী—স্বামীর সহচরপত্নী, সহচরী ২৩৯

সোমযাজী—যিনি সোমযাগ করেন ২৫১

সেলাম-গাহ: —(ফা:) যেখানে দাঁড়াইয়া আগত ব্যক্তি রাজাকে সেলাম করে গাহ=স্থান ১৩০

সেলামৎ—স্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা ১৩১

সোয়ারি—যান, আরোহণ ৫

*সোসর—সদৃশ, তুল্য ২৫০

সোঁসর—অবলম্বন (জ্ঞা. দা) ৬

হড়পী—সাপুড়ে ১১৩

হয় নয়—হাঁ কি না ৯০

হাড়ি—কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ, হাউড় (জ্ঞা. দা) ১১

হাড়ি-ঝি—প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় হাড়িজাতীয়া কোন নারী সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হন। বোধ হয়, পরে তিনি চণ্ডীরূপে পূজা পাইতেন (যো. রা)

হানা—saddle-bag ৬

হলক, হলকা—দল ১, ১২

হাপা—জন্তুবিশেষ (?) ৭০, ২২৬

হাপু—দুশ্চিন্তা ২১

হাবাল—জিম্মা ১০২

হাবাস—আবেশ, বিরহবেদনা (যো. রা) ১৬৮

হাব্‌সিখানা—(হাবশী বা নিগ্রোর সঙ্গে কোন সংস্রব নাই)। (আ:)-হব্‌স্‌-খানা—বন্দী-ঘর ১৯২

হাল্‌কা—হাতীর সংখ্যা গণিবার সময় ফার্সী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই শব্দটি জুড়িয়া দিতে হয়। হাল্‌কা—ring ১

হালাক—ধ্বংস, বধ ১৮৭

হালাল—যাহা ধর্ম্মসম্মত, বৈধ ১০১

হাসে—হাস্যদ্বারা ৮

হিতাশী—হিতৈষী। তুল° কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল' ২০, ৬৯

হারাম—শূকর ২০০

*হেট—নীচু ৯৯

*হেমন্ত—হিমালয় ২৪৫

টিপ্পনী

পৃ. ৩ ঃ—বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ।

ভারতচন্দ্র-বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণরাম, বলরাম ও রামপ্রসাদের উপাখ্যানের পার্থক্য বলরাম কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গলে'র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত সংস্করণের পাদটীকায় নিরূপিত হইয়াছে।

পৃ. ৬ ঃ—অতসীকুসুমশ্যামা—

দুর্গার ধ্যানে দুর্গাকে 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্যামা—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।

পৃ. ১০ ঃ—প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।

দেশী বিদেশী নানা জাতি ও শ্রেণীর লোকের উল্লেখ গড়বর্ণন (পৃ. ১০-১১) ও পুরবর্ণন (পৃ. ১২-১৩) প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

পৃ. ২৯ ঃ—নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে…

কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' (১৷৩৮) পার্ব্বতীর এই রোমরাজির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাকে মেখলার মধ্যমণির দীপ্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আর মধ্যভাগের বলিত্রয় কামারোহণের সোপানরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১৷৩৯)।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে একাধিক স্থলে এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বিদ্যাকরসহস্রকনামক সূক্তিগ্রন্থের ৪৪৫, ৪৮৮ ও ৪৯১ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৫১ ঃ—চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল…

তুল° :—তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥
—'অভিজ্ঞানশকুন্তল' ৩, ৩

পৃ. ৫৯ ঃ—তত্ত্বন্তু বাদরায়ণে।

বাদরায়ণ (বেদব্যাস)প্রণীত বেদান্তদর্শনেই সারতত্ত্ব পাওয়া যায়। রাধামোহন গোস্বামীর মতে 'তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ' ন্যায়দর্শনে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ সূত্র।

পৃ. ৭২ ঃ—শিলা জলে ভাসি যায়…

তুল° :—অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষং যদি দৃশ্যতে।

শিলা তরতি পানীয়ে গীতং গায়ন্তি বানরাঃ॥

পৃ. ৮৭ ঃ—অপরাধ করিয়াছি…

তুল :—স চেদ্ ভবেত্ত্বং খলু দীর্ঘসূত্রো দণ্ডং মহান্তং ত্বয়ি পাতয়েয়ম্।

মুহুর্মুহুস্ত্বাং শয়িতং কুচাভ্যাং বিবোধয়েয়ঞ্চ ন চালপেয়ম্॥

সৌন্দরনন্দকাব্য ৪।৩৫।

পৃ. ৮৮ ঃ—জীববাক্যে—কেহ হাঁচি দিলে 'জীব' বা 'বাঁচিয়া থাক' বলিবার রীতি ছিল। অনুরূপ ভাব—১৩৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় শ্লোক।

পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল—

নায়িকার মানভঙ্গের ষড়্‌বিধ উপায়ের অন্যতম নতি বা পায়ে ধরা—

'সাহিত্যদর্পণ' ৩।২০১

পৃ. ৯১ ঃ—ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ।

নায়ক-নায়িকার নানা ভেদ ও তাহাদের লক্ষণ ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৯৪ ঃ—মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।

গর্ভিণী রাণী সুদক্ষিণার মৃত্তিকাভক্ষণের উল্লেখ ও কারণনির্দেশ কালিদাসের 'রঘুবংশে' (৩।৪) পাওয়া যায়।

পৃ. ১০৪ ঃ—আমার ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ—

অশ্বত্থামা পঞ্চ পাণ্ডবকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া দুর্য্যোধনের আনন্দ ও শবমুণ্ডদর্শনে পাণ্ডবপুত্রগণ নিহত হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার বিষাদ। হর্ষ ও বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যুর বিবরণ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' সৌপ্তিকপর্ব্বের শেষে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১০৬ ঃ—এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ।

কীচকবধের জন্য ভীমও স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

পৃ. ১০৭ ঃ—নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন

প্রাচীন কালে রাজপ্রাসাদের মধ্যে নৃত্যাগার ও নাট্যশালানির্ম্মাণের ব্যবস্থা ছিল। মানসার ৪০।৬১, ৭৬ দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১০৯ ঃ—ফাটক হইল জরাসন্ধকারাগার।

জরাসন্ধের কারাগারে বহু রাজা বন্দী ছিলেন। জরাসন্ধবধের পর তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন।

পৃ. ১২৪ ঃ—রাজসভাসদ পত্তি…

সেকালের বিভিন্ন রাজকর্মচারীর নাম ও তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের উল্লেখ এই প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্রও পাওয়া যায়। 'সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ' (পৃ. ৭ প্রভৃতি), রাজসভায় চোর আনয়ন (পৃ. ১২৯ প্রভৃতি), 'মানসিংহের যশোর যাত্রা (পৃ. ১৭০ প্রভৃতি) ও 'মজুন্দারের রাজ্য' (পৃ. ২৩৫ প্রভৃতি) এই সকল প্রসঙ্গ মিলাইয়া পড়িলে এ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়।

পৃ. ১২৫ ঃ—বরমেকাহুতি কালে

যথাসময়ে সামান্য কিছু করাও ভাল। তুল°—বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।

পৃ. ১৩২ ঃ—রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন।

তুল° ঃ—দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ—'পঞ্চতন্ত্র'।

পৃ. ১৪০ ঃ—এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল—

অনিরুদ্ধকর্তৃক বাণকন্যা উষার গোপনসম্ভোগ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধবন্ধন, কৃষ্ণহস্তে বাণের পরাজয় ও অনিরুদ্ধকে কন্যাদানের বিবরণ—'ভাগবত' ১০।৬২-৩।

লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন—

কৃষ্ণপুত্র শাম্বকর্তৃক দুর্য্যোধনকন্যা লক্ষ্মণার অপহরণ, শাম্বের বন্ধন ও মোচনের বিস্তৃত বিবরণ কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' আদিপর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১৪১ ঃ—দস্যুকন্যা মহৌষধে—

রাজগৃহে নানা কৌশলে পত্নীকর্তৃক পতিবধের একাধিক দৃষ্টান্ত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১।১৭) প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার (৭।১৫৩) কুল্লুক ও মেধাতিথির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১৫৫ ঃ—বরমিহ গঙ্গাতীরে—

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ
করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবর-
কোটীশ্বরো নৃপতিঃ।

বাল্মীকিকৃত গঙ্গাস্তবের এই অংশের বঙ্গানুবাদ। দ্রষ্টব্য—পৃ. ১৭৮।

পৃ. ১৬০ :—ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।

তুল° কালিদাসের 'ঋতুসংহার' ২।১১, 'মেঘদূত' ১।২২ (অম্ভোবিন্দুগ্রহণ-চতুরান্‌…) ও মাঘের 'শিশুপালবধ' (৬।৩৮)।

পৃ. ১৬১ :—অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর—

তুল°—অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্‌।

হরো হিমালয়ে শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥

পৃ. ১৭৭ :—ধেনুবৎস একস্থানে—

প্রসিদ্ধ মাঙ্গলিক দ্রব্যের নাম—

ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি-
দিব্যস্ত্রীপূর্ণকুম্ভদ্বিজনৃপগণিকাপুষ্পমালাপতাকাঃ।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধিমধুরজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ ॥

পৃ. ১৭৮ :—ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি—

তুল° স্নানমন্ত্র—বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।

'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে'র প্রকৃতিখণ্ডে (১২-১৩ অধ্যায়) গঙ্গার বিষ্ণুপদ হইতে উৎপত্তির বিবরণ আছে। ২১২ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উৎপত্তির এক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

পৃ. ১৭৮ :—বরমিহ তব তীরে—

১৫৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১৮০ :—জানুমানু ছিল যাহে মনসার দাস—

বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির মনসামঙ্গলকাব্যে জালুমালু ও হাসানহোসেনের উপাখ্যান পাওয়া যায়।

পৃ. ১৮১ :—জগন্নাথপুরীর বিবরণ—

জগন্নাথপুরীর এই বিবরণের সহিত কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গলে'র বিবরণের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু স্বর্ণ, তাম্র ও রৌপ্যের মন্দিরনির্ম্মাণের বৃত্তান্ত ইঁহারা কোথা হইতে পাইলেন বলা যায় না।

পুরীর পঞ্চতীর্থ প্রধান :—

মার্কণ্ডেয়াবটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থীবিধিঃ স্মৃতঃ ॥

—রঘুনন্দনের পুরুষোত্তমতত্ত্বে উদ্ধৃত ব্রহ্মপুরাণ।

পৃ. ১৮২ ঃ—শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত—

তুল°— চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
যথা তথোপযুক্তং তৎ সর্ব্বপাপাপনোদনম্।।

জগন্নাথ শব্দে শব্দকল্পদ্রুমধৃত উৎকলখণ্ড।

পৃ. ১৯৪ ঃ—নীলমণি প্রথম গায়ন।

এই গায়কের পূর্ব্বনাম নীলমণি কণ্ঠাভরণ ডাঁউসাঁই (পৃ. ২৫৩)।

পৃ. ২০৩ ঃ—পানপাত্র হাতা হাতে—

প্রথম খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠায়ও অন্নপূর্ণার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

পৃ. ২০৯ ঃ—পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে।

তুল°—কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ—'হিতোপদেশ' ৪।৭

পৃ. ২১২ ঃ—গঙ্গাবর্ণন।

গীতশ্রবণে হরির দ্রবীভাব, বামনাবতারে বিষ্ণুপাদে ব্রহ্মার পাদ্যদান ও ভগীরথের গঙ্গানয়নের বৃত্তান্ত যথাক্রমে 'শ্রীমহাভাগবতপুরাণে'র ৬৪ অধ্যায়, ৬৬ অধ্যায় ও 'রামায়ণ' আদিকাণ্ডের ৪১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

পৃ. ২১৫ ঃ—বাল্মীকিপুরাণমত—

বাল্মীকির 'রামায়ণ' বুঝাইতেই অপ্রচলিত বাল্মীকিপুরাণ (বাল্মীকিরচিত পুরাণ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হরেকৃষ্ণ দাস-রচিত একখানি বাল্মীকপুরাণের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে। তাহার বর্ণনীয় বিষয় বাল্মীকির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪৮।১৫০)।

পৃ. ২৩২ ঃ—প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে—

৯১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৪০ ঃ—রন্ধন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নানা স্থানে সেকালের রন্ধন ও ভোজনের বিস্তৃত ও কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'নিদয়ার মনের কথা,' 'নিদয়ার সাধভক্ষণ,' 'খুল্লনার রন্ধন' ও 'সদাগরের জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত ভোজন' এবং বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের সোনেকার সাধভক্ষণে রন্ধনের বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

পৃ. ২৪৪ ঃ—পড়িয়া সূর্য্যসোম—

সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশঃ খচরামরাঃ॥
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্‌॥

প্রভৃতি মাঙ্গলিক মন্ত্র পড়িয়া পূজা আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত আছে।

পৃ. ২৪৫ ঃ—অষ্টমঙ্গলা।

সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাহিনীকে (অষ্টাহ গীতকথা) এখানে আটটা মঙ্গল বা পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইয়াছে। তবে ইহার সহিত খণ্ড বা পালা ভাগের কোনও সামঞ্জস্য নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ভণিতায় (৩১, ৭৬, ১০৯, ১৭৬) চারিটি পালার উল্লেখ আছে। ১৭৬ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ রাত্রিতে গেয় 'জাগরণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (এতদূরে পালাগীত হৈল সমাপন। ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥)

পৃ. ২৫১ ঃ—দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার—'ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতম্‌' প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশবর্ণনাবিষয়ক বর্ত্তমান প্রসঙ্গ ও অন্য কয়েকটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।

পৃ. ২৫২ ঃ—শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।

প্রথমে মাতৃকা (১৬) তৎপরে যোগিনী (৬৪) এই শাকে অর্থাৎ ১৬৬৪ শকাব্দে।

পৃ. ২৫৩ ঃ—বেদ লয়ে ঋষি রসে…

বেদ (৪) ঋষি (৭) রস (৬) ব্রহ্ম (১) অর্থাৎ ১৬৭৪ শকে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। পক্ষান্তরে, বেদব্যাস ঋষি বেদ অবলম্বন করিয়া আনন্দে ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়াছিলেন—এই ধ্বনি এখানে বর্ত্তমান।